ভাস্কর পণ্ডিত

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

ক্যালকাটা মিলন বীথিতে অভিনীত

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত

প্রথম সংস্করণ—১৩৬৭।৬

ভূমিকা

বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা সারা পৃথিবী বিদিত, আজও বাংলার মায়েরা দামাল ছেলেদের ঘুম পাড়ায় গানের সুরে 'ছেলে ঘুমোল, পাড়া জুড়ল বর্গী এল দেশে' ব'লে। সেই বর্গীর সর্দার ভাস্কর পণ্ডিত যদিও বাংলার বিভীষিকারূপে সেকালে আবির্ভাব হয়েছিলেন তথাপি তাঁর মনে যে স্নেহ ও মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল ছবি পরিস্ফুট ছিল তারই পূর্ণ আভাস দিয়েছি, আমার **ভাস্কর পণ্ডিত** নাটকে। এই নাটক ক্যালকাটা মিলন বীথির অভিনেতাগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে সাফল্য মণ্ডিত ক'রে তুলেছেন, সে জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ইতি,

বিনীত

গ্রন্থকার

ভাস্কর পণ্ডিত নাটক ক্যালকাটা মিলনবীথির
সত্ত্বাধিকারী আমার অনুজতুল্য শ্রীতারকচন্দ্র
পালকে উৎসর্গ করলাম

ইতি
গ্রন্থকার

চরিত্র পরিচয়

পুরুষগণ

বীরমল্ল	...	বিষ্ণুপুরের রাজা
ভাস্কর্ পণ্ডিত	...	মারাঠা সর্দ্দার
তানাজী	...	ঐ সহকারী
জলন্ধর সিং	...	ঐ অধীনস্ত সৈনিক
আলিবর্দ্দী	...	বাংলার নবাব
সিরাজদৌল্লা	....	ঐ দৌহিত্র
মীর্জ্জাফর	...	ঐ সিপাহোশালার
মহম্মদীবেগ	...	সিরাজের পার্শ্বচর
মোহনলাল	...	বীরগ্রামবাসী প্রজা
চঞ্চলকুমার	...	বীরমল্লর দৌহিত্র
ফকির সাহেব	...	

স্ত্রীগণ

মাধুরী	...	মোহনলালের ভগ্নী
গৌরীবাঈ	....	ভাস্করের কন্যা
লুৎফা	...	বাঁদী
গিরিজায়া	...	জনৈক পুত্র শোকাতুরা বঙ্গ বিধবা

ভাস্কর পণ্ডিত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের মন্দির চত্বর, মন্দিরের মধ্যে শঙ্খ ঘণ্টা নাদে আরতি হইতেছিল, সম্মুখে একজন দেবদাসী নৃত্য করিতেছিল, এক ব্রাহ্মণ দেবস্তুতি গাহিতেছিল, রাজা বীরমল্ল আসিয়া যুক্তকণ্ঠে দাঁড়াইলেন

ব্রাহ্মণ । **গীত**

ধর পূজা ধর আরতি
ওহে নিখিল পতি ।
তোমার ধেয়ানে সঁপিয়া আপনে
গেয়ে যাই প্রভু মহিমা গীতি ॥
গোলক আলোক করি তুমি ছিলে হরি—
বৃন্দাবনে পুনঃ বাজালে বাঁশরী ।
কুরু রণভূমি তব পদ চুমি
ধন্য হইল ওহে পার্থ সারথী ॥
কলিতে দলিতে পাপ মদনমোহন—
শ্রীগৌর রূপে প্রেম করে বিতরণ ।
তোমার প্রেমের স্রোতে ভাসিল যবন
ভকতি চিতে তাই করে সবে নতি ॥

এই গান ও আরতি নৃত্য পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে, অকস্মাৎ পর পর কয়েকবার বন্দুকের শব্দ ও বহুকণ্ঠে 'পালা পালা' রব উঠিল, সকলে চমকিত হইল

বীরমল্ল । একি হল ! ও কিসের কোলাহল ?

ছুটিয়া চঞ্চলকুমারের প্রবেশ

চঞ্চল। দাদু—দাদু। বর্গীরা বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেছে।

সকলে। এঁ্যা, সে কি।

[দেবদাসী ও ব্রাহ্মণের পলায়ন

বীরমল্ল। আক্রমণ করেছে? বর্গীরা শেষপর্য্যন্ত আমার বিষ্ণুপুরে হানা দিলে?

চঞ্চল। হ্যাঁ, দাদু। নগরে হানা দিয়ে বেপরোয়া লুঠ করছে, নগরবাসীদের মারধর করছে, এমন কি যারা পালাবার চেষ্টা করছে, তাদের ওপর বন্দুক চালাচ্ছে।

বীরমল্ল। ওঃ! এত বড় অত্যাচার। চঞ্চল, চঞ্চল, তুই নিজে দেখে এলি?

চঞ্চল। দেখে এসেছি বলেই তো, আর চুপ করে থাকতে পারছি না! দাদু—দাদু, তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় প্রজারা এমনি শিয়াল কুকুরের মত মরবে?

বীরমল্ল। না, না, তা হ'তে পারে না। চল—চল চঞ্চল, সৈন্যাবাসে গিয়ে—

চঞ্চল। বর্গীদের তাড়াতে হুকুম দেবে? হা অদৃষ্ট। কাকে হুকুম দেবে দাদু? সৈন্যরাও বর্গীদের ভয়ে পালিয়েছে।

বীরমল্ল। পালিয়েছে। সৈন্যরাও পালিয়েছে?

চঞ্চল। পালাবে না? বাঙ্গালী সৈন্যরা যে নির্ব্বোধ নিজেদের শক্তির পরিচয় নিজেরাই জানে না; তাদের ধারণা, মারাঠা সৈন্যরা এক একজন হাতির মত বলবান।

বীরমল্ল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বিহার ছারখার হয়েছে, শেষে বাংলাটাও যাবে।

চঞ্চল। বাংলা যাবে? বর্গীরা কি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শক্তিমান? তাদের দমনে বাংলার নবাব শক্তিও এগিয়ে আসবে না?

বীরমল্ল। এগিয়ে এলে কি আজ মারাঠা দস্যুরা বাংলায় পা দিতে পারতো? বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী শুধু অধিনস্ত রাজাদের শোষণ করে, আদরের নাতি সিরাজদ্দৌলার বিলাসের নেশা মেটাতে দু-হাতে টাকা খরচ করছে, বাংলার দিকে ফিরেও দেখছে না।

চঞ্চল। এমনি স্বার্থপর যে দেশের শাসক, সে দেশের প্রজারা কেন বিদ্রোহী হয় না?

বীরমল্ল। চুপ্! ও কথা বলিসনি ভাই, ও কথা বলিস নি।

বহুকণ্ঠে। (নেপথ্যে) রক্ষা করো—রক্ষা করো।

চঞ্চল। ঐ শোন—ঐ শোন দাদু, ভয়ার্ত্ত প্রজারা কাতরকণ্ঠে রাজ-শক্তির সাহায্য চাইছে।

বীরমল্ল। সাহায্য আর কি করে করব চঞ্চল। সৈন্যরা প্রাণভয়ে পালিয়েছে, সেনাপতিরা নীরব, আমি আজ একা।

চঞ্চল। একা বলে চুপ করে ঘরের কোণে বসে থাকবে, আর বর্গীরা ইচ্ছেমত তোমার প্রজাদের উৎপীড়ন করে ধনরত্ন লুটে নিয়ে চলে যাবে? আমি এর প্রতিকার করব, প্রতিকার করব।

প্রস্থানোদ্যত

বীরমল্ল। পাগলের মত কোথায় ছুটে চলেছিস চঞ্চল?

চঞ্চল। মারাঠা শিবিরে।

বীরমল্ল। মারাঠা শিবিরে! কেন—কেন?

চঞ্চল। মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে।

বীরমল্ল। কিসের কৈফিয়ৎ?

চঞ্চল। কেন সে আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা মায়ের বুকে পৈশাচিক অত্যাচার করছে!

বীরমল্ল। যাস্‌নে, যাস্‌নি চঞ্চল, মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত মানুষ নয়, শয়তান, শয়তান!

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তানাজীর প্রবেশ

তানাজী। ভুল—ভুল রাজা, মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত মানুষরূপী ভগবান।

চঞ্চল। কে—কে আপনি—ভাস্কর পণ্ডিতের উকিলি করতে এসেছেন!

তানাজী। গৈরিক বসন দেখে বুঝতে পারছ না বালক, আমি সন্ন্যাসী?

বীরমল্ল। সন্ন্যাসী হয়ে আপনি ভাস্কর পণ্ডিতের হিংসা বৃত্তির প্রশ্রয় দিচ্ছেন?

চঞ্চল। না—না, এ কখনই সন্ন্যাসী নয়, নিশ্চয় ছদ্মবেশধারী কোন মারাঠা।

তানাজী। বয়সে বালক হলেও দেখছি তুমি বুদ্ধিমান, তোমার অনুমান অভ্রান্ত, সত্যই আমি মারাঠা।

ছদ্মবেশ উন্মোচন

বীরমল্ল। ও, তাই দস্যু ভাস্কর পণ্ডিতের গুণগান করতে করতে দেব মন্দিরে প্রবেশ করলে!

তানাজী। এ আপনার ভুল ধারণা রাজা, সত্যই আমাদের সর্দ্দারজী মানুষরূপী ভগবান।

চঞ্চল। ভগবানত্বের খুব পরিচয় দিয়েছ, দেশের পর দেশকে লুণ্ঠনে, শোষণে, হত্যায় [illegible] রক্তের বিভীষিকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

তানাজী। এইটাই [illegible] তাঁর ভগবানত্বের পরিচয়? তিনি নিজের

দেশকে ও জাতিকে এত ভালবাসেন যে, জগতে দস্যু আখ্যা নিয়েও জাতির হিতৈষণা করে যাচ্ছেন।

বীরমল্ল। দস্যুবৃত্তি করে জাতির হিতৈষণা ?

তানাজী। নিশ্চয়। আমার মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচুর খাদ্য জন্মায় না! দেশবাসী এইজন্য বড দরিদ্র। সুতরাং অন্যান্য দেশ থেকে লুণ্ঠন ক'রে, সেই টাকায় কর্কশ পার্ব্বত্যভূমিতে খাদ্য ফলিয়ে দেশ-বাসীকে তিনি বাঁচাতে চান।

চঞ্চল। অন্য দেশকে শোষণ করে যারা বাচতে চায়, তারা পশুরও অধম।

তানাজী। সাবধান বালক! মনে রেখ, দরিদ্র হলেও আমরা বীর, কারো রক্তচক্ষু দেখে ভয় পাই না।

বীরমল্ল। আজ বাঙ্গালীদের দুর্ব্বলতার সন্ধান তোমরা পেয়েছ, তাই আমার রাজধানীতে এসে অবাধে লুণ্ঠন চালিয়েও এত বড় কথা বলতে সাহস করছ। কি বলব, বার্দ্ধক্যভারে আমি অবনত। সে দিন থাকলে—

তানাজী। কি করতেন রাজা? প্রবল মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে দাড়ালে, শুষ্ক তৃণের মত উড়ে যেতেন। যাক্, আমি যে জন্য আপনার দেবমন্দিরে এসেছি, শুনুন।

বীরমল্ল। বল!

তানাজী। সামান্য কিছু লুণ্ঠন করে আপনাকে মারাঠাশক্তির পরিচয় দিয়েছি, কিন্তু এখন লুণ্ঠন বন্ধ করে, সৈন্যদের নগর অবরোধ করবার আদেশ দিয়ে এসেছি।

চঞ্চল। সে জন্যে আমরা তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা দেখাব না। আপাততঃ তোমার আসার কারণ ব্যক্ত কর।

তানাজী। মারাঠারাও তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা চায় না, চায় টাকা।

বীরমল্ল। অর্থাৎ ?

চঞ্চল। অর্থাৎ আপনাকে প্যাঁচে ফেলে মারাঠা দস্যুরা আপনার কাছ থেকে বেশ মোটা রকমের টাকা আদায় করে নিতে চায়।

তানাজী। মোটারকমের টাকা আমরা চাই না, মাত্র বাংলায় আসার খরচটা পেলেই যথেষ্ট হবে।

বীরমল্ল। খরচের পরিমাণটা শুনি ?

তানাজী। দশলাখ টাকা।

চঞ্চল। দশ লা-খ টাকা ?

তানাজী। এতো সামান্য।

বীরমল্ল। সামান্য নয় মারাঠা! বিষ্ণুপুর খুব গরীব রাজ্য—

তানাজী। গরীব রাজ্য! বলেন কি মহারাজ! আপনি তো অর্দ্ধবঙ্গেশ্বর।

চঞ্চল। ঐ নামেই অর্দ্ধবঙ্গেশ্বর; কিন্তু দেবোত্তর আর ব্রহ্মোত্তরে বিষ্ণুপুররাজ সব রাজাকে ছাড়িয়ে গেছেন। ও সব বাদে যা সামান্য খাজনা আদায় হয়, তা থেকে রাজস্ব দিয়ে রাজা একরকম ফাঁকের ঘরেই পড়ে আছেন।

তানাজী। অত তথ্য সংগ্রহের আমার প্রয়োজন নেই। আমাদের যা দাবী তা মেটাতেই হবে।

চঞ্চল। যদি আমাদের তা মেটাবার শক্তি না থাকে ?

তানাজী। তাহলে আবার লুণ্ঠন আরম্ভ করব।

চঞ্চল। সে অবসর আর তুমি পাবে না মারাঠা দস্যু! এখনি এইখানে তোমাকে দস্যুতার শাস্তি নিতে হবে।

আক্রমনোদ্যত

বীরমল্ল। কর্‌ছিস্ কি, করছিস্ কি ভাই এটা যে পবিত্র দেব মন্দির।

তানাজী। পবিত্র দেব মন্দির বলেই তানাজী নীরবে এই বালকের স্পর্দ্ধা দেখছে! মন্দিরের বাইরে গেলে, মারাঠা শক্তির পরিচয়টা হাতে হাতেই দিয়ে দিতুম।

চঞ্চল। বাঙ্গালী হলেও চঞ্চল কুমার জাতিতে ক্ষত্রিয়, দস্যুর চোখ রাঙ্গানিকে সে গ্রাহ্য করে না। চল, মন্দিরের বাইরে যাচ্ছি।

বীরমল্ল। না—না, যাস্‌নি ভাই! ওরে, তুই যে আমার নয়নের মণি! কঠিন মারাঠার অস্ত্রমুখে জীবন বিপন্ন করতে তোকে যেতে দেব না।

চঞ্চল। দাদু! দাদু!

বীরমল্ল। অকারণ প্রজাক্ষয়ে আর কাজ নেই ভাই, মারাঠাদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিতে দে!

চঞ্চল। সে কি দাদু! দস্যুদের অন্যায় দাবীও মেনে নেবে?

বীরমল্ল। মেনে না নিলে সে রাজ্যও শ্মশান করবে ভাই!

চঞ্চল। কেন শ্মশান করবে? তুমি আমাকে ছেড়ে দাও দাদু, আমি এখনি এই দস্যু মারাঠাকে বাহুবলে পরাজিত করে, পশুর মত বধ করব।

তানাজী। যুদ্ধটা ছেলেখেলা নয় বালক! মারাঠা শক্তি যে সারা এশিয়ার অধিবাসীদের স্তম্ভিত করেছে, তা বোধ হয় জান না?

বীরমল্ল। ও না জানলেও আমি জানি মারাঠা! ওর কথা ছেড়ে দাও! এখন বল, কত কম অর্থ নিয়ে তোমরা বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে যেতে পার?

তানাজী এক কপর্দ্দকও কম নিতে পারব না। যদি আপনি দশ লাখ টাকা দিতে রাজী হন, তাহলে এখনি সৈন্যদের এক জায়গায় জড় করে শিবির ফেলব, আর যদি না রাজী হন, তাহলে প্রজাদের কাছ থেকেই দশলাখ টাকা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাব।

বীরমল্ল। না—না, লুণ্ঠন করতে হবে না, আমি দশলাখ টাকাই দেবো।

চঞ্চল। দাদু!

বীরমল্ল। আপত্তি করিস্ নি ভাই, দশলাখ টাকা দণ্ড দিয়ে, আমার বিষ্ণুপুর অধিবাসীদের বাঁচাতে দে!

চঞ্চল। কিন্তু এতটাকা তুমি পাবে কোথা থেকে দাদু?

বীরমল্ল। সংগ্রহ করব! আমি তোমাদের দশলাখ টাকা দেবো মারাঠা, কিন্তু আমাকে ঐ টাকাটা সংগ্রহ করবার জন্য সাতদিন সময় দিতে হবে।

তানাজী। উত্তম। আপনি সাতদিন পরেই টাকা দেবেন। যে কদিন টাকা না দেন, সে কদিন আমরা বিষ্ণুপুরের জঙ্গলেই শিবির ফেলে বিশ্রাম করব।

[প্রস্থান

তরবারী খুলিয়া চঞ্চলকুমার তানাজীর পশ্চাদ্ধাবন করিলে বীরমল্ল তাহাকে বাধা দিলেন

বীরমল্ল। ছিঃ, তুই না ক্ষত্রিয় সন্তান?

চঞ্চল। ক্ষত্রিয় সন্তানের শত্রুকে পিছন থেকে আঘাত দেওয়া নিষেধ কিন্তু তাদের চোখ রাঙানী হজম করতে কোন দোষ নেই!

বীরমল্ল। মাথা গরম করিস্ নি ভাই, মাথা গরম করিস্ নি।

চঞ্চল। মাথা কি সাধে গরম হয়। তোমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা নেই, তুমি তাদের সাতদিনের ভেতর গুণে গুণে দশ লাখ টাকা দেবে বলে দিলে।

বীরমল্ল। দশ লাখ টাকা না দিলে যে তারা বিষ্ণুপুর ছেড়ে যেতে চায় না—শুন্‌লি না?

চঞ্চল। তা তো শুনলুম, কিন্তু এ টাকা তুমি জোগাড় করবে কোথা থেকে?

বীরমল্ল। আপাততঃ রাজপরিবারের হীরে মুক্তোর গহনা যা আছে, সেগুলো বাঁধা দিয়ে কাজ মেটাই, তারপর বৎসরান্তে রাজস্ব আদায় হলে ছাড়িয়ে নেবো।

চঞ্চল। গহনা বাঁধা দিয়ে, মারাঠা দস্যুদের পেট ভরাবে ?

বীরমল্ল। তা ছাড়া আর উপায় নেই। তুই যা দেখি, খাজাঞ্চীকে একবার ডেকে দিস্।

চঞ্চল। দস্যুদের টাকা দিয়ে তুমি দেশের সর্ব্বনাশ করতে চাও কর, আমাকে কিছু করতে বলো না। আমি এখনি চলেছি—

বীরমল্ল। কোথায় ভাই !

চঞ্চল। মুর্শিদাবাদে, নবাব আলিবর্দ্দীর সঙ্গে এ বিষয়ের বোঝাপড়া করতে।

বীরমল্ল। চঞ্চল।

চঞ্চল। আমি তোমার বারণ শুনব না দাদু ! দ্রুতগামী অশ্বে চেপে এখনি মুর্শিদাবাদের পথে রওনা দেবো ! নবাব যদি বর্গী দমনে এগিয়ে আসেন ভাল, না আসেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চলে যাবো দিল্লীতে। [প্রস্থান

বীরমল্ল। চঞ্চল—ওরে চঞ্চল ! যাস্ নি ভাই, ফিরে আয়—ফিরে আয়। ফিরলো না, চলে গেল ! তাই তো—আমি এখন কি করি ? ছেলেটাকে ফেরাতে যাবো—না টাকার জোগাড় করবো। মদনমোহন, মদনমোহন ! একি সঙ্কটে ফেল্লে প্রভু !

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ নবাব প্রাসাদের তোরণ-দ্বার, কথা বলিতে বলিতে মহম্মদীবেগ ও মীর্জ্জাফরের প্রবেশ

মীর্জ্জাফর। উচ্ছৃঙ্খলতা পুরো মাত্রায় চলেছে ?

মহম্মদী। তা চলেছে জনাব !

মীর্জ্জাফর। নিত্য নূতন সুন্দরী তরুণী ঠিক জুগিয়ে যাচ্ছতো ?

মহম্মদী। তা তো জোগাচ্ছি জনাব। কসবিতে আর শাহাজাদার মন ভরছে না। এইবার চাইছেন টাট্‌কা গোলাপ।

মীর্জ্জাফর। অর্থাৎ ?

মহম্মদী। অর্থাৎ বড়-বড় ঘরের অবিবাহিতা সুন্দরী।

মীর্জ্জাফর। খুব সুলক্ষণ ! চাইছে যখন জোগাড় করে দিতেও হবে।

মহম্মদী। সর্ব্বনাশ ! নিত্য নূতন কসবি জোগাড় করতেই মহম্মদী বাবার নাম ভুলে যাচ্ছে, এর ওপর আবার বড় ঘরের অবিবাহিতা সুন্দরী তরুণী পাবো কোথা ?

মীর্জ্জাফর। না পার কাজে ইস্তফা দাও !

মহম্মদী। দোহাই জনাব, ও কথা বলবেন না। ইস্তফা দিয়ে খাব কি ! আপনার দোয়া নিয়ে এ গোলামের আর অভাব কিছু নেই। দিব্যি মাইনের তঙ্কা পাচ্ছি, আর শাহাজাদার গুলবাগে নিত্য সরাপ ও নর্ত্তকী নিয়ে স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছোটাচ্ছি। এখন এমন সোনার নকরীতে ইস্তফা দিলে, আমি দম আট্‌কে মরে যাবো।

মীর্জ্জাফর। তাই যদি বুঝে থাক, তাহলে সিরাজের খেয়াল মেটাতে বড় বড় ঘরের অবিবাহিতা সুন্দরী তরুণী জোগাড়ের চেষ্টা কর।

মহম্মদী। তা তো করতে পারি জনাব, কিন্তু ও সব বড়ঘরের মেয়ে জোগাড় করতে হলে যে অনেক টাকার দরকার।

মীর্জ্জাফর। দরকার হয় পাবে।

মহম্মদী। ইয়া আল্লা ! তাহলে এগোতেও পিছপাও নয়। কিন্তু একটা কথা ভাবছি জনাব।

মীর্জ্জাফর। কি ?

মহম্মদী। বড় বড় ঘরের সুন্দরী তরুণী জোগাড় করা, মানে চুরি করে আনা। স্ব-ইচ্ছায় তো কোন মেয়ে আসতে চাইবে না !

মীর্জাফর। মনে হয় চাইবে না!

মহম্মদী। ধরুন, যদি কোন রকমে সেই কথা ফাঁস হয়ে পড়ে—

মীর্জাফর। পড়ে কি, আলবৎ পড়বে!

মহম্মদী। এঁ্যা তাহলে—

মীর্জাফর। নগরের বিশিষ্ট নাগরিকরা ক্ষেপে যাবে।

মহম্মদী। বলেন কি! বিশিষ্ট নাগরিকরা ক্ষেপে গেলে—

মীর্জাফর। আমাদেরই লাভ হবে। ভবিষ্যতে সিরাজের মসনদ পাওয়ার আশা ভরসা একদম ফর্সা।

মহম্মদী। ইয়া আল্লা। এমন সুদিন আসবে?

মীর্জাফর। আলবৎ আসবে! তুমি উঠে পড়ে মুর্শিদাবাদের অভিজাত বংশীয় সুন্দরী তরুণী কতকগুলো পর পর ধরে এনে সিরাজকে দাও দেখি, তাহলেই দেখবে বিশিষ্ট নাগরিকরা বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াবে।

মহম্মদী। কেয়া বাৎ! আমি আজ থেকেই কাম সুরু করে দেবো জনাব!

চঞ্চল। (নেপথ্যে) আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে নবাব বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে দাও।

মীর্জাফর। ও কে!

মহম্মদী। (দূরে দেখিয়া) একটা ছেলেকে রক্ষীরা দেউড়ির মুখে আটকেছে জনাব, ঐ দেখুন, ছেলেটাই চেঁচাচ্ছে।

চঞ্চল। (নেপথ্যে) নবাব বাহাদুরের কাছে গিয়ে আমি আর্জি পেশ করব, আমায় পথ ছেড়ে দাও রক্ষী।

মহম্মদী। ছেলেটা জাঁহাপনার কাছে আর্জি পেশ করতে এসেছে, জনাব।

মীর্জাফর। তা শুনতে পাচ্ছি। বালকের বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়। যাও মহম্মদী, ওকে ডেকে আন!

মহম্মদী। জো হুকুম জনাব!

[প্রস্থান

মীর্জ্জাফর। বালক খাস্ নবাবের কাছে আর্জ্জি পেশ করতে এসেছে! তবে কি উচ্ছৃঙ্খল সিরাজের বিরুদ্ধে কোন আর্জ্জি নিয়ে এসেছে?

মহম্মদীবেগ সহ চঞ্চল কুমারের প্রবেশ

চঞ্চল। কৈ নবাব বাহাদুর? কোথায় বাংলার শাসনকর্ত্তা?

মীর্জ্জাফর। বাংলার শাসনকর্ত্তাকে তোমার কি প্রয়োজন বালক?

চঞ্চল। আপনিই কি বাংলার শাসনকর্ত্তা?

মীর্জ্জাফর। না আমি তাঁর সিপাহোশালার।

চঞ্চল। সিপাহোশালার? না, না, আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই, আমি দেখা করতে চাই খাস্ নবাব বাহাদুরের সঙ্গে।

মহম্মদী। চোপ্ রহো বেয়াদপ্। জনাবের যে দেখা পেয়েছিস্ এই তোর বাবার ভাগ্যি, আবার জাঁহাপনার সঙ্গে দেখা করতে চাস্?

চঞ্চল। বাঃ, চমৎকার নবাব কর্ম্মচারীদের শিষ্টতা? এইরকম করেই বুঝি বাংলার শাসনকর্ত্তা বাঙালীদের ভালবাসা পেতে চান?

মীর্জ্জাফর। বাংলার শাসনকর্ত্তা বাঙালীদের ভালবাসা পেতে চান না বালক।

সিরাজের প্রবেশ

সিরাজ। কে বলে বাংলার শাসনকর্ত্তা বাঙালীদের ভালবাসা পেতে চায় না?

মীরজাফর ও মহম্মদীবেগ অভিবাদন করিল

সিরাজ। তুমি যে মাথা নোয়ালে না বালক?

চঞ্চল। বাংলার নবাব ভিন্ন আমি কারো সামনে মাথা নোয়াব না।

মহম্মদী। হুঁশিয়ার হিন্দু. এখুনি তোর শির যাবে।

সিরাজ। তার আগে তোর শিরটা ঐ বালকের পায়ে রাখ বেয়াদপ।

মহম্মদী। শাহাজাদা!

সিরাজ। যে ছেলে তোদের মাথা নোয়াবার ব্যস্ততা দেখেও খাড়া হ'য়ে আছে, সে যে অসামান্য, সেটা আগে হতেই না বুঝে কোন স্পর্দ্ধায় তুই ওর প্রতি অশিষ্ট আচরণ করলি?

চঞ্চল। আপনিই শাহাজাদা—

মীর্জ্জাফর। সিরাজদৌল্লা, তোমাদের ভবিষ্যৎ নবাব।

চঞ্চল। এমন নবাব নিপাত যাওয়াই মঙ্গল।

মীর্জ্জাফর। (কটিদেশ হইতে পিস্তল লইয়া) বালক।

সিরাজ। পিস্তল নামান খাঁ সাহেব!

মীর্জ্জাফর। এ বালক হলেও, বিদ্রোহী শাহাজাদা!

সিরাজ। বিদ্রোহী নয় খাঁ সাহেব; বাংলার দরদী ছেলে। বালক, বালক! তোমার নির্ভীক উক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছে। বল কি চাও?

চঞ্চল। আমি বাংলার নবাবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ

আলিবর্দ্দী। বাংলার নবাব তোমার সম্মুখে।

চঞ্চল। আমার অভিবাদন গ্রহন করুন জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। তোমার মাতামহের পত্র পেয়ে আমি আসছিলাম সম্মানিত অতিথিদের বিশ্রাম ভবন থেকে, দূর থেকে শুনেছি বালক তোমার নির্ভীক উক্তি।

চঞ্চল। আমার গোস্তাকী মাফ করুন, জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। না—না, নেমে যেওনা বালক! তোমরাই তো বাংলার ভবিষ্যৎ আশা ভরসা। নবাব আলিবর্দ্দী তার একমাত্র আনন্দ দুলাল দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে বাংলার মসনদে বসিয়ে মক্কায় চলে যেতে

পারবে, শুধু তোমাদের মত নির্ভীক ছেলেদের হাতে বাংলার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দিয়ে।

চঞ্চল। আমরা বাংলা রক্ষায় প্রাণ দেব জাঁহাপনা!

আলিবর্দ্দী। সে বিশ্বাস আমার আছে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে কি দেখছ সিপাহোশালার, এই নির্ভীক বালক, অর্দ্ধবঙ্গেশ্বর বিষ্ণুপুর-রাজ বীরমল্লর একমাত্র দৌহিত্র।

সিরাজ। বাংলার এমন দুরন্ত ছেলেকে সিরাজও ছেড়ে দেবে না দাদু সাহেব; অন্ততঃ একবারও তাকে বুকে চেপে ভাই-হারা মনটা শান্ত করে নেবে।

চঞ্চলকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলে

চঞ্চল। (ইতস্ততঃ করণ) শাহাজাদা।

সিরাজ। ইতস্ততঃ ক'রো না ভাই, ইতস্ততঃ ক'রো না। স্নেহ বুভুক্ষু সিরাজের বুকে এসে শান্তি দাও!

চঞ্চলকে বক্ষে ধারণ

চঞ্চল। এতদিনের ধারণা আমার উল্টে গেল শাহাজাদা! বিষ্ণুপুরে বসে শুনেছিলাম—

সিরাজ। সিরাজ চরিত্রহীন, লম্পট, দেশবাসীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, বাংলার অধিবাসীদের ভালবাসে না! শুধু বিলাসিতায় জীবন অতিবাহিত করে!

চঞ্চল। এখন আর আমি কিছুই বিশ্বাস করব না, শাহাজাদা! এইবার বুঝতে পেরেছি সে সব কথা দুষ্ট লোকের রটনা।

সিরাজ। বুঝেছ। ভাই—ভাই! তাহলে তুমি বাঙালীদের বুঝিয়ে দাও, যতটা কালী আমার গায়ে দূর থেকে তারা দেখে, সবটাই নিজের মাখা নয়, দুষ্টলোক জোর করে তা মাখিয়ে দিয়েছে।

চঞ্চল। আমি প্রাণপণে আপনাকে কলঙ্কমুক্ত করবার চেষ্টা করব,

শাহাজাদা! কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার জন্মভূমি বিষ্ণুপুরকে আপনারা বিপদ মুক্ত করুন।

আলিবর্দ্দী। তোমার বিষ্ণুপুরের কি বিপদ বালক?

চঞ্চল। বিষ্ণুপুর রাজধানীতে বর্গীরা হানা দিয়েছে জাঁহাপনা!

আলিবর্দ্দী। সে কি! রাজা বীরমল্ল এসব কথা তো আমাকে কিছুই লেখেনি।

চঞ্চল। লেখেনি, পাছে আপনি বিরক্ত হন, এই ভয়ে।

সিরাজ। অধিনস্ত করদ রাজারা বিপদাপন্ন হয়ে নবাব দরবারে লিখে আর্জ্জি পেশ করলে নবাব বিরক্ত হবেন?

মীর্জ্জাফর। তা হবেন বৈ কি! কোথায় দস্যু তস্করের অত্যাচার হল, তারও বিহিত নবাবকে করতে হবে?

সিরাজ। করা উচিত।

চঞ্চল। আর বর্গীরা সামান্য দস্যু তস্কর নয়, সিপাহোশালার। তাদের ভয়ে দেশবাসীরা থর থর করে কাঁপছে।

সিরাজ। আমিও লোকমুখে তাই শুনেছি দাদুসাহেব, বিহারে তারা নাকি বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছে।

মির্জ্জাফর। তা করেছে সত্য, কিন্তু সে-জন্য শাসকশক্তি দায়ী নয়। বিহারের প্রজারা ভয়ে পড়ে মারাঠা দস্যুদের হাতে তাদের ধনরত্ন তুলে দিয়েছে।

আলিবর্দ্দী। সে যাই হোক, দস্যুরা যখন বিষ্ণুপুরে হানা দিয়েছে—

মীর্জ্জাফর। তখন বিষ্ণুপুর রাজই তাদের সায়েস্তা করে দিক।

চঞ্চল। তা পারলে আর আমি আসতুম্ না এই মুর্শিদাবাদে, জাঁহাপনার কাছে আর্জ্জি নিয়ে।

আলিবর্দ্দী। তোমার আর্জি শুনেছি বালক, অচিরেই আমি এর প্রতিকার করব।

চঞ্চল। প্রতিকার করব বল্লে চলবে না জাঁহাপনা, আজই আমার সঙ্গে দ্রুতগামী অশ্বে ফৌজ পাঠিয়ে দিন, নইলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

আলিবর্দ্দী। সে কি আজই ?

চঞ্চল। হ্যাঁ আজই। বর্গীরা হানা দিয়েছে শুনে বিষ্ণুপুরের বাঙালী সৈন্যেরা ভয়ে লুকিয়ে পড়েছে।

আলিবর্দ্দী। সে কি ! বাঙালী ফৌজরা এত ভীরু !

চঞ্চল। জনশ্রুতি বাঙালীদের ভীরু করে তুলেছে, জাঁহাপনা ! নইলে আমার দাদু, মারাঠা দস্যুদের দশলাখ টাকা দণ্ড দিয়ে বিষ্ণুপুরকে নিরাপদ করতে যাচ্ছেন।

আলিবর্দ্দী। সে কি ! দশ—লা-খ টাকা ?

চঞ্চল। হ্যাঁ জাঁহাপনা ! তাও সংগ্রহ করছেন রাজ পরিবারের হীরে মুক্তোর গহণা বন্ধক দিয়ে।

সিরাজ। শুনছেন ? শুনছেন দাদুসাহেব। এর পরেও কি খাঁ সাহেবের উপদেশ মত নিচেষ্ট থাকতে চান ?

আলিবর্দ্দী। না—না—তা থাকতে পারবো না। মহম্মদী, এখনই আফগান সর্দ্দার মুস্তাফা, আর সৈন্যাধ্যক্ষ ইয়ার লতিফকে সংবাদ দে, তারা যেন যুদ্ধসজ্জা করেই আসে ! আর তুমি দশ হাজার ফৌজ নিয়ে এখনি বিষ্ণুপুরের দিকে রওনা হও। মীরজাফর খাঁ, মারাঠা দস্যুদের না তাড়িয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব না।

[মহম্মদীসহ মীরজাফরের প্রস্থান

যাও বালক, বিশ্রাম করগে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমার সেনাপতিরা ফৌজ নিয়ে তোমার সঙ্গে যাবে। এস সিরাজ !

[প্রস্থান

সিরাজ। আপনি যান দাদুসাহেব, আমি যাচ্ছি। আমার কিশোর বাঙ্গালী ভায়ের নামটি কি, শুনলুম না যে।

চঞ্চল। আমার নাম চঞ্চল কুমার।

সিরাজ। চির অচঞ্চল থাকে যেন ভাই তোমার এই নির্ভীকতা। বাংলা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমাকে সুখী করেন।

চঞ্চল। আমার সুখ দুঃখ সবই বাংলা মায়ের সেবায় উৎসর্গ করেছি, শাহাজাদা!

সিরাজ। সেই দেখেই তো সিরাজ তোমাকে বুকে টেনে নিয়ে ভায়ের অধিকার দিয়েছে, চঞ্চল কুমার।

ফকির সাহেবের প্রবেশ

ফকির। এই চঞ্চল ভাইকে চিরদিন বুকে স্থান দিতে পারবে তো সিরাজ?

সিরাজ। (সেলাম করিয়া) কেন পারবো না হজরৎ?

ফকির। জাতির গোঁড়ামিতে! এ যে হিন্দু!

সিরাজ। সিরাজ বাংলার ছেলে হজরৎ, তার কাছে হিন্দুরও যে মর্য্যাদা, মুসলমানেরও সেই মর্য্যাদা। সে জানে হিন্দু-মুসলমান দুইজাতিই বাংলা মায়ের দুটি বাহু, তার একটা ভেঙ্গে গেলে আর একটার কোন দাম থাকবে না। এই দেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছে অগণিত হিন্দু-মুসলমান, একই বাংলা মায়ের দরদী সন্তান।

চঞ্চলকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল

ফকির।　　**গীত**

একই বাংলা মায়ের ছেলে হিন্দু-মুসলমান।
তার কেউ নয় ভাই ছোট বড়
　　সবাই পাবে সমান মান॥
মায়ের কাছে আদর সবার—
সব ছেলেরাই সমান ব্যথার।

তাই শস্য শ্যামল এই বাংলায়
বিশ্বপিতার আশীষ দান ॥
সোনার ধানে দেশ ভরে যায়—
গোধন হেথা পূজা যে পায়
যেমন মন্দিরে ভাই সন্ধ্যারতি
সেই সাঁঝে মসজিদে আজান ॥

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বীরগ্রাম, পল্লীপথ

উত্তেজিত মোহনলাল ও তৎপশ্চাতে কলসী কক্ষে মাধুরীর প্রবেশ

মোহন। বার বার তোকে বারণ করেছি, সন্ধ্যার সময় গ্রামের পথে বেরোস্‌নি, তবু তুই শুনবি না পোড়ারমুখি ?

মাধুরী। না বেরোলে উপায় নেই দাদা, ঘরে এক বিন্দুও জল নেই যে !

মোহন। (খিচাইয়া) জল নেই যে ! দিনের বেলা দেখতে পারিস না, ঘরে জল রইল কিনা !

মাধুরী। জল ছিল তো ! পাড়ার ছেলেরা খেলাধূলা করে ফেরবার সময় সব জল খেয়ে গেল।

মোহন। পাড়ার ডানপিটে ছোঁড়াগুলোকে দিয়ে সব জল খাইয়ে দিলি কেন ?

মাধুরী। জল না দিলে কি রক্ষে ছিল ! তারা সব তোমার সাগরেদ, জল নেই বল্লে হয় তো জোর করে ঘরে ঢুকে জল খেয়ে যেত।

মোহন। উঃ! জোর করে ঘরে ঢুকতো।

মাধুরী। তা ঢুকতো বৈকি! তুমিই তো তাদের আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছ।

মোহন। কি! আমি আস্কারা দিয়েছি?

মাধুরী। নিশ্চয়। লাঠিখেলা শিখিয়ে, তাদের নিয়ে হৈচৈ করে বাড়ী যাও, আর তারা গিয়ে ইচ্ছে মত ঘরে ঢুকে খাবারদাবার কেড়ে বিকড়ে খেয়ে পালিয়ে যায়।

মোহন। তা তো যাবেই, ওরা যে—

মাধুরী। তোমার সাগরেদ।

মোহন। হাঃ, হাঃ, হাঃ, ঠিক বলেছিস বোন, ওরা আমার সাগরেদ, আমার গৌরব, আমার ভাই। ওদের মানুষ করে তুলছি কেন জানিস্?

মাধুরী। কেন দাদা?

মোহন। দেশকে অত্যাচার মুক্ত করতে।

মাধুরী। কথায় কথায় প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। যাই জল নিয়ে বাড়ী যাই।

মোহন। হ্যাঁ, তাই যা! পুকুর ঘাটে গিয়ে যেন আবার কোন মেয়ে ছেলে দেখে কথায় মেতে রাত করে ফেলিস্ নি। বর্গীরা নাকি বিষ্ণুপুর জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চেপে চারিদিকে হানা দিয়ে লুটতরাজ করছে। বলা যায় না, বিপদ ঘটতে কতক্ষণ!

মাধুরী। সন্ধ্যা বেলায় আবার তুমি কোথায় চলেছ, দাদা?

মোহন। একবার বামুন পাড়ায় যাচ্ছি, নরেশ ভট্টচায্যির বৈঠকখানায় একটা সালিশী আছে।

মাধুরী। তা যাও, কিন্তু আজ যেন সালিশীতে বসে রাত দুপুর করে ফেল না।

মোহন। না রে না! দিনকাল ভাল নয়, এসময় তোকে একা ফেলে রেখে আমি কি সালিশীতে বসে রাত দুপুর করতে পারি। তুই জল নিয়ে বাড়ী যা, আমি এক প্রহর রাত হতে না হতেই ফিরে আসব।

[প্রস্থান

মাধুরী। বাবা গো বাবা! দাদার আর কাজের বিরাম নাই! সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কেবল কাজ আর কাজ। কি কাজ যে করে তার ঠিক নেই! কেবল পরের ব্যাগার দিচ্ছে, কিন্তু নিজের ক্ষেতখামার যে উঠে যাবার জোগাড় হয়েছে, সে দিকে দৃক্‌পাত করে না!

[প্রস্থান

ছদ্মবেশে তানাজী ও জলন্ধর সিংএর প্রবেশ

তানাজী। দেখ জলন্ধর! সংবাদ পেয়েছি, এই বীরগ্রামে বহু ধনী ব্যক্তির বসবাস, তুমি গুপ্তভাবে আজ রাত্রে এখানে অবস্থান করে সংবাদ নেবে, কোন্ কোন্ পাড়ায় কে কে ধনীব্যক্তি আছে। তোমার মুখে সঠিক খবর পেলে, আমরা এসে হঠাৎ হানা দেবো, বুঝেছ?

জলন্ধর। যে আজ্ঞে।

তানাজী। যাও, আপাততঃ ঐ বাগানটায় লুকিয়ে থাক্‌গে, আমি চল্লাম।

[প্রস্থান

নেপথ্যে অশ্ব পদধ্বনি

জলন্ধর। যাক্‌, সেনাপতি বাহাদুর ঘোড়ায় চেপেছে। বাপ্‌! বাংলায় এসে শুধু খেটেই মরছি। না পাচ্ছি সরাব, না পাচ্ছি সুন্দরী মেয়েছেলে। বিহারে যে কদিন লুঠতরাজ করেছি, সে কদিন ও দুটোই পেয়েছি। বাংলাটা একদম বিধবার মুল্লুক। উচ্ছন্নয় যাক্‌, বাঙালীরা উচ্ছন্নয় যাক্‌। (নেপথ্যে দেখিয়া) বা-বা-বা! মেঘ না চাইতেই জল.

ঐ যেন একটা মেয়েমানুষ জল নিয়ে একলা আস্‌ছে ! যাই ঐ গাছটার আড়ালে লুকিয়ে থাকিগে, তালমত ঠিক টেনে নিয়ে যেতে পারবো।

[প্রস্থান

কলসীপূর্ণ জল লইয়া মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। সন্ধ্যে হয়ে গেল, পথে গ্রামের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। গাটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করছে। যাই, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যাই।

প্রস্থানোদ্যতা ; জলন্ধর প্রবেশ করিয়া বাধা দিল

জলন্ধর। কোথায় চলেছ দিলবাহার !

মাধুরী। একি ! কে—কে তুমি ?

জলন্ধর। আমি তোমার দিল পারবার। এস—এস পিয়ারি।

হস্তধারণোদ্যত

মাধুরী। খবরদার হাত ধরো না।

জলন্ধর। হাত কি পিয়ারী ! তোমাকে বুকে করে নিয়ে যাব।

মাধুরীকে জড়াইয়া ধরিলে সে চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু তার পূর্ব্বেই জলন্ধর পাগড়ীর কাপড় দিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিতেছিল

মাধুরী। ওগো, কে কোথায় আছ, আমাকে বাঁচাও—আমাকে রক্ষে কর।

ততক্ষণে জলন্ধর তাহার মুখ বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল। দ্রুতপদে পুনরায় মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। একি ! এ যে মাধুরীর গলা, তবে কি তাকে— (কলসটি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া) হ্যাঁ—হ্যাঁ, এই তো আমাদের কলসী পড়ে রয়েছে। তবে নিশ্চয় তাকে বর্গীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাসীটা কে

কোথায় আছ, ছুটে এস ! মাধুরীকে বর্গীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ঐ দিকে, ঐ দিকে, ওদের বাধা দাও।

[দ্রুত প্রস্থান

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুক ; **গীত**

হায়, হায়, হায় এই দুনিয়ার রীত !
কেউ কাঁদে ভাই হারিয়ে আপন জন
কেউ পরের কাছে পায় প্রীতি ॥
পাহাড় ভেঙ্গে ছুটছে নদী কোন—
অজানা দেশে—
আবার সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ে
কাকেও ভালবেসে ॥
তাই আমি অবাক হয়ে দেখি বসে
কেউ রাজা হয় যে রাতারাতি ॥

[প্রস্থান

সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্তকলেবরে মোহনলালের পুনঃ প্রবেশ

মোহন। পারলুম্ না, মাধুরীকে উদ্ধার করতে পারলুম্ না। শয়তান মারাঠা সৈনিকটা মুখ বাঁধা অবস্থায় মাধুরীকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে পালাচ্ছিল, ঠিক্ মাঠের মাঝে দৌড়ে গিয়ে পথ আট্‌কালুম, কিন্তু রুখতে পারলুম না ! আমি নিরস্ত্রাবস্থায় ছিলুম, কেউ আমার পিছনে দৌড়ে গিয়ে একটা লাঠি দিয়েও সাহায্য করলে না, পিশাচ মারাঠা আমায় বারবার ভল্লাঘাত করে পালিয়ে গেল। ওঃ, আমি এখন কি করি। আমি এখন কি করি ! আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় মাধুরীকে বর্গীতে ধরে নিয়ে গেল, আমি চীৎকার করে জানালুম, গ্রামের একটা লোকও ছুটে এল না, সকলে দরজায় খিল এঁটে বসে রইল ! না, না, এই পাপ

গ্রামে আর থাকবো না! এখনি বাড়ীঘর সব পুড়িয়ে, ছারখার করে যে দিকে দু-চক্ষু যায় চলে যাব।

প্রস্থানোদ্যত ; সম্মুখে গিরিজায়ার প্রবেশ

গিরিজায়া। কি হয়েছে—কি হয়েছে রে মোহন ; একি! তোর সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে কেন?

মোহন। দেহের রক্ত ঝরছে দেখে চম্‌কে উঠেছ পিসী! কিন্তু যদি দেখতে বুকের মাঝে রক্ত কি রকম টগ্‌বগ করে ফুটছে, তাহলে বুঝতে পারতে আজ আমার কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

গিরিজায়া। মোহন!

মোহন। মাধুরীকে একটা বর্গী ডাকাত ধরে নিয়ে পালিয়ে গেল, আমি চীৎকার করে গ্রামবাসীদের ডাকলুম, কিন্তু কেউ এল না পিসী, সবাই দরজায় খিল্ এঁটে বসে রইল।

গিরিজায়া। বাঙালীরা তাই থাকে রে মোহন, তাই থাকে। বাংলা দেশের চালু কথা, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তোর বোনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তাদের কি।

মোহন। তাদের কি! আজ বুঝবে না পিসী, সেই দিন বুঝবে, যেদিন বীরগ্রামের একটা অবিবাহিতা মেয়েও বাদ যাবে না।

গিরিজায়া। মোহন!

মোহন। আমার মাধুরীকে বর্গীরা ধরে নিয়ে গেছে, আর তাকে ফিরে পাব না! কিন্তু পিসী, বীরগ্রামের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধও রাখব না! এখনি বাড়ীঘর সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে চলে যাব যেদিকে দু-চক্ষু যায়। তবে যাবার পূর্ব্বে গ্রামের মাতব্বরদের ডেকে বলে যাব, তাদের বুকের রক্ত দিয়ে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

গিরিজায়া। এ কথা যদি তারা ভাবতে পারত, তাহলে কি গ্রামের

বুক থেকে, মাত্র একটা বর্গী ডাকাতে তোর বোন মাধুরীকে ধরে নিয়ে যায়? এরা সব ভেড়ার জাত মোহন, সব ভেড়ার জাত। শুধু শিং নেড়ে তেড়ে আসতেই জানে, আঘাত করতে জানে না।

মোহন। আজ আঘাত করলে না। কিন্তু যেদিন ঐ বর্গীরা গ্রামে এসে সকলের বাড়ী বাড়ী ঢুকে অবিবাহিতা মেয়ে আর নবোঢ়া কুলবধূদের ধরে নিয়ে গিয়ে মুখে কলঙ্কের ছাপ মেরে দেবে, সেদিন বুক চাপড়ে হাহাকার করে ওরা গ্রামের পথে আছড়ে পড়বে, আর আমি সেই দৃশ্য দেখে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে উচ্চ হাস্যে আকাশখানা ফাটিয়ে দোব, হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান

গিরি। মোহন—মোহন! যাঃ, এ ছোঁড়াটাও শেষে পাগল হয়ে গেল!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বিষ্ণুপুর জঙ্গল, মারাঠা শিবির

গৌরীবাঈ ও তানাজীর প্রবেশ

গৌরী। তোমাদের এই অমানুষিক হত্যালীলার কবে শেষ হবে সেনাপতি ?

তানাজী। কবে শেষ হবে কে বলতে পারে, গৌরী!

গৌরী। একথার অর্থে তা হলে এই বুঝতে হবে যে, এমনি পাশবিক হত্যালীলা দীর্ঘদিন চলবে !

তানাজী। তা নাও চলতে পারে। বিশ্বপালক ভগবান যেদিন মুখ তুলে চাইবেন, সেই দিনই মারাঠারা বাইরের লুণ্ঠন বন্ধ করে দেশকে ফল ফুলে সাজাবার চেষ্টা করবে।

গৌরী। শত শত বিধবার মর্ম্মভেদী হাহাকার, অসংখ্য পিতা মাতার দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে মারাঠা জাতির ভবিষ্যৎ জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলছে সেনাপতি! দস্যুবৃত্তিতে একটা জাতির অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে না।

তানাজী। কে বল্লে পারে না!

গৌরী। আমি বলি।

তানাজী। তুমি পণ্ডিতজীর কল্পনাকে ভুল প্রতিপন্ন করতে চাও, গৌরীবাঈ ?

গৌরী। শুধু আমি নই, বাবার কল্পনা যে ভুল এ কথা চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই বলবে।

তানাজী। যারা বলবে তারা দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করে নি গৌরী!

ক্ষুধার যে কি নিদারুণ জ্বালা, তা যারা জেনেছে তারা বুঝতে পারবে—কেন মারাঠাজাতি আজ লুণ্ঠন ব্যবসা ধরেছে।

গৌরী। একজনের ক্ষুধার আহার কেড়ে নিয়ে আর একজনের পেট ভরে না সেনাপতি, চোখ ভরে। বিশ্বপিতা একজনকে দুধে ভাতে রাখতে চান, আর একজনের বেলায় পোড়ারুটিও মেলে না; এসব তাঁর পরীক্ষা নয় কি?

তানাজী। জীবকে না খেতে দিয়ে পরীক্ষা!

গৌরী। এই তো জীবের অগ্নিপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যে জাতি উত্তীর্ণ হতে পারবে, তারাই জগতের শ্রেষ্টত্ব লাভ করবে।

তানজী। না খেয়ে দিন দিন জাতির ক্ষয় হয়ে যাবে, তারপর আর কে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে গৌরী? ও সব কথা কবির লেখনির মুখে বেশ বেরিয়ে আসে; কিন্তু না খেয়ে যারা মরে তারা ও উপদেশগুলো পড়েও বিশ্বাস করতে পারে না।

গৌরী। বিশ্বাস করতে পারে না বলেই তো ক্ষমতার গর্ব্বে জাতি ধ্বংস হয়ে যায়।

তানাজী। কে বলে ধ্বংস হয়ে যায়? শোষন আর অন্যায় শাসননীতি নিয়েই দুনিয়াটা চলছে। যারা খাদ্য আর ধনরত্নের পাহাড়ের ওপর গদী পেতে বসে আছে, তারাই তো দেখতে পাচ্ছি, নিরন্ন মানুষগুলোর রক্ত চুষে খাচ্ছে। যাদের প্রচুর আছে তারা ক্ষুধার্ত্তের আহার কেড়ে নিয়ে আরো জমাতে চাইছে।

ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ

ভাস্কর। সেই পুঁজিবাদী শয়তানদের কঠোর শাসন করতেই আমি সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে বিরাট বাহিনী টেনে এনেছি তানাজী!

গৌরী। পুঁজিবাদীদের শাসন করবার মত অন্য কোন জাতি কি আর ভারতে ছিল না বাবা?

ভাস্কর। হয়তো ছিল না! ক্ষুধার্ত্ত না হলে দরিদ্র ক্ষুধাতুরের ব্যথা বুঝবে না মা! নানাদেশে লুণ্ঠন করে ঘুরে ঘুরে দেখে এলুম, সকলেই একপথ ধরে চলেছে। পুঁজিবাদীরা দরিদ্র শ্রমিকদের খাটিয়ে অর্দ্ধাহারে রেখেছে, আর অভাগা শ্রমিকরা চোখের জল ফেলে অভিশাপ দিচ্ছে।

গৌরী। তাদের অভিশাপে পুঁজিবাদীরা ধ্বংস হয়ে যাবে বাবা!

ভাস্কর। না মা, না! দিন দিন তারা আরো ফেঁপে উঠছে। এই পাপ যুগে ভগবানও একচোখো হয়ে গেছেন, নইলে লক্ষ লক্ষ নিরন্নের তপ্ত অশ্রুতে তিনি চঞ্চল হচ্ছেন না!

গৌরী। বাবা!

ভাস্কর। সারা পৃথিবী জুড়ে ন্যায় অন্যায়ের দ্বন্দ্ব চলেছে, শোষক আর শোষিতের মধ্যে এইবার বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, ক্ষুধাতুর যারা, তারা চরম পন্থা অবলম্বন করতে শিখেছে। এই প্রতিযোগিতার শেষ হবে সেইদিন, যেদিন মানুষ উচ্চনীচ ভেদাভেদ ভুলে সাম্যবাদীর একই পতাকাতলে সমবেত হবে।

গৌরী। কবে? কতদিনে সেই শুভলগ্ন আসবে?

ভাস্কর। শীঘ্রই আসবে, মা! সুদূর মহারাষ্ট্র হতে বেরিয়ে, দেশের পর দেশ লুণ্ঠন করে, আমরা বহু বিনাশ-স্বপ্নে-বিভোর রাজশক্তিকে সজাগ করে তুলেছি। এইবার তারা নিজ নিজ দেশকে শক্তিশালী করে তোলবার চেষ্টা করবে, মা।

বীরমল্লের প্রবেশ

বীরমল্ল। মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত তাদের এইভাবে গলা টিপে ধরলে আর তারা কেমন করে দেশকে শক্তিশালী করে তুলবে?

ভাস্কর। কে—কে আপনি—

তানাজী। অর্দ্ধবঙ্গেশ্বর বীরমল্ল।

ভাস্কর। আসুন—আসুন রাজাজী, নমস্কার।

বীরমল্ল। নমস্কার!

ভাস্কর। তানাজী—তানাজী, আমার বহু সৌভাগ্য, আজ অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বর যেচে আমার শিবিরে এসেছেন। যাও—যাও, এই মহান অতিথির সম্বর্দ্ধনার বন্দোবস্ত করগে!

বীরমল্ল। অকারণ আপনার এই ব্যস্ততা পণ্ডিতজী! আমি সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করতে মারাঠা শিবিরে আসিনি।

তানাজী। আমাদের টাকা দিতে এসেছেন বোধ হয়?

বীরমল্ল। আপনাদের প্রার্থিত দশ লক্ষ টাকা আমি এখনো সংগ্রহ করতে পারিনি, তাই আরো কিছুদিন সময় প্রার্থনা করতে এসেছি।

ভাস্কর। আরো সময়!

তানাজী। না, না, আর সময় আমরা দেবো না! এই বিষ্ণুপুর জঙ্গলে একটা বিরাট বাহিনী বসে থাকবে, তাদের রসদ ও অন্যান্য খরচ দেবে কে?

বীরমল্ল। সেইজন্যেই তো আপনারা দশলাখ টাকা নিচ্ছেন।

তানাজী। হ্যাঁ নিচ্ছি, কিন্তু সে তো মাত্র সাতদিন সময় ছিল।

বীরমল্ল। হ্যাঁ সাতদিন সময় ছিল, কিন্তু এই সাতদিনের মধ্যে পুরোপুরি দশলাখ টাকা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ভাস্কর। আর কতদিন সময় পেলে আপনি দশলাখ টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন?

বীরমল্ল। আরো সাতদিন।

তানাজী। আরো সা-ত দিন!

বীরমল্ল। মাত্র সাতটা দিন। বিষ্ণুপুরের কোন শ্রেষ্ঠির কাছে রাজ সংসারের জড়োয়া রেখে টাকা পাওয়া গেল না, তাই আমি মুর্শিদাবাদে গিয়ে গহনা বন্ধক রেখে, টাকা এনে আপনাদের দেবো।

ভাস্কর। বেশ! আমি আপনাকে সময় দেব, কিন্তু এক সর্ত্তে।

বীরমল্ল। কি সর্ত্তে?

ভাস্কর। আরো যে সাতদিন আমরা বিষ্ণুপুরে থাকব, সেই সাত দিনের রসদ খরচ আপনাকে দিতে হবে।

বীরমল্ল। সাতদিনের রসদ খরচ কত লাগবে?

তানাজী। তা চৌদ্দ হাজার টাকা।

বীরমল্ল। এটা নেহাৎ চাপ দেওয়া হচ্ছে না কি!

ভাস্কর। কিছুমাত্র না। চৌদ্দহাজার টাকা অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরের পক্ষে সামান্যই তো।

তানাজী। সামান্যই হোক আর অত্যধিকই হোক, আমাদের দাবী আরো চৌদ্দহাজার টাকা। দিতে পারেন ভাল, না পারেন আমরা আমাদের পন্থা অবলম্বন করব।

বীরমল্ল। অগত্যা তাই দিতে হবে।

ভাস্কর। উত্তম, আপনাকে আমি আরো সাতদিন সময় দিলুম, কিন্তু জামিন কি দেবেন?

বীরমল্ল। জামিন?

তানাজী। নিশ্চয়। একবার আপনি কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলেন না, সুতরাং এবার উপযুক্ত জামিন না দিলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

বীরমল্ল। ওঃ! মদনমোহন! মদনমোহন! আজ তোমার দাস, এই বীরমল্ল, কোন পাপে এই বিদেশীদের কাছে অবিশ্বাসী হল, প্রভু?

ভাস্কর। কি ভাবছেন রাজা! তাহলে জামিন দেবেন না?

বীরমল্ল। দিতে আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু কি জামিন দোব পণ্ডিতজী?

ভাস্কর। তাই তো তানাজী, কি জামিন চাই বলতো?

তানাজী। সেদিন মদনমোহনের মন্দিরে ঢুকে দেখে এসেছি রাজা, আপনাদের মদনমোহন আর সুবর্ণ নির্ম্মিত শ্রীরাধা মায়ির গায়ে বহু-মূল্যবান হীরে জহরতের অলঙ্কার আছে। আমি বলি ঐ গহনা সমেত যুগল মূর্ত্তি, মদনমোহন আর শ্রীরাধা জামিন রাখুন।

বীরমল্ল। (কম্পিতস্বরে) মারাঠা।

ভাস্কর। আপনার ঠাকুরের কোন অমর্য্যাদা হবে না। আমরাও হিন্দু, মদনমোহন রাধামায়ি আমাদেরও উপাস্য। সুতরাং আপনার মন্দিরের সামনে আমাদের মারাঠা সৈন্যরা প্রহরায় থাকবে মাত্র, আপনার টাকা পেলেই, আমরা সদলে চলে যাব।

বীরমল্ল। উত্তম—তাই হবে, আমার মদনমোহন আর শ্রীরাধা মায়িকে—

দ্রুতপদে ব্রাহ্মণবালকবেশে মদনমোহনের প্রবেশ

মদন। ও বুড়োদাদু, ও বুড়োদাদু, মদনমোহন আর শ্রীরাধা তোমার মন্দির ছেড়ে পালিয়েছে।

বীরমল্ল। এ্যাঁ—সে কি।

মদন। আর সে কি! মন্দিরে গিয়ে দেখগে যাও, মদনমোহন আর শ্রীরাধা সিংহাসনে বসে নেই, মন্দির শূন্য করে পালিয়েছে।

বীরমল্ল। পালিয়েছে! তুই জান্‌লি কেমন করে বালক?

মদন। বারে—আমি জানব না। আমি যে পুরুতঠাকুরের ছেলে গো। রোজ মন্দিরে গিয়ে মিঠাই মোণ্ডা খেয়ে আসি।

বীরমল্ল। তবে কি সত্য সত্যই মদনমোহন শ্রীরাধা—

মদন। পালিয়েছে বুড়োদাদু, পালিয়েছে। বিশ্বাস না হয় দেখবে চল!

বীরমল্ল। চল, চল বালক, আমার আরাধ্য দেবদেবী মদনমোহন

আর রাধা মায়ি যদি মন্দির ছেড়ে চলে যান, তাহলে এই বিষ্ণুপুরের ধ্বংস অনিবার্য্য।

মদনমোহনের সহিত প্রস্থানোদ্যত

তানাজী। কোথায় চলেছেন রাজাজী?

বীরমল্ল। মদনমোহনের মন্দিরে।

তানাজী। আমাদের টাকা—

বীরমল্ল। জাহান্নমে যাক্, তোমাদের টাকা। আমার মদনমোহন আর শ্রীরাধা যদি পালিয়ে যান, তাহলে বিষ্ণুপুরটাকে আগুনে পুড়িয়ে, তোমাদের হাতে তুলে দোব মুঠো মুঠো ছাই।

[মদনমোহনসহ প্রস্থান

তানাজী। আরে প্রবঞ্চক রাজা!

অস্ত্র কোষমুক্তকরণ

ভাস্কর। ক্ষান্ত হও তানাজী! ও বৃদ্ধকে হত্যা করলে মদনমোহন আর শ্রীরাধা মায়ির ক্রুদ্ধ অভিশাপে মারাঠাজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

নেপথ্যে ঘন ঘন বন্দুকে শব্দ ও কোলাহল

ওকি!

তানাজী। আমি দেখে আসছি পণ্ডিতজী।

[দ্রুত প্রস্থান

গৌরী। তাই তো বাবা, ও কি হল!

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে আল্লাহো ধ্বনি উঠিল। তানাজীর পুনঃ প্রবেশ

তানাজী। সর্ব্বনাশ হয়েছে পণ্ডিতজী, নবাব সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করেছে।

ভাস্কর। আক্রমণ করেছে!

তানাজী। হাঁ। পণ্ডিতজী, আমরা প্রতারিত হয়েছি! শয়তান বাঙালী রাজা বীরমল্ল ছলনা করতে এসেছিল।

ভাস্কর। ওঃ! বড় ভুল হয়ে গেছে তানাজী শয়তানের ছলনায় মজে বড় ভুল হয়ে গেছে। এবার যদি কোন রকমে ওকে বন্দী করতে পারি—

নেপথ্যে পুনরায় জয়ধ্বনি ও বন্দুকের শব্দ

তানাজী। ঐ, ঐ তারা আমার মারাঠা ভাইদের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পণ্ডিতজী পণ্ডিতজী, আজ বুঝি এই বিষ্ণুপুরেই বিরাট মারাঠা বাহিনীর অস্তিত্ব লুপ্ত হবে!

ভাস্কর। না—না—তা হবে না। আমার নিরন্ন মারাঠা ভাইদের সুকৌশলী যোদ্ধায় পরিণত করে, বড আশা নিয়ে মহারাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে ছিলাম তানাজী. জাতির দরিদ্রতা মোচন করতে, আজ বাংলার বুকে আমার সে আশার মূলোচ্ছেদ হতে পারে না! কোন চিন্তা নেই, মারাঠ সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় সগর্জ্জনে ঐ নবাব বাহিনীর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবাধে হত্যালীলা চালিয়ে যাবে, হত্যা, হত্যা, বিষ্ণুপুরের বুকে চালিয়ে যাও শুধু নিষ্ঠুর হত্যা, হত্যার রক্তে বাংলার মাটি রাঙিয়ে তোল।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিরাঝিল

সিরাজের প্রবেশ

সিরাজ। শয়তান, শয়তান, রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই শয়তান। সামনে আমার গুণগানে সকলে মুখর, কিন্তু পিছনে প্রজাদের কাছে আমাকে দোষী সাজাতে সদা সর্ব্বদা চেষ্টা করছে। কেন তারা আমার প্রতি বিরূপ? আমি তাদের বাড়া ভাতে কি ছাই দিচ্ছি? বুঝতে পারছি, অলক্ষ্য থেকে কে যেন এ শয়তানগুলোকে নাচাচ্ছে, কিন্তু ধরতে পারছি না, কে এদের নায়ক।

মহম্মদীবেগের প্রবেশ

মহম্মদী। বন্দেগী শাহাজাদা!

সিরাজ। কে? ও, মহম্মদী! কি সংবাদ?

মহম্মদী। নূতন বাইজী এনেছি জনাব, এখনি তাকে এইখানে ডেকে আনব কি?

লুৎফার প্রবেশ

লুৎফা। না

সিরাজ। কে! ও লুৎফা? তুমি হঠাৎ এই হিরাঝিলে কি মনে করে?

লুৎফা। শাহাজাদাকে রাহুমুক্ত করতে।

সিরাজ। অর্থাৎ ?

লুৎফা। অর্থাৎ এই মহম্মদীবেগের মত কুসঙ্গীদের সঙ্গ ছাড়া করে আপনাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছি।

সিরাজ। হারেমের সকলেই তো সিরাজকে বিভীষিকার চোখে দেখে, কিন্তু তুমি ভয় করনা কেন বল তো লুৎফা ?

লুৎফা। আমি যে আপনাকে চিনি ?

সিরাজ। চেন ! কি চেন ?

লুৎফা। চিনি যে আপনি বেহেস্তের দেবতা, এই মহম্মদী আপনাকে দোজাখের আঁধারে টেনে ফেলে দিয়ে, সাধারণের চোখে শয়তান প্রতিপন্ন করে তুলছে।

মহম্মদী। হুঁসিয়ার বাঁদী, মহম্মদীবেগকে বার বার দোষী সাজাবার চেষ্টা করলে—

সিরাজ। কি করবি বেয়াদপ ? ওর শিরটা কেটে নিবি ?

মহম্মদী। তা নয় শাহাজাদা, তবে—

সিরাজ। চুপ রহো উল্লু! তুই কোন স্পর্দ্ধায় লুৎফাকে চোখ রাঙাস্ ?

মহম্মদী। একটা বাঁদী হয়ে—

সিরাজ। তোর মাথার ওপর ওর জুতি রাখবে।

মহম্মদী। শাহাজাদা !

সিরাজ। জানিস্ না নফর, লুৎফা বাঁদী হলেও সিরাজের বড় পেয়ারের জেনানা ! কোন স্পর্দ্ধায় তুই ওকে অপমান করেছিস্ ?

মহম্মদী। আমার ভুল হয়েছে, এবারকার মত এ গোলামকে মাফ করুন জনাব !

লুৎফা। এবারকার মত মহম্মদীকে মাফ করুন জনাব !

সিরাজ। বেশ, তোমার অনুরোধে এবারকার মত ওর সব কসুর

ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু হুঁসিয়ার বার-দিগর এই জাতীয় কোন অপরাধ করলে শির যাবে।

মহম্মদী। এ গোলামের ওপর জনাবের বহুত বহুত মেহেরবাণী। তাহলে বাইজীকে—

সিরাজ। নিয়ে আয়।

লুৎফা। খবরদার মহম্মদী এন না, তাকে তাড়িয়ে দিয়ে এস।

সিরাজ। হুঁসিয়ার লুৎফা, অধিকারের সীমা ছাপিযে যেও না!

লুৎফা। এ বাঁদী তার অধিকারের সীমা ছাপিয়ে যায় নি জনাব! শুধু আপনাকে কুসঙ্গীদের সংশ্রব ছাড়াতে—

সিরাজ। তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন লুৎফা?

লুৎফা। ব্যস্ত হব না? আমি যে—

সিরাজ। আমাকে বহুত আপনার ভাবো?

লুৎফা। আপনার! না, না, কে বল্লে?

সিরাজ। আমি বুঝি লুৎফা। সিরাজকে তুমি নিজের কলিজার চেয়েও ভালবাস। কিন্তু তোমার সে ভালবাসার প্রতিদান—যাক্, ছেড়ে দাও ও কথা। এখন যাও, মহম্মদী একটা নতুন বাইজী আমদানী করেছে, আমি তার নাচ দেখব।

লুৎফা। দোহাই শাহাজাদা, এ দীনা বাঁদীর একটা অনুরোধ রাখুন; এইবার নিজেকে সংযত করুন, সাধারণ প্রজাদের কাছে আপনার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের পরিচয় দিন।

সিরাজ। কলঙ্ক যার নসীবের পাওনা, তাকে বৃথা ফেরাতে যাচ্ছ লুৎফা! আমি চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটালেও, শয়তানের দল আমাকে সাধারণ প্রজাদের কাছে কৌশলে দোষী সাজিয়ে দেবে!

লুৎফা। পূর্ণিমার চাঁদ রাহুগ্রস্থ হলেও তার উজ্জলতা বেশীক্ষণ

স্থায়ী হয় না শাহাজাদা। আপনি চরিত্রের পরিবর্ত্তন করুন, বাঙালীরা আপনাকে আবার ভালবাসবে।

সিরাজ। বাঙালীরা ক্রমে বিলাসিতার রঙিন নেশায় বিভোর হয়ে পড়ছে লুৎফা, তারা ঘরের দুরন্ত ভাইকে পর করে দিয়ে, বাইরের বিদেশী বেনিয়াদের আপনার ভাবছে! যাক্, বালিকা তুমি এসব কথা বুঝবে না! এখন যাও, আমাকে ভবিষ্যৎ চিন্তা থেকে একটু দূরে থাকতে দাও!

লুৎফা। শাহাজাদা!

সিরাজ। আবার! তুমি সিরাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করবার চেষ্টা করছ দেখছি যে! হুঁসিয়ার লুৎফা, ভুলে যেও না তুমি বাঁদী।

লুৎফা। ওঃ—খোদা, খোদা!

কাঁদিয়া ফেলিল

সিরাজ। মেয়েদের চোখের জল দেখলে, একদিন সিরাজের মন দরদে ভরে উঠত, কিন্তু আজ মনে জাগে ঘৃণা!

লুৎফা। (ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল) শাহাজাদা!

সিরাজ। নারীকে যে বিশ্বাস করে তার মত নির্ব্বোধ আর দুনিয়ায় নেই।

লুৎফা। ওঃ! দীন দুনিয়ার মালিক, আমাকে মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও!

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

সিরাজ। মেয়েদের জাতটাই একতারে গাঁথা। একটু ভালবাসা দেখাও মাথায় উঠে হুকুম চালাবে, আবার একটু অবজ্ঞা দেখাও, সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলে দরিয়া বানিয়ে ফেলবে।

মহম্মদী। তবু এই মেয়েমানুষেই পুরুষের দিল তাজা রাখে জনাব!

সিরাজ। আলবৎ! সিরাজ শতবার তা স্বীকার করে। কৈ তোর নূতন আমদানী বাইজী কোথা মহম্মদী?

মহম্মদী। এই যে এখনি আনছি জনাব!

[প্রস্থান

সিরাজ। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি বুঝি শান্তির আশায় তপ্ত সাহারার বুকে ছুটে চলেছি, কিন্তু যখনই আগুনের মত রূপ নিয়ে সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত ঝঙ্কার শুনিয়ে নিত্য নূতন নাচওয়ালী আমাকে মাতিয়ে দেয়, তখনই সব ভুলে যাই।

একজন বাইজী লইয়া মহম্মদীর প্রবেশ

মহম্মদী। এই যে আপনার ফুর্ত্তির খোরাক, জনাব!

বাইজী। (সেলাম করিয়া) ফরমাইয়ে জনাব!

সিরাজ। বাঃ চমৎকার! (উঠিয়া) তপ্ত-কাঞ্চনের মত তোমার রূপ, চটুল চাহনি, সিরাজের মনে কামনা জাগিয়ে দিয়েছে বাইজী! রক্ত গোলাপের মত টক্‌টকে লাল ঐ ঠোঁটে কোন ভাগ্যবান এঁকে দেয় চুম্বনের রেখা!

সরিয়া গিয়া লাস্যহাস্যে বাইজী নৃত্যগীত আরম্ভ করিল

বাইজী। **গীত**

লুট লেও লুট লেও পিতম
ইয়ে গুলকী খুসবু ভর।
কৈ নেহি কৈ নেহি মেরা
ছোট্টি দুনিয়া 'পর।
ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁ চলে রাত্তিয়া
হাসতে চাঁদনি রোশণি
কে জন বুলি বোলে চিড়িয়া
মিঠি মিঠি কহনি।

আউর কৌন লুটেঙ্গে ইয়ে জওযানি

দিন সে দিন লগাকর ॥

এই নৃত্যগীত পূর্ণমাত্রায় চলিল, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে বজ্রপাতের ন্যায় সুর ভাঙ্গিয়া যাইবে।

রক্তাক্ত কলেবরে মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। না, না, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না, আমি আজ সাহাজাদার কাছে যাবই।

বহুকণ্ঠে। (নেপথ্যে) বাঙালী দুষমন—বাঙালী দুষমন।

মহম্মদী সর্ব্বনাশ হয়েছে শাহাজাদা, এই দেখুন একটা বাঙালী দুষমন এসেছে।

মোহনলাল সেলাম করিল

সিরাজ। তাই তো, কে তুমি?

মোহন। শুনতেই তো পেলেন, আমি দুষমন।

সিরাজ। দুষমন!

মোহন। দুষমন বৈকি! কাতর অনুরোধে উদ্যানরক্ষীদের বল্লাম, আমি শাহাজাদার দর্শন প্রার্থী, তাঁকে তোমরা সংবাদ দাও। তার উত্তরে তারা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে, আমার গলাধাক্কা দিলে, আমি সইতে না পেরে রক্ষীকটাকে বেশ ভালরকম আহত করে, আপনার প্রমোদ কক্ষে প্রবেশ করেছি।

সিরাজ। হুঁ—মহম্মদীবেগ!

মহম্মদী। হুকুম করুন হুজুর, এখনি এই বেয়াদপটাকে কোতল করবার জন্যে শতখানেক হাবসি ডাকি।

সিরাজ। হ্যাঁ, হাবসি ডাকবি, তবে কোতল করবার জন্যে নয়, এই বাঙালী বীরকে সেলাম দেবার জন্যে।

মহম্মদী। (আশ্চর্য্যে) শাহাজাদা!

সিরাজ। এতদিনে সিরাজ একটা মানুষ দেখেছে মহম্মদী, যে নবাব শক্তিকেও গ্রাহ্য করে না।

মোহন। নবাবশক্তিকে গ্রাহ্য করতুম, যদি সত্যই বাংলার বুকে শান্তিতে বাঙালীরা বাস করতে পারত। কিন্তু তা তারা পায় না। কেন বাংলার অধিবাসীরা অনবরত চোর, ডাকাত, বিদেশী লুণ্ঠন ব্যবসায়ীদের অত্যাচার সহ্য করবে, আর রাজকর্ম্মচারী থেকে শুরু করে মায় নবাব পর্যন্ত উদাসীন থেকে শুধু বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবেন।

সিরাজ। বাঙালী!

মোহন। আবার শুনতে পাই শাহাজাদা সবার উপরে। নর্ত্তকী নিয়ে স্ফূর্ত্তি তো করছেন, মধ্যে মধ্যে সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুন্দরী তরুণীদেরও নাকি ধরিয়ে এনে উপভোগ করেন!

সিরাজ। বাঙালী—বাঙালী।

উত্তেজিত হইয়া পরক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া

না, না, এ আমার পাওনা। মহম্মদী!

মহম্মদী। এখনি আপনার পায়ের জুতো খুলে ঐ কম্‌বক্তের মাথায় মারব জনাব?

সিরাজ। না রে কমবক্ত! এখনি তুই এই বাইজীকে নিয়ে আমার হিরাঝিল ছেড়ে চলে যা। হুঁসিয়ার, আমার হুকুম না নিয়ে আর কখনো প্রাসাদে কিংবা এই হিরাঝিলে আস্‌বি না।

মহম্মদী। (পদতলে বসিয়া) মেহেরবান শাহাজাদা। একটু দয়া করুন, ঐ হুকুমটা দেবেন না, তাহলে এ গোলাম জানে মারা যাবে।

সিরাজ। যারা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায় তাদের মরাই ভাল!

মহম্মদী। মরতে হয় এই পায়ের ওপরেই মরব জনাব, তবু এ জুতির নফর পা ছাড়বে না।

সিরাজ। তবে রে বেত্‌মিজ! যা—চলে যা বলছি?

লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল, বাইজী তাহা দেখিয়া সভয়ে পালাইতেছিল

এই বাইজী! লে যাও তুমারা ইনাম।

[একটি অঙ্গুরীয় দিল। বাইজী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

আউর এই কমবক্ত নফরকে ইনাম মিলতি হ্যায়। ইয়ে তবে!

বার বার পদাঘাত

মহম্মদা। এই ইনামের কথাটা আমার বুকে আঁকা রইল শাহাজাদা।

[প্রস্থান

মোহন। অপূর্ব্ব! এ যে ধারণাতীত।

সিরাজ। কি ধারণাতীত হিন্দু?

মোহন। দূর থেকে যা শুনেছিলাম, আজ চোখে দেখে যে সব ওলোটপালট হয়ে গেল, শাহাজাদা!

সিরাজ। তোমার নাম কি হিন্দু?

মোহন। মোহনলাল।

সিরাজ। বাড়ী?

মোহন। বীরগ্রাম।

সিরাজ। হুঁ। এইবার বল মোহনলাল, কেন তুমি আমার উদ্যান রক্ষীদের আহত করে, এই হিরাঝিলের নাচঘরে প্রবেশ করেছ?

মোহন। শাহাজাদা! আমার একমাত্র ভগ্নীকে বর্গীরা ধরে নিয়ে গেছে, তাই জানতে এসেছি বাংলার শাসকশক্তি কি এমনি ঘুমিয়েই থাকবে?

সিরাজ। বাংলার শাসকশক্তি জেগে উঠেছে মোহনলাল! লুণ্ঠন ব্যবসায়ী বর্গীদের এইবার শাসন করবে।

মোহন। এইবার তবে আমাকে দণ্ড দিন শাহাজাদা।

সিরাজ। কিসের?

মোহন। আপনার উদ্যানরক্ষীদের আহত করেছি এই অপরাধের।

সিরাজ। হ্যাঁ দণ্ড দেব, শুধু উদ্যানরক্ষীদের আহত করেছ বলে নয়, তোমাকে দণ্ড দেব মোহনলাল,, সিরাজের বিলাসিতার সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছ বলে।

মোহন। শাহাজাদা।

সিরাজ। শত ধিক্কারেও যে নেশা সিরাজের কাটেনি, আজ তোমার এই নির্ভীক উক্তিতে তার সব দুর্বলতা কেটে গেছে। অপরাধী হিন্দু, তোমার দণ্ড আজীবন শাহাজাদা সিরাজের দেহরক্ষী হয়ে মুর্শিদাবাদে থাকা!

মোহন। (সানন্দে) মেহেরবান্ শাহাজাদা।

পদতলে উপবেশন

সিরাজ। না, না, ওখানে নয়! তোবামদ ব্যবসায়ী রাজকর্ম্মচারীরা বসবে ওখানে, তোমার স্থান সিরাজের প্রসারিত বক্ষে।

[বক্ষে ধারণ করতঃ প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিষ্ণুপুর অরণ্য মধ্যস্থিত মারাঠা শিবির

ভাস্কর ও তানাজীর প্রবেশ

ভাস্কর। আমার পাঁচ-পাঁচশো মারাঠা ভাই নবাব ফৌজদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে, তোমরা তার যোগ্য প্রতিশোধ না নিয়ে, প্রাণ-ভয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে এলে তানাজী ?

তানাজী। না পালিয়ে এলে সমস্ত মারাঠা ভায়েরা রণক্ষেত্রে মৃত্যু শয্যা রচনা করত, আপনার বিরাট পরিকল্পনার সমাধি দিয়ে, এই বিষ্ণুপুর-থেকেই মহারাষ্ট্রে ফিরে যেতে হ'ত পণ্ডিতজী।

ভাস্কর। তা হয়ত ফিরে যেতে হত, কিন্তু বাংলার নবাবশক্তি জানত, মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত লুণ্ঠন ব্যবসায়ী দস্যু নিয়ে আসেনি, এসেছিল প্রকৃত বীর যোদ্ধা নিয়ে।

তানাজী। মহারাষ্ট্র অধিবাসীরা যে প্রকৃত যোদ্ধা তার সম্যক্ পরিচয় সারা এশিয়াবাসী বহুবার পেয়েছে পণ্ডিতজি।

ভাস্কর। তা পেয়েছে সত্য, কিন্তু বাংলায় আজ এই প্রথম মর্ম্মান্তিক পরাজয়ে, লজ্জায় আমার মাথা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে তানাজী! মহারাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে বরাবর দেশের পর দেশে হানা দিয়ে বীরত্বের মর্য্যাদা স্বরূপ কোটী কোটী টাকা চৌথ আদায় করে নিয়ে এসেছি, কিন্তু আজ বাংলায় তুচ্ছ একটা বাঙালী রাজার শয়তানী চক্রে পড়ে পাঁচশো সৈন্য হারালুম, অধিকন্তু তোমাদেরও প্রাণভয়ে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

তানাজী। আজ পালিয়ে এসেছি সত্য, কিন্তু পাঁচশো মারাঠা বীরের রক্তের প্রতিশোধে সারা বাংলাকে রক্তস্নান করাব পণ্ডিতজী।

ভাস্কর। তাই করাও তানাজী! আমার প্রাণ হতে প্রিয় পাঁচশো মারাঠা বীর আমার কথার উপর নির্ভর করে পত্নী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে, দেশের ও জাতির কল্যাণে মহারাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে, বরাবর দেশের পর দেশে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছিল। আজ আমারই নির্ব্বুদ্ধিতায় তারা অসহায় অবস্থায় প্রাণ দিয়েছে যাদের শয়তানিতে, তাদের তপ্ত রক্তে বাংলার মাটি লাল করে দাও।

তানাজী। পণ্ডিতজী!

ভাস্কর। এই মুহূর্ত্তে কামান সাজাও, সৈন্যদের শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাও, সমস্ত যুদ্ধ উপকরণ নিয়ে প্রস্তুত হও তানাজী, আমি আজ রাত্রেই বিষ্ণুপুর থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে বাংলায় অভিযান করব।

[প্রস্থান

তানাজী। সারা বাংলায় অভিযান। এইবার আমার কল্পনা সফল হবে। বহুদিন হতে বড় আশা ছিল মনে সুজলা-সুফলা বাংলার বুকে মহারাষ্ট্র জাতির একাধিপত্য স্থাপন করে সমস্ত দারিদ্র্যের অবসান করব ; এতদিনে তাই কার্য্যে পরিণত হতে চলেছে।

ফকিরের ছদ্মবেশে মীর্জ্জাফরের প্রবেশ

মীর্জ্জাফর। মহারাষ্ট্র জাতির আধিপত্য বাংলায় বিস্তৃত হতে পারে না।

তানাজী। (চমকিত হইয়া) কে—কে ?

মীর্জ্জাফর। দেখতেই তো পাচ্ছ বীর, আমি ফকির।

তানাজী। ফকির! তা এই শিবিরে প্রবেশ করলে কি করে ?

মীর্জ্জাফর। সংসার বিবাগী সন্ন্যাসী বা ফকিরের সর্ব্বত্র অবাধ গতিবিধি, এ তোমার অজ্ঞাত নয় মারাঠা!

তানাজী। হুঁ, কি বলছিলে ? মহারাষ্ট্র জাতির আধিপত্য বাংলায় বিস্তৃত হতে পারে না ?

মীর্জাফর। কেমন করে হবে মারাঠা! লুণ্ঠন আর নরহত্যা চালালে কি কোন দেশে আধিপত্য লাভ করা যায়?

তানাজী। তা যায় না সত্য! কিন্তু বিষ্ণুপুররাজ বীরমল্লের শয়তানিতে পাঁচ-পাঁচশো মারাঠা বীরকে হারিয়ে পণ্ডিতজী ক্ষেপে গেছেন!

মীর্জাফর। ক্ষেপে গেলে নিজেরাই ঠক্‌বে! কারণ বিষ্ণুপুররাজ শয়তানি করেছে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর কথায়, সুতরাং মূল অপরাধী নবাব আলিবর্দী।

তানাজী। আলিবর্দী অপরাধী বলে বিষ্ণুপুর রাজকে আমরা ছেড়ে দেব না। পাঁচশো মারাঠা বীরের জীবনের কঠিন মূল্য আদায় করব হাজার হাজার বাঙালীদের বক্ষরক্তে হাত রাঙিয়ে।

মীর্জাফর। ভুল পথে চলেছ মারাঠা! সহজে যে কাজ মিটে যায়, তার জন্যে ঘাতকবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে কেন? এমন একটা পন্থা আছে, যাতে তোমাদের দারিদ্র্যও মোচন হবে আর পাঁচশো মারাঠা বীরের মৃত্যুর প্রতিশোধও নেওয়া হবে।

তানাজী। কি রকম?

মীর্জাফর। বীর, দারিদ্র্যের জন্যেই তো তোমরা বাংলার আধিপত্য চাও?

তানাজী। হ্যাঁ!

মীর্জাফর। যদি বাংলার কোন শক্তিমান ব্যক্তি তোমাদের প্রতি-বৎসর চৌথ হিসেবে এক কোটী করে টাকা মহারাষ্ট্রে পৌঁছে দেয়, তাহলে তো বাংলা শাসনের ঝঞ্ঝাটও তোমাদের পোয়াতে হয় না, আর দারিদ্র্যও মোচন হয়।

তানাজী। তা হয় সত্য, কিন্তু কে দেবে প্রতিবৎসর সেই চৌথের টাকা?

মীর্জ্জাফর। বাংলার প্রাচীন সেনাপতি মীর্জ্জাফর খাঁ।

তানাজী। (চমকিত হইয়া) কে আপনি? সত্য পরিচয় দিন!

মীর্জ্জাফর। আমি ফকির।

তানাজী! মিথ্যা কথা। সংসার বিবাগী ফকির কখনো জটিল রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকে না। সত্য পরিচয় দিন, নইলে গুলী করে মারব।

মীর্জ্জাফর। দেখছি চতুরতা বৃথা। (ছদ্মবেশ খুলিয়া) আমিই বাংলার প্রধান সেনাপতি মীর্জ্জাফর খাঁ, মারাঠা বীর।

তানাজী। ও, তাই বুঝি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ফকিরের ছদ্মবেশে মারাঠা শিবিরে প্রবেশ করেছেন?

মীর্জ্জাফর। হ্যাঁ। ফকিরের ছদ্মবেশে এসেছি মারাঠা শিবিরে অতি সহজে প্রবেশ করতে পাব বলে আর বাংলার রাজকর্ম্মচারীদের চোখ এড়িয়ে আসব বলে। যাক্ আমি যা বল্লাম তাতে আপনারা রাজী আছেন?

তানাজী। প্রতিবৎসর আমাদের যে এক কোটী টাকা চৌথ আপনি দেবেন. বিনিময়ে আপনি কি চান?

মীর্জ্জাফর! রাতারাতি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে নবাব প্রাসাদ অধিকার করবেন, আর—

তানাজী। আর?

মীর্জ্জাফর। বৃদ্ধ নবাবসহ তার আদরের দৌহিত্রেয় লম্পট সিরাজকে মেরে ফেলবেন।

তানাজী। আমরা রাতারাতি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করব কি করে? নবাবী ফৌজ--

মীর্জ্জাফর। সব আমি সরিয়ে নিয়ে যাব। আপনারা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করলে, মাত্র কয়েকজন নগররক্ষী আর প্রাসাদরক্ষী ছাড়া কাউকে দেখতে পাবেন না।

তানাজী। সে কি! শুনেছি নবাবের হিতকামী রাজা রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি শক্তিমান রাজারা আছেন, বহু সেনাপতি আছে—

মীর্জ্জাফর। সকলেই আছে, তবে আমার ইঙ্গিতে অচল হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকবে। ও বিষয়ে চিন্তা করবেন না মারাঠা বীর, এক রাত্রের মধ্যেই আপনারা মুর্শিদাবাদ অধিকার করতে পারবেন।

তানাজী। উত্তম! আপনি এই শিবিরে বিশ্রাম করুন, আমি এখনি পণ্ডিতজীকে ডেকে আনছি, আপনার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হবার জন্যে।

ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ

ভাস্কর। মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত কখনো বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে সন্ধি করবে না তানাজী!

তানাজী। পণ্ডিতজী!

ভাস্কর। আজীবন নবাব আলিবর্দ্দীর তঙ্কায় পুত্র পরিবারবর্গের রুটি জুগিয়ে যে নিমকহারাম বিদেশীকে দিয়ে তাকে বধ করিয়ে নবাবীতে বসতে চায়, ভাস্কর পণ্ডিত তাকে কখনো বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারবে না।

মীর্জ্জাফর। না পারেন নিজেরাই ঠকবেন।

ভাস্কর। ঠকি ঠকব, তবু বিশ্বাসঘাতক জাতিদ্রোহীর সাহায্য করে, ইষ্টদেব শঙ্করের চরণে অপরাধী হব না।

তানাজী। সেনাপতি মীর্জ্জাফর খাঁর সত্তটা আপনি শুনুন পণ্ডিতজী।

ভাস্কর। দূর থেকে আমি সর্ত্তের কথা শুনেছি তানাজী! এককোটী কেন, বাৎসরিক দশ কোটী টাকা পেলেও প্রভুদ্রোহীর সাহায্য করব না।

মীর্জ্জাফর। এত বড় দাম্ভোক্তি করে তাহলে আপনিও আর বাংলায় একদিনও থাকতে পারবেন না।

ভাস্কর। না পারি চলে যাব, তবু আপনাকে বাংলার মসনদে বসিয়ে বাঙালীজাতির সর্ব্বনাশ করে যাব না।

তানাজী। পণ্ডিতজী!

ভাস্কর। সুজলা সুফলা বাংলার বুকে প্রতিবৎসর আমি বিভীষিকা সৃষ্টি করে লুণ্ঠন চালিয়ে মারাঠা জাতির দারিদ্র্য মোচন করব তানাজী, তবু মহারাষ্ট্রে বসে এই নিমকহারামের কাছে এককোটী করে টাকা নোব না।

তানাজী। তাহলে সিপাহোশালার মীরজাফর খাঁ ফিরে যাবে?

ভাস্কর। হ্যাঁ, ফিরে যাবে। নবাবের হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করতে এলে বিশ্রামের জন্য সাদরে অনুরোধ করতুম! কিন্তু নিজের বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্য প্রার্থী হয়ে এসেছেন, সুতরাং এই মুহূর্ত্তে নতশিরে বিদায় গ্রহণ করুন: কারণ ওর মত মহাপাপীর মুখ দর্শনেও মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়।

মীর্জ্জাফর। উত্তেজিতভাবে) মারাঠা সর্দ্দার!

ভাস্কর। হুঁসিয়ার! আর এক মুহূর্ত্ত এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে, এখনি ধড় থেকে শিরটা নেমে যাবে।

মীর্জ্জাফর। উত্তম! এ কথাটা মনে রাখবেন। যেদিন বাংলায় সমস্ত মারাঠাদের হারিয়ে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বন্দী হয়ে বাংলার রাজসভায় বিচারের জন্য নতশিরে দাঁড়াবেন, সেইদিন এই সিপাহোশালার মীর্জ্জাফর খাঁ, আপনাকে কুকুর শিয়ালের মত বধ করবে।

[প্রস্থান

তানাজী। তবে রে বেইমান!

তরবারী খুলিয়া পশ্চাদ্ধাবনে উদ্যত

ভাস্কর। ক্ষান্ত হও তানাজী! ঐ প্রভুদ্রোহীর রক্তে তোমার তরবারি কলঙ্কিত করো না।

তানাজী। আমাদেরই শিবিরে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসঘাতক আপনাকে এত বড় কথা বলে যায় পণ্ডিতজী!

দ্রুতপদে গৌরীবাঈয়ের প্রবেশ

গৌরী। বাবা, বাবা। তোমার সৈন্যদের মধ্যে এত বড় স্বেচ্ছাচারিতা।

ভাস্কর। কেন, কি হয়েছে মা?

গৌরী। একটা সুন্দরী মেয়েকে ধরে এনে নির্য্যাতন করছে। আমি বাধা দিতে গেলুম, আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে।

ভাস্কর। কে, কে সেই লম্পট?

গৌরী। তানাজীর অধিনস্থ সৈনিক জলন্ধর সিং।

তানাজী। জলন্ধর সিং! তুমি বলছ কি গৌরী, জলন্ধর নারী নির্য্যাতন করছে?

গৌরী। আমি নিজ চোখে দেখে এলুম। শীগ্‌গীর চল বাবা, শীগ্‌গীর চল, নইলে এখনি সেই সুন্দরী কুমারীর মহাসর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

ভাস্কর। চল মা, চল। তানাজী, এই মুহূর্ত্তে আমার ভল্লটা নিয়ে এস।

তানাজী। পণ্ডিতজী!

ভাস্কর। যে লম্পট আমার সৈন্য বিভাগে থেকে নারীর অমর্য্যাদা করছে, তার হৃদ্‌পিণ্ডটা আমি নিজ হাতে উপড়ে নোব।

[সকলের প্রস্থান

———

তৃতীয় দৃশ্য

বিষ্ণুপুর অরণ্য

মাধুরীকে তাড়া করিয়া জলন্ধর সিংয়ের প্রবেশ

মাধুরী। সরে যা—সরে যা লম্পট !

জলন্ধর। তা কি হয় পিয়ারী ! তোমাকে ভোগ করব বলে, এত কষ্ট করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে এতদূরে আনলুম। এখন সরে যা বল্লেই হ'ল !

মাধুরী। আমাকে ভোগ করা খুব সহজ নয় পাপী ! মনে রাখিস, আমি বাঙালীর মেয়ে, অনায়াসে মরণকে আলিঙ্গন করব, তবু তোকে আত্মদান করব না !

জলন্ধর। মরব বলাটা যত সহজ, মরাটা তত সহজ নয় সুন্দরী ! কেন খামোকা ঝঞ্চাট করছ ! সেই তো আমাকেই ভজাতে হবে, তবে আর আপত্তি করছ কেন ?

মাধুরী। অত আশা করিসনি লম্পট ! আমি এক্ষুনি এই শাল গাছের গোড়ায় মাথা ঠুকে মরব, তবু তোর আশা পূর্ণ করব না !

জলন্ধর। মরব মরব বলে ভয় দেখিয়ে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে ভেবেছ ? সে আশা ভরসা ফর্সা ! এখনো ভালো মানুষের মত বলছি আমার কথায় রাজী হও, নইলে জোর করে তোমাকে ভোগ করব।

মাধুরী। জোর করে আমার দেহটা পাবি, কিন্তু মনটা থাকবে তোকে ধ্বংস করবার আশা নিয়ে।

জলন্ধর। মুখে অমন অনেক ছুঁড়ি বলে, কিন্তু একবার যৌবনের

স্বাদ পেলে, আবার উল্টে প্রিয়তম প্রাণেশ্বর বলে, আপনি এসে গলা জড়িয়ে ধরে।

মাধুরী। বাঙালীর মেয়েরা সে উপাদানে গড়া নয়, নির্ব্বোধ মারাঠা! দেহের অসার সুখকে তারা পদদলিত ক'রে ধর্ম্মের পাদমূলে আত্মদান করে।

জলন্ধর। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—ধর্ম্ম! বলি যুবতী মেয়েদের ধর্ম্মই তো আমার মত জোয়ান পুরুষদের মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে জীবনটা সার্থক করে দেওয়া। এস—এস পিয়ারী, আর দিগ্‌দারী করো না, এই গভীর শালজঙ্গলের মধ্যে বেশ দুজনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে প্রেমের বাণ ছুটিয়ে দেওয়া যাবে! এস—এস, হাতের উপর হাত রেখে, আমার পাশটিতে এখন এসে বসো দেখি!

পুনরায় অগ্রসর

মাধুরী। খবরদার, আমাকে ছুঁস্‌নি!

জলন্ধর। ছোঁবনা কেন? জগতে আমি কি অস্পৃশ্য?

মাধুরী। নীচজাতিকে ছুঁতে আমার এতটুকু আপত্তি নাই, কিন্তু যে মহাপাপী জোর করে নারীর ধর্ম্ম নষ্ট করতে চায়, তার গায়ের বাতাস লাগলেও মনে ঘৃণা জাগে।

জলন্ধর। কি—আমার গায়ের বাতাস লাগলে তোর মনে ঘৃণা জাগে! তবে রে ছুঁড়ি, যত কিছু বলছি না ততই মাথায় উঠে পড়ছিস্‌! দেখি আজকে তোকে কে রক্ষা করে?

ধরিতে গেল

মাধুরী। (ছুটিয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে) ভগবান—ভগবান! তবে কি, সত্যই আজ গভীর জঙ্গলের মাঝে এই লম্পট আমার নারীধর্ম্ম কলুষিত করবে? তবে কি আমার কৌমার্য্য রক্ষায় আত্মহত্যা করবারও

অবকাশ পাব না ? তবে কি তোমার সৃষ্টি বজ্রটাও সগর্জ্জনে নেবে আসবে না ?

গৌরী ও তানাজী সহ ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ

ভাস্কর। আকাশের বজ্র নেমে আসবার পূর্ব্বে বিশ্বনাথের সেবক ভাস্কর তোমার ধর্ম্মরক্ষায় এসেছে মা !

জলন্ধর। এ্যা ! প-ণ্ডি-ত-জী !

তানাজী। হ্যাঁ লম্পট ! তোকে আমি বীরগ্রামের সংবাদ সংগ্রহের জন্য রেখে এসেছিলুম, কিন্তু তুই তার পরিবর্ত্তে—

মাধুরী। বীরগ্রামের এক গৃহস্থের কুমারী কন্যাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে, ওর পাপ লালসা চরিতার্থ করবার জন্যে।

গৌরী। শুধু তাই নয়, আমি দেখতে পেয়ে বাধা দিয়েছিলুম বলে আমাকে অপমান করেছে।

ভাস্কর। তানাজী ! মহারাষ্ট্র থেকে যাত্রা করবার সময় আমার নিষেধ ছিল, কখনো কোন নারীর ধর্ম্ম নষ্ট করবে না, আর শিশু বা অশীতিপর বৃদ্ধকে বধ করবে না, এ আদেশটা এই লম্পটকে জানিয়ে দিয়েছিলে ?

তানাজী। দিয়েছিলুম পণ্ডিতজী !

ভাস্কর। একথা জেনেও অর্ব্বাচিনটা এত বড় পাপ করেছে ?

তানাজী। পাপিষ্ঠ ভেবেছিল গোপনে এই অন্যায়টা করবে ; কেউ জানতে পারবে না।

গৌরী। কিন্তু আমি তো জানতে পেরে নিষেধ করেছিলুম তানাজী !

ভাস্কর। গৌরীর নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে, আমার আদেশ অমান্য ক'রে শয়তান জলন্ধর, কিসের ভরসায় এই কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল ?

জলন্ধর। এ অধম ভৃত্য ভুল করে ফেলেছে পণ্ডিতজী, এবারকার মত আমাকে ক্ষমা করুন!

ভাস্কর। ক্ষমা! তোর মত লম্পটকে ক্ষমা করলে, দেবাদিদেব শঙ্করের অভিশাপ গ্রহণ করতে হবে। দাঁড়া, সোজা হয়ে দাঁড়া পাপিষ্ঠ, শাস্তি নেবার জন্যে প্রস্তুত হ!

ভল্ল তুলিলেন

জলন্ধর। না—না, আমাকে বধ করবেন না প্রভু! আপনার পায়ে ধরে মিনতি করছি এই একবারের মত আমাকে ক্ষমা করুন, জীবনে আর কখনো কোন নারীর ধর্ম্ম নষ্ট করতে যাব না।

ভাস্কর। না—না, তা হবে না। তুই এই নিরীহ কুমারীর আত্মীয় স্বজনের বুকে থেকে জোর করে কেড়ে এনেছিলি এর ধর্ম্ম নষ্ট করবার বাসনা নিয়ে, তাই ইষ্টদেব শঙ্করের কোপে আমার পাঁচ-পাঁচশো মারাঠা ভাই, কাল নবাবী ফৌজদের হাতিয়ারের মুখে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় জীবন দিয়েছে।

তানাজী। সত্য পণ্ডিতজী। এই একজন নির্ব্বোধ মারাঠার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করলে, পাঁচ পাঁচশো মারাঠা ভাই বাংলার মাটিতে জীবন দিয়ে।

ভাস্কর। তাদের জীবনের কঠিন মূল্য আদায় করব আজ, এই লম্পটের কাছ থেকে। ওকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে দাও তানাজী, আমি এই ভল্ল একটু একটু করে ওর বুকে বিঁধে হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে নোব।

তানাজী। (জলন্ধরকে তুলিতে তুলিতে) দাঁড়া পাষণ্ড, সোজা হয়ে দাঁড়া!

জলন্ধর। (জোর করিয়া ভাস্করের পদধারণের চেষ্টা) না, না, আমি এ কঠোর দণ্ড নিতে পারব না। আমাকে দয়া করে অন্য দণ্ড দিন পণ্ডিতজী, অন্য দণ্ড দিন।

ভাস্কর। এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের অন্য দণ্ড থাকতে পারে না। ভাস্করের আদেশ উপেক্ষা ক'রে, গৌরীকে অবজ্ঞা দেখিয়ে নারীধর্ম্ম নষ্ট করতে যাওয়ার সময় একবারও কি মারাঠা জাতির কঠোরতার কথা মনে পড়েনি নির্ব্বোধ? দাড়া! এখনো বলছি, সোজা হয়ে দাঁড়া, নইলে পদাঘাতে পদাঘাতে তোকে পশুর মত বধ করব।

জলন্ধর। এই আমি আপনার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লুম, মারতে হয় একেবারে মেরে ফেলুন।

মাধুরী। লোকটা প্রাণভয়ে কাতর হয়ে পড়েছে বাবা, একে ক্ষমা করুন!

ভাস্কর। (স্বগতঃ) বাবা—বাবা? একি, বালিকার বাবা ডাকে অন্তরের স্নেহ সমুদ্র উথলে উঠল কেন?

গৌরী। কি ভাবছ বাবা?

ভাস্কর। ভাবছি মা, তোর পাওনা স্নেহের ভাগ বসাতে আবার এ বেটী এল কোথা থেকে!

মাধুরী। ভগবানের খেলার পুতুল হয়ে স্রোতের তৃণের মত ভেসে ভেসে এক করুণাময় পিতার স্নেহচ্ছায়ার কূলে এসে লেগেছি।

ভাস্কর। শঙ্কর—শঙ্কর! বজ্র কঠোর ভাস্করের অন্তরে একি দুর্ব্বলতার সঞ্চার করলে প্রভু! এশিয়ার বহু অধিবাসী জানে ভাস্কর নর শার্দ্দুল, আজ বাংলার এক বাঙালী মেয়ের বাবা ডাকে সেই শার্দ্দুলের মনে কেন করুণার প্রসবণ ছোটালে দয়াল? রক্ষা কর দেব, এ দুর্ব্বলতা থেকে আমাকে রক্ষা কর।

মাধুরী। বাবা! কন্যার অনুরোধ কি রক্ষা হবে না?

ভাস্কর। এঁ্যা! ও, কি বলছিলে মা?

মাধুরী। এই ভয়ার্ত্ত অপরাধীকে ক্ষমা করুন, ওর চরিত্র সংশোধনের অবকাশ দিন!

ভাস্কর। ভাস্কর পণ্ডিত যে জীবনে তার আদেশ অমান্যকারীকে ক্ষমা করেনি মা!

গৌরী। তা হোক বাবা। আজ তুমি ঐ অপরাধীর দৌলতেই এমন দেবী প্রতিমা মেয়ে পেয়েছ: এই পাওয়ার বিনিময়ে আজ ওকে ক্ষমা কর!

ভাস্কর। তবে তাই হোক মা। তোদের অনুরোধে আজ জীবনে প্রথম ভাস্কর পণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা করলে। যা অর্ব্বাচিন, এই দেবী প্রতিমা মায়ের দয়ায় প্রাণদণ্ড থেকে তুই বেহাই পেলি, কিন্তু দণ্ড তোকে নিতেই হবে, তানাজী।

তানাজী। আদেশ করুন।

ভাস্কর। যে পাপ হাতে এই লম্পট আমার মায়ের দেহ স্পর্শ করেছিল, সেই ডান হাতটা ওর কব্জীর গোড়া থেকে কেটে দাও।

জলন্ধর। সে কি প্রভু! কব্জীর গোড়া থেকে হাত কেটে দিলে, আমি অস্ত্র ধরব কি করে?

ভাস্কর। তোর মত লম্পটের হাতে আর মহারাষ্ট্র দেশনায়কের তরবারি উঠবে না। আজ থেকে উদরান্নের জন্যে তোকে ভিক্ষা বৃত্তি করতে হবে।

জলন্ধর। দোহাই—দোহাই প্রভু—

ভাস্কর। না, না, এ আদেশ নড়বে না, তানাজী!

তানাজী। হাত পেতে বস নির্ব্বোধ!

জলন্ধরকে বসাইয়া কব্জীর গোড়া হইতে ডানহাত কাটিয়া দিল

জলন্ধর। ও হো—হো! গেছি—গেছি—গেছি রে বাবা!

ভাস্কর। যা, এই মুহূর্ত্তে মারাঠা বাহিনী ছেড়ে চলে যা, আর কখনো যদি তোকে আমার মারাঠা ভাইদের কাছে আসতে দেখি, তাহলে তোর মাথাটা কেটে নোব।

জলন্ধর। আর কখনো আসব না প্রভু! ও হো-হো, রক্ত যেন নদী-স্রোতের মত পড়ছে! আমার কি সর্ব্বনাশ হল রে বাবা!

[প্রস্থান

গৌরী। পাপীর উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে, এইবার আমাদের শিবিরে চল দিদি।

মাধুরী। তুমি আমাকে দিদি বলে আরো আপনার করে নিলে বোন! কিন্তু এখন তো তোমাদের শিবিরে যেতে পারব না, এখনি যে আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে।

ভাস্কর। তোমার বাড়ীতে কে আছে মা?

মাধুরী। এক দাদা ছাড়া সংসারে আমার কেউ নেই। আপনার সৈন্য যখন আমাকে ঘোড়ায় চেপে ধরে আনে, তখন দাদা ছুটে এসে ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু নিরস্ত্রাবস্থায় ছিল বলে সৈন্যটা ভল্লাঘাত ক'রে পালিয়ে এসেছে। জানিনা দাদার কি হল, যদি বেঁচে থাকে, তাহলে হয়তো আমাকে খোঁজ ক'রে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গৌরী। বাবা, তাহলে দিদিকে এখনি পাঠিয়ে দাও!

ভাস্কর। এখনি দিচ্ছি মা! তানাজী!

তানাজী। আদেশ করুন!

ভাস্কর। আমি এই বালিকাকে ওর দাদার কাছে পৌছে দিয়ে, প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসবো। যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ এই বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করো।

তানাজী। যথা আজ্ঞা। এইবার চল মা!

মাধুরী। চলুন বাবা! তবে আসি বোন গৌরী! ভগবান যদি দাদাকে সুস্থ রাখেন, তাহলে আবার ফিরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

গৌরী। তাই এস দিদি! গৌরীর কথা যেন ভুলে যেও না!

মাধুরী। তা কি পারি! গৌরী যে আমার জন্মজন্মান্তরের বোন।

ভাস্কর। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিষ্ণুপুর সীমানা ছাড়তে হবে। তুমি এস মা!

মাধুরী। চলুন বাবা।

[ভাস্করসহ প্রস্থান

গৌরী। সাক্ষাৎ দেবী! চল তানাজী! ওকি, অমন অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছ যে?

তানাজী। দেবীর রূপজ্যোতি দেখছি?

গৌরী। কি যে বল তার ঠিক নেই। দেবীত্ব আমার মধ্যে কি দেখলে?

তানাজী। পুষ্পের সরলতা।

গৌরী। আর তার চেয়েও প্রশংসার ঐ বাঙালী মেয়ে আমার কুড়িয়ে পাওয়া দিদির সরলতা! যে পাষণ্ড তার দাদাকে ভল্লাঘাত ক'রে তাকে এনে নির্য্যাতন করছিল, তার চোখে দু-বিন্দু জল দেখেই মায়ায় গলে গেল।

তানাজী। মেয়েদের সচরাচর তাই হয়!

গৌরী। গৌরীর মত মেয়ের মনে এত সহজে করুণা জাগত না তানাজী, দিদির মত দেবীর মনে বলেই জেগেছে।

তানাজী। বাঙালী মেয়েদের মন বড় দুর্ব্বল।

গৌরী। তাই সব দেশের মেয়েদের চেয়ে এরাই মাতৃত্বের আসনটা একচেটিয়া আঁকড়ে ধরে আছে।

তানাজী। গৌরী! পরের গুণগানে বিভোর হয়ে থাক, কিন্তু নিজের কথা একবার ভেবে দেখ।

গৌরী। আমার কথা ভাববে বাবা, আর আমি ভাবব অন্যের কথা।

তানাজী। অন্যের মানে—কার কথা ?

গৌরী। সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দোব না তানাজী! জেনে রেখ, গৌরীবাঈ রঙীন স্বপ্ন দেখে না।

[প্রস্থান

তানাজী। সত্যই কি তাই! আমার এতদিনের স্বপ্ন—না, না, নিরাশ হব না। গৌরীবাঈ একদিন আমারই হবে!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বিষ্ণুপুর রাজপ্রাসাদ

গভীর রজনী

বীরমল্লের প্রবেশ

বীরমল্ল। তাই তো—একি হল? আমার মন্দিরে মদনমোহন শ্রীরাধা ঠিকই সিংহাসনোপরি বিরাজ করছেন, অথচ মারাঠা শিবিরে কে সেই সুন্দর ছেলেটা গিয়ে আমাকে মিথ্যে কথা বলে টেনে নিয়ে এল? তবে কি ইষ্ট দেবদেবী আমার মারাঠাদের কাছে জামিন রাখছিলুম বলে স্বয়ং মদনমোহনই—না, না, তা সম্ভব নয়। এই অকৃতি সেবক বীরমল্ল এমন কি পুণ্য করেছে যে—যাক্ আর ও কথা ভাবব না! ভাবতে ভাবতে যুগ কেটে গেলেও এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

গীতকণ্ঠে ব্রাহ্মণবালক বেশে মদনমোহনের প্রবেশ

মদন। গীত

হেঁয়ালীতে ভরা জগৎ
কেউ পারে না চিনতে তারে।
অসার কথার জাল বুনে যায়
বৃথাই মানুষ ভেবে মরে॥
যা ঘটেছে ঘটবে যাহা—
আছে ভবিষ্যতে গাঁথা তাহা।
ঐ ভাবীকালের আলো দেখ
অতীত গেছে অন্ধকারে॥

বীরমল্ল। বালক, বালক, সত্য বল্ তুই কে?

মদন। আমি বামুনছেলে গো!

বীরমল্ল। বামুনছেলে! কার ছেলে তুই?

মদন। ঐ যে বলেছিলুম পুরুত বামুনের।

বীরমল্ল। পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তিনি বল্লেন, তাঁর কোন ছোট্ট ছেলে তো নেই।

মদন। আছে গো আছে, তোমার কাছে বলে নি।

বীরমল্ল। পুরোহিত আমার কাছে মিথ্যা বলেছে?

মদন। দায়ে পড়ে।

বীরমল্ল। কিসের দায়?

মদন। যদি তুমি আমাকে কেড়ে নাও।

বীরমল্ল। কেড়ে নেব কেন?

মদন। আমি যে তোমাকে মিথ্যে কথা বলে মারাঠা শিবির থেকে ডেকে এনেছি।

বীরমল্ল। মিথ্যে কথা বলে ডেকে এনেছিলি কেন?

মদন। বাবা যে স্বপ্ন দেখে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল তোমাকে ডাকতে।

বীরমল্ল। কি স্বপ্ন দেখেছিল?

মদন। স্বপ্ন দেখেছিল, তোমার ইষ্ট দেবদেবী যেন বলছে, মারাঠাদের কাছে আমাদের জামিন রেখে, টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তাকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস ব্রাহ্মণ, নইলে বিষ্ণুপুরের সর্ব্বনাশ হবে।

বীরমল্ল। ইষ্টদেবদেবী মদনমোহন আর রাধামায়িকে জামিন রাখলে বিষ্ণুপুরের সর্ব্বনাশ হবে, কিন্তু এখন যে তার চেয়েও সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হল বালক। চঞ্চল নবাব ফৌজ আনিয়ে প্রবল মারাঠাদের দমন করবার চেষ্টা করে বিপদ আরো বাড়িয়ে তুল্লে।

মদন। যে মদনমোহনের ইচ্ছায় বিপদ ঘটেছে, তাঁকে সব সঁপে দাও, বিপদ যা কিছু সব কেটে যাবে।

বীরমল্ল। বালক—বালক।

মদন। **গীত**

বিপদ দিয়েছে মদন মোহন
সে পদে নাও শরণ।
সকল বিপদে দু-বাহু বাড়ায়ে
ঘুচাবে রাধিকারমণ॥
মানুষের যত ভাবনার মালা—
পরে সে দেবতা আগুসারি গলা।
যে ধরেছে গো সে চরণ ভেলা
তারে ছেড়েছে শমন॥

[প্রস্থান

বীরমল্ল। বালক—বালক! চলে গেল! আশ্চর্য্য, বালক বলছে—সে পুরোহিতের ছেলে, অথচ পুরোহিত বলছে তার কোন বালক-পুত্র নাই।

তবে কি এসব সেই মদনমোহনের খেলা ? তা যদি হয়, তবে ওগো ইষ্ট-দেবতা আমার, আরো স্পষ্ট ভাবে এই দীনসেবককে বুঝিয়ে দিয়ে যাও !

দ্রুতপদে চঞ্চলের প্রবেশ

চঞ্চল। দাদু—দাদু, মারাঠারা এখনো বিষ্ণুপুরের সীমানা ছেড়ে পালিয়ে যায় নি।

বীরমল্ল। একথা তো আমি তোকে আজ সকালেই বলেছিলুম ভাই ! ভাস্কর পণ্ডিত ভয় পাবার পাত্র নয়, সে এ প্রতারণার প্রতিশোধ নেবে।

চঞ্চল। প্রতারণা ! প্রতারণা কিসে হল শুনি ?

বীরমল্ল। আমি তাকে দশলাখ টাকা দেবার আশ্বাস দিয়েছিলুম, তাই সে লুঠতরাজ বন্ধ রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বিষ্ণুপুর জঙ্গলে তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করছিল। তারপর আমি টাকার জোগাড় করতে পারিনি বলে তার কাছে আরো সময় চাইতে গেলুম, একটা অজানা ছেলে গিয়ে জানালো, আমার মদনমোহন রাধামায়ী মন্দির থেকে চলে গেছেন। যেই আমি তার সঙ্গে এসেছি, অমনি নবাব ফৌজরা হঠাৎ আক্রমণ ক'রে, বহু মারাঠা সৈন্য হতাহত করেছে।

চঞ্চল। মাঝখানের কথাটা বাদ দিচ্ছ কেন দাদু ? তুমি যে গহনা পরা মদনমোহন আর রাধামায়িকে মারাঠাদের কাছে বাঁধা রাখছিলে !

বীরমল্ল। না, না, বাঁধা নয়, একটা জামিন হিসাবে—

চঞ্চল। ঐ বাঁধা রাখাই হল ! এই যদি প্রতারণা হয়, তাহলে সে প্রতারণা করিয়েছেন স্বয়ং মদনমোহন, তোমার আমার কোন দোষ নেই।

বীরমল্ল। এ্যাঁ, কোন দোষ নেই ?

চঞ্চল। না দাদু ! বিষ্ণুপুর রাজবংশে যা কোনদিন হয় নি, তাই

হয়েছে ! কুলদেবতা জামিন রেখে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করবার চিন্তা তোমার মনে এল কি করে ?

বীরমল্ল। ওরে ভাই, এমন পাপ চিন্তা কি সহজে এসেছে ! আমার বিষ্ণুপুরের শান্তিপ্রিয় প্রজারা—

চঞ্চল। না হয়, মারাঠাদের হাতে মরত ! তাবলে বংশের ইষ্ট দেবদেবী জামিন রেখে দস্যুদের বিশ্বাসভাজন হতে হবে ?

বীরমল্ল। যা হবার তা তো হয়ে গেছে ভাই ! এখন বিষ্ণুপুর থেকে মারাঠাদের তাড়াবার কি হবে ?

চঞ্চল। সিপাহোশালার মীরজাফর খাঁর সঙ্গে সেই যুক্তিই করছিলাম ! তিনি আর এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করতে চাইছেন না, মারাঠাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে চাইছেন।

বীরমল্ল। কেন ?

চঞ্চল। সে কৈফিয়ৎ তিনি আমাদের কাছে দিতে ঘৃণা বোধ করেন।

বীরমল্ল। (উত্তপ্ত কণ্ঠে) ঘৃণা বোধ করেন !

চঞ্চল। তা আর করবেন না ? মীরজাফর খাঁ নবাবের সিপাহো-শালার, তার উপর আত্মীয়। আর তুমি নবাবের করদ রাজা, তাঁদের কল্পনায় গোলামের গোলাম।

বীরমল্ল। চঞ্চল—চঞ্চল !

চঞ্চল। পাপ করেছিল জাতিদ্রোহী জয়চাঁদ, পাপ করেছিল হিন্দু কলঙ্ক রাজা মালদেব, মহাপাপ করেছিল বাংলার সাতকোটী বাঙালী। সেই স্তূপীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা ছাড়া আর কে করবে বলতে পার দাদু ?

বীরমল্ল। সত্য বলেছিস ভাই ! অতীত দিনের স্তূপীকৃত পাপ জমা হয়েছিল বাংলার শ্যামল মাটিতে, তার প্রায়শ্চিত্তে গোলামীর ক্লেদ সর্ব্বাঙ্গে মেখে বিদেশীর পাদুকাঘাত সইতে হচ্ছে।

চঞ্চল। কেন সইছে বাঙালীরা ? সাতকোটী বাঙালী যারা এদেশে বসবাস করে, তারা কি একটা হুঙ্কার দিয়েও জানিয়ে দিতে পারে না, তাদের কত শক্তি আছে !

বীরমল্ল। চঞ্চল—চঞ্চল !

চঞ্চল। পৃথিবীর যত অত্যাচার সব বাঙালী মুখ বুজে সইবে, আর এই শ্যামল মাটি বাংলার সব উপসত্ত্ব ভোগ করবে অবাঙালী শাসকরা !

ফকির। (নেপথ্যে) গীত

ভোগের সত্ত্ব লুটছে যারা
ও ভাই, তারাই শত্রু বাংলাদেশের।

বীরমল্ল। (চঞ্চল হইয়া) কে—কে এ গান গায়।

চঞ্চল। বাংলার দেশের কোন দরদী ভিখারী, তুমি দাঁড়াও দাদু, আমি ডেকে আনছি।

প্রস্থানোদ্যত

বীরমল্ল। ভিখিরীকে প্রাসাদে ডেকে আনবি কি রে !

চঞ্চল। বাঙালীদের দরদে যে ভিখিরীর বুক ভরে আছে, সে মানুষ নয় দাদু, দেবতা—দেবতা।

[প্রস্থান

বীরমল্ল। বাংলামাকে এতটুকু ছেলে এমন ভালবেসেছে, আর যারা সকল সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী, তারা একটুও ভালবাসতে পারে না ! ভগবান মদনমোহন ! ঐ সব স্বার্থপর পিশাচদের তুমি ধ্বংস কর প্রভু !

চঞ্চলের সহিত গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ

ফকির। গীত

ভোগের সত্ত্ব লুটছে যারা
(ও ভাই) তারাই শত্রু বাংলা দেশের।

শুধু শোষণ করেই ভরাচ্ছে পেট
ভাবে না রে দুঃখ তোদের ॥
হায় বাঙালী অভাগার জাত—
ভবিষ্যতে মিলবে না ভাত।
কেবল বিলাসিতায় বেড়েছে হাত—
চিন্তা নেইক ভবিষ্যতের ॥
(ও ভাই) যাদের টাকায় প্রাসাদ কেনা—
পরছে তারা ছেঁড়া টেনা।
তবু দেশের বাড়ছে দেনা
নেই ঠিকানা এ অভাবের ॥

চঞ্চল। এই সরল সত্যটা এখনো বাঙালীদের চোখে পড়ছে না ফকির সাহেব ?

ফকির। তা পড়লে তো বাংলার কোন দুঃখ থাকত না বাবা !

বীরমল্ল। বাংলার দুঃখ দৈন্য আরো দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে ফকির সাহেব, বিদেশীদের লুণ্ঠনে আর শোষণে।

ফকির। বাঙালীদের আজ একতা নেই বলেই তো বিদেশীরা সোনার বাংলায় এসে বেপরোয়া লুণ্ঠন চালাতে সাহস করছে রাজা !

চঞ্চল। একতা নেই কেন বলতে পারেন ফকির সাহেব ?

ফকির। মনের দুর্ব্বলতা ! বাঙালীরা নিজেদের শক্তির পরিচয় আজ নিজেরাই জানে না।

চঞ্চল। এ দুর্ব্বলতা তাদের আমি ভেঙ্গে দোব। সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে চীৎকার করে বলব, ওরে মোহান্ধ বাঙালী, ভীরুতা মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে, নিজেদের দিকে চেয়ে দেখ, বিদেশী আমাদের জাতীয় জীবন পঙ্গু করে দিচ্ছে, তাদের সে সুযোগ দিস্ না।

ফকির। তা যদি পার বাবা, তাহলে এখনো বাঙালীরা বাংলার হারাণো সম্পদ ফিরিয়ে আনতে পারে।

ফকির গাহিতে গাহিতে চলিলেন

ফকির। গীত

আবার আসিবে হারাণো সে ধন
সোনার বাংলা দেশে।
আবার বাঙালী দুধে ভাতে রবে
ভায়ে ভায়ে ভালবেসে॥
জাতির একতা বজ্র কঠোর—
কেটে দেবে তোদের অধীনতা ডোর।
তবে বাঙালীর দুঃখনিশা ভোর
স্বাধীন সূর্য্য উদিবে হেসে॥

গীতান্তে প্রস্থানোদ্যত

বীরমল্ল। আমার প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করুন, সাধু।

ফকির। আতিথ্য নেব রাজা, আজ নয়—বাঙালীদের একতা ফিরে এলে।

[প্রস্থান

চঞ্চল। বাঙালীদের একতা যদি ফিরে না আসে সাধক, তাহলে এই বাঙালীর ছেলে চঞ্চলকুমারও আর বাংলার মাটিতে বেঁচে থাকবে না।

প্রস্থানোদ্যত

বীরমল্ল। কোথায় চলেছিস্ ভাই?

চঞ্চল। বাঙালীদের দুয়ারে দুয়ারে ডাক দিতে।

[প্রস্থান

বীরমল্ল। চঞ্চল, চঞ্চল, বাস্‌নি ভাই, শুনে যা। ফিরল না, ফিরল না! এমন একগুঁয়ে ছেলেও ভূভারতে দেখিনি! বিপদের সময় ছোড়াটা আরো বিপদ বাড়িয়ে দেবে দেখছি। মদনমোহন, মদনমোহন, এ চিন্তার ভার মাথা থেকে নামিয়ে নিয়ে, আমাকে চিরমুক্তি দাও প্রভু!

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বীরগ্রামের পথ

ভাস্কর পণ্ডিত ও মাধুরীর প্রবেশ

ভাস্কর। এত নীচ, এত অপদার্থ তোমার গ্রামবাসীরা। আমি নিজে অপরাধ স্বীকার করে তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রমাণ 'দলাম, তবু এরা বলছে তুমি অস্পৃশ্যা।

মাধুরী। বাঙালীদের হিন্দুসমাজ বড় স্বার্থপর বাবা। এক কথায় এরা একটা নিরপরাধিনী সুচরিত্র মেয়েকে অনায়াসে কুলটা ব'লে ত্যাগও করতে পারে, আবার মোটা টাকা প্রণামী নিয়ে কুলটা স্ত্রীলোককে সমাজে সতীসাধ্বী ব'লে ঘরে টেনে নিতেও পারে।

ভাস্কর। এমন স্বার্থপর যে সমাজ, সেখানে তোমার মত পবিত্র চরিত্রের মেয়ের না থাকাই ভাল।

মাধুরী। তা কেমন করে হবে বাবা। জন্মাবধি এদের সঙ্গে আমি উঠেছি, বসেছি, গ্রাম সম্পর্কে বহু বৃদ্ধকে কাকা-জ্যাঠা বলে ডেকেছি, আর এরা ভুল করছে বলে আমি, ভুল পথে যাব?

ভাস্কর। না গিয়ে আর কি করবে মা? শুনলে তো তোমার দাদা না কি তোমাকে অন্বেষণ করতে বেরিয়েছেন!

মাধুরী। কোথা আর যাবে। দিনকতক বাইরে অন্বেষণ ক'রে আবার গ্রামেই ফিরে আসবে।

ভাস্কর। তাহলে তুমি গ্রামেই থাকবে?

মাধুরী। হ্যাঁ বাবা! গ্রাম সম্পর্কে আমার এক পিসী আছেন, তাঁর বাড়ীতেই আমি থাকব।

ভাস্কর। বেশ, আমি তোমাকে তাঁর কাছেই রেখে যাব! চল, দেখি কোথায় আছেন তিনি।

মাধুরী। কষ্ট করে আপনাকে আর তাঁর বাড়ী যেতে হবে না বাবা, আমি নিজেই যাচ্ছি।

ভাস্কর। গ্রামের অন্যান্য লোকেদের মত তিনিও যদি তোমাকে কলঙ্কিনী ব'লে বর্জ্জন করেন?

মাধুরী। আপনি তাঁকে জানেন না বাবা! সাধারণ মেয়েদের মত ক্ষণভঙ্গুর তাঁর মন নয়। সমস্ত বীরগ্রাম আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও তিনি আমাকে আশ্রয় দেবেন।

ভাস্কর। এ বিশ্বাস যদি তোমার থাকে মা, তাহলে আর আমার বলবার কিছু নেই!

মাধুরী। তবে আসুন বাবা!

প্রণাম করিল

ভাস্কর। আশীর্ব্বাদ করি করুণাময় বিশ্বনাথ যেন তোমাকে জেষ্ঠ্যের আশ্রয়ে স্থান করে দেন। তবে আসি মা! যাবার সময় তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি আমার স্নেহচিহ্নস্বরূপ এই হীরকাঙ্গুরীয়। যদি তোমার দাদা তোমাকে আশ্রয় দেন উত্তম, আর যদি গ্রাম্য'সমাজের ভয়ে তিনিও তোমাকে বর্জ্জন করেন, তাহলে যেও ফিরে মারাঠা শিবিরে, যে কোন মারাঠাকে এই অঙ্গুরীয় দেখালে, সে তোমাকে রাজকীয় মর্য্যাদায় আমার কাছে নিয়ে যাবে।

মাধুরী। দাদা সমাজের ভয়ে আমাকে যদি আশ্রয় না দেন, তাহলে—

ভাস্কর। আমি তোমাকে আশ্রয় দেব। লুণ্ঠনে, হত্যায়, কঠোরতায়

আজ ভাস্কর পণ্ডিত সারা এশিয়ার বিভীষিকা, কিন্তু জেন মা, তোমার কাছে সে স্নেহময় পিতা—পিতা।

[প্রস্থান

মাধুরী। ভগবান, ভগবান, মারাঠা সৈন্যদ্বারা অপহৃত হয়ে আজ আমি গ্রাম্য সমাজের কাছে ঘৃণ্যা হয়েছি সত্য, কিন্তু তার বিনিময়ে পেয়েছি দেবতার মত উদার স্নেহময় পিতা, ঐ মারাঠা সর্দারকে।

গিরিজায়ার প্রবেশ

গিরিজায়া। মাধুরী, মাধুরী, কৈ মাধুরী। এই যে এখানে দাঁড়িয়ে, আমি সংবাদ পেয়ে মরি বাঁচি করে দৌড়ে আসছি মা!

মাধুরী। পিসী, পিসী, আমার দাদা কোথা?

গিরিজায়া। সে অনেক কথা, আমার বাড়ী চল, বলবো'খন।

মাধুরী। না পিসী, তুমি এখনি বল।

গিরিজায়া। এত তাড়াতাড়ি তোর শোনবার দরকার কি বলতো? অত রাস্তা এলি, আগে বাড়ী চল, হাত মুখ ধুয়ে জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হবি, তবে তো বলব।

মাধুরী। না পিসী,তুমি না বল্লে আমি তোমার বাড়ী যেতে পারব না।

গিরিজায়া। বাবা গো বাবা,এমন একগুঁয়ে মেয়ে ত্রিভুবনে দেখিনি বাপু! বলি তোর দাদা আর আমার ছেলেরা কি ভিন্ন রে? চল, চল, বাড়ী চল, সকলে তোকে দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে।

মাধুরী। আমাকে তোমার বাড়ী নিয়ে গেলে তোমার ছেলেরা আপত্তি করবে না?

গিরিজায়া। কিসের আপত্তি করবে?

মাধুরী। আমাকে বর্গীরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো, আমি কলঙ্কিনী, গ্রাম্য সমাজ আমাকে বর্জ্জন করেছে, সুতরাং—

গিরিজায়া। আমাকেও ঐ সব স্বার্থপর পণ্ডিতমণ্ডলীর কথা মাথা পেতে নিয়ে তোকে শিয়াল কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে হবে! যে সমাজ তোর মত লক্ষ্মী চরিত্রের মেয়েকে কলঙ্কিনী ব'লে বর্জ্জন করে, আমিও সেই সমাজকে বর্জ্জন করব।

মাধুরী। সমাজকে তুমি বর্জ্জন করলেও, তোমার ছেলেরা তা করতে যাবে কেন পিসী?

গিরিজায়া। তারা যদি ঐসব পশুপ্রকৃতির গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তোকে অপমান করে, তাহলে আমি তাদেরও বর্জ্জন করব।

মাধুরী। পিসী।

গিরিজায়া। সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বাড়ীঘর আমার বাবার; তাদের পৈতৃক সম্পত্তি এক ছটাকও নেই। যদি মানুষের কর্ত্তব্য ভুলে তারা ক্ষণভঙ্গুর সমাজ আঁকড়ে ধরে থাকে, তাহলে ছেলে বৌএর হাত ধরে তাদের আজই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

মাধুরী। না, না, তা হবে না পিসী। আমার জন্মে তোমার সাজান সংসার ভেঙ্গে যেতে দোব না! তুমি বাড়ী যাও, আমি চল্লুম!

গিরিজায়া। মোহনটাও চিরদিনের মত বিবাগী হয়ে চলে গেল—

মাধুরী। [চমকিত হইয়া] পিসী! দাদা চিরদিনের মত বিবাগী হয়ে চলে গেছে?

গিরিজায়া। হ্যাঁ মা! তোকে যখন বর্গীতে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে প্রাণপণে চীৎকার করে গ্রামবাসীদের সাহায্য চেয়েছিল, কিন্তু সাহায্য করা দূরের কথা সকলে সদর দরজার খিল এঁটে ঘরের কোণে বসেছিল। তাই অভিমানে সে বাড়ীঘর জিনিষপত্র সব ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে চিরদিনের মত বিবাগী হয়ে চলে গেছে।

মাধুরী। দাদা চিরদিনের মত বিবাগী হলো! তাহলে আজ আর আমার আপনার বলতে কেউ নেই!

গিরিজায়া। কেন থাকবে না মা। আমি তো আছি। চল, চল, আমার বাড়ী চল। ওরে, সমস্ত জগৎ যদি তোকে বর্জ্জন করে তবুও এই বুড়ো পিসী তোকে বুকে করে ধরে রাখবে।

মাধুরী। তা জানি পিসী, তবুও আমি তোমার বাড়ী যেতে পারব না। বর্গীতে অপহরণ করে নিয়ে পালাচ্ছিল, দাদা প্রাণপণে চীৎকার করে গ্রামবাসীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল আমাকে রক্ষা করতে, কিন্তু ভীরু গ্রামবাসীরা সাহায্য করা দূরের কথা, ভয়ে ঘরের কোণে বসেছিল। আজ দয়াল মারাঠা সর্দ্দারের অনুকম্পায় নিষ্কলঙ্ক আমি গ্রামে ফিরে এসেছি, কিন্তু গ্রাম্য সমাজ আমাকে কলঙ্কিনী ব'লে বর্জ্জন করলে। যারা গ্রামের মর্য্যাদা রক্ষায়, মাতৃজাতির ধর্ম্মরক্ষায় একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করেনি, তারা অপহৃতা একটা শুদ্ধ চরিত্র মেয়েকে অনায়াসে ত্যাগ করলে। আমি তাদের এই অপরাধের চরম শাস্তি দোব।

গিরিজায়া। মাধুরী—মাধুরী।

মাধুরী। দেখব এবার কেমন করে এরা মর্য্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে সমাজের বুকে বাস করে। মারাঠা সর্দ্দার আমাকে কন্যার মত সস্নেহে গ্রামে পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার শুদ্ধতার প্রমাণ দিয়ে গেল, তবু ঐ স্বার্থপর সমাজ শিরোমণিরা বিশ্বাস করলে না। আমাকে শিয়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে। দেখব এবার এদের ঘরের অবিবাহিতা মেয়ে আর নবোঢ়া কুলবধুরা কেমন করে বিশুদ্ধ চরিত্র নিয়ে ঘরে বাস করতে পারে।

প্রস্থানোদ্যত

গিরিজায়া। মাধুরী—মাধুরী—কোথায় চলেছিস ?

মাধুরী। মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে। বাঙ্গালীর মেয়ে আমি, আজ বাঙালীরা নিরপরাধে আমাকে আবর্জ্জনার মত ত্যাগ

করলে, কিন্তু স্নেহময় মারাঠা সর্দ্দার কন্যা স্নেহে আমাকে আশ্রয় দেবেন। তাঁর আশ্রয়ে থেকে আমি বাঙালীদের বিরুদ্ধে অভিযান করব, যে হিন্দুসমাজ অবিচারে আমার মাথায় বজ্রাঘাত করেছে, সেই সমাজের মেরুদণ্ড আমি ভেঙ্গে চুরমার করে দেবো।

গিরিজায়া। মাধুরী—মাধুরী শোন মা—শোন !

মাধুরী। না, না, কারো কথা শুনব না, কারো অনুরোধ রাখব না বীরগ্রামের অধিবাসীরা যেমন আমার জীবন মরুভূমি করে দিলে, আমিও তেমনি সারা বীরগ্রামটা শ্মশানে পরিণত করব। বীরগ্রামের পথঘাট গ্রামবাসীদের রক্তে রাঙিয়ে তুলব, বীরগ্রামের শস্য শ্যামল ক্ষেত্রে মৃত দেহের পাহাড় সাজিয়ে দিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে আমি জীবন্ত প্রেতিনীর মত উচ্চহাস্যে আকাশখানা ফাটিয়ে দেব, হাঃ—হাঃ—হাঃ।

[দ্রুত প্রস্থান

গিরিজায়া। ওরে কে আছিস, ঐ ক্ষ্যাপা মেয়েটাকে ফেরা, ঐ ক্ষ্যাপা মেয়েটাকে ফেরা, নইলে বীরগ্রাম শ্মশান হয়ে যাবে, শ্মশান হয়ে যাবে !

দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ

মীর্জ্জাফরের গৃহ ; মীর্জ্জাফর পদচারণা করিতেছিল

মীর্জ্জাফর। ঝড় তুলব, বাংলার শান্ত আকাশে ঝড় তুলব, সেই ঝড়ের মুখে দাম্ভিক সিরাজ সমেত উড়ে যাবে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ! তখন বাংলার মসনদ—কে, কে, ও না, পেঁচা ডাকছে! কথায় বলে পেঁচার ডাক অশুভ বার্ত্তা ঘোষণা করে, তবে কি আমার সকল চেষ্টার মূলে—না, না, অসম্ভব! পেঁচক অমঙ্গল ঘোষণা করছে দাম্ভিক সিরাজ, আর বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীর।

ছিন্নবাহু জলন্ধর ও মহম্মদীবেগের প্রবেশ

কে—ও, মহম্মদীবেগ!

মহম্মদী। জী জনাব! এই মারাঠা সৈনিকটাকে এনেছি আপনার কাছে।

মীর্জ্জাফর। কেন?

মহম্মদী। ও মারাঠা শিবির থেকে বিতাড়িত হয়েছে! তাই আপনার কাছে—

মীর্জ্জাফর। আশ্রয় চায়?

জলন্ধর। না জনাব, আশ্রয় নয়।

মীর্জ্জাফর। তবে?

জলন্ধর। শুনেছি আপনি নাকি গোপনে সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুন্দরী মেয়ে চান শাহজাদা সিরাজের জন্যে। তাই আমি এসেছি—

মীর্জাফর। সেই সুন্দরী মেয়ের সন্ধান দিতে?

জলন্ধর। হ্যাঁ জনাব।

মীর্জাফর। সুন্দরী মেয়ের দরকার সিরাজের, তা আমি এর মধ্যে আছি, তুই জানলি কি করে?

মহম্মদী। আমি বলেছি জনাব!

মীর্জাফর। এর সঙ্গে তোর পূর্ব্বে জানা শোনা ছিল মহম্মদী?

মহম্মদী। আজ্ঞে না জনাব! একটা বাঙালী মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ব'লে মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত ওর ঐ ডান হাতটা কেটে দিয়ে শিবির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে খবর আমি পেয়েছি।

মীর্জাফর। হু। এখন তোর উদ্দেশ্য কি বল, মারাঠা।

জলন্ধর। আমি এর প্রতিশোধে শয়তান ভাস্কর পণ্ডিতের সুন্দরী মেয়ে গৌরীবাঈকে আপনাদের কাছে ধরিয়ে দিতে চাই জনাব।

মীর্জাফর। পারবি?

জলন্ধর। নিশ্চয়ই পারব। তবে আমার সঙ্গে কিছু নবাবী ফৌজ দিতে হবে জনাব।

মীর্জাফর। উত্তম, পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার ফৌজ তোর সঙ্গে দিয়ে একটা সুশিক্ষিত অশ্ব দিচ্ছি। আজই বিষ্ণুপুর জঙ্গলের পথে রওনা হতে পারবি তো?

জলন্ধর। আলবৎ পারব। ডানহাত কেটে দিয়ে শয়তান সর্দ্দার চিরদিনের মত আমাকে অকর্ম্মণ্য করে দিয়েছে জনাব, যতক্ষণ না তার বুকে বজ্রের ঘা মারতে পারছি, ততক্ষণ আমার বিরাম নেই। দিন আমাকে একটা ঘোড়া আর পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার, আমি তিনদিনের মধ্যে সুন্দরী গৌরীবাঈকে ধরে এনে হাজির করব

মীর্জ্জাফর। বহুত আচ্ছা। যা মারাঠা, তুই ঐ সামনের দালানে বসে বিশ্রাম করগে, হুকুমনামা নিয়ে মহম্মদী এখনি যাচ্ছে!

জলন্ধর। জো হুকুম জনাব।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান

মীর্জ্জাফর। হাঃ, হাঃ, হাঃ—জবর শিকার মিলে গেছে মহম্মদী বেগ। মিষ্টি কথায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে দিন আমি মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিতকে যে কাজে রাজী করাতে পারিনি, এইবার তার সুন্দরী কন্যাকে অপহরণ করিয়ে, সেই কাজে নাবাব, হাঃ—হাঃ—হাঃ।

মহম্মদী। কি কাজ—কি কাজ জনাব?

মীর্জ্জাফর। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত মনের কথা বিনা কারণে কারো কাছে প্রকাশ করা মীর্জ্জাফর খাঁর স্বভাববিরুদ্ধ মহম্মদী! হ্যা, যে কথা বলবার জন্যে তোকে আটকে রাখলুম—

মহম্মদী। হুকুম করুন।

মীর্জ্জাফর। যদি ঐ মারাঠা সৈনিকটা ভাস্কর পণ্ডিতের সুন্দরী কন্যা গৌরীবাঈকে ধরে আনতে পারে, তাহলে সহজে তাকে সিরাজের উপভোগে লাগাস নি। মাত্র একবার সিরাজকে দেখিয়ে সরিয়ে আনবি।

মহম্মদী। কেন জনাব?

মীর্জ্জাফর। সুন্দরী কুমারীকে ভোগ করতে না পেলে সিরাজ নেশায় আরো মেতে উঠবে তখন গৌরীবাঈ কান্নাকাটি করলেও ফল হবে না, সিরাজের কামানলে দগ্ধ হবে।

মহম্মদী। তাতে আমাদের কি লাভ হবে জনাব?

মীর্জ্জাফর। বেশী লাভ লোকসান খতিয়ে কাজ করতে যেও না মহম্মদী, ঠকে যাবে। জেনে রেখ, মেহেরবান খোদার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়েছে দাম্ভিক সিরাজের উপর, ওর ধ্বংস অনিবার্য্য।

মহম্মদী। বহুৎ আচ্ছা। আমি আর কিছু চাই না জনাব, যে দিনরাত আমাকে পায়ের তলায় রেখে অপমান অপদস্থ করে, আমি চাই তার ধ্বংস।

মীর্জ্জাফর। তাহলে মনে আর কোন দ্বিধা এন না, আমার নির্দ্দেশ মত কাজ করগে, তোমার মন আশা পূর্ণ হবে। (হুকুমনামা লিখিয়া) এই হুকুমনামা নিয়ে মারাঠা সৈনিকটার সঙ্গে তুমি ফৌজখানায় যাও, একটা ভাল ঘোড়া, আর পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে বিষ্ণুপুর জঙ্গলের পথে ওদের রওনা করে দাও গে।

মহম্মদী। জো হুকুম জনাব।

[প্রস্থান

মীর্জ্জাফর। মেহেরবান খোদা। তোমার করুণার ধাপে ধাপে আমাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে, তথাপি এ তোমার প্রেরণা। বাংলার বুকে নারীর ধর্ম্মনষ্টকারী সিরাজের স্থান হতে পারে না, তাই তুমিই ওকে মৃত্যুর পথে পাঠিয়ে দিচ্ছ।

মহম্মদীবেগের পুনঃ প্রবেশ

মহম্মদী। নবাব বাহাদুর আসছেন জনাব।

মীর্জ্জাফর। কে, নবাব? এসময়ে আমার প্রাসাদে কেন?

মহম্মদী। মনে হচ্ছে খুব চটে আছেন। কারণ খুব গম্ভীর হয়ে প্রাসাদে ঢুকছেন।

মীর্জ্জাফর। আচ্ছা, তাহলে তুমি এখনি মারাঠা সৈন্যটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও মহম্মদী। নবাবকে ঠাণ্ডা করতে আমার বিলম্ব হবে না।

[মহম্মদীবেগের প্রস্থান

খুব চটে আছেন। তাহলে কি মারাঠা শিবিরে গিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে যে প্রস্তাব করেছিলাম, সে কথা—

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ

এই যে আসুন, আসুন, মেহেরবান জাঁহাপনা! আমার বহুৎ সৌভাগ্য যে, এই গরীবখানায় স্বয়ং প্রভুর পদধুলি পড়েছে।

আলিবর্দ্দী। আমি তোমার তোষামোদবাক্য শুনতে আসিনি মীর্জ্জাফর! এসেছি কৈফিয়ৎ চাইতে।

মীর্জ্জাফর। কিসের কৈফিয়ৎ খোদাবন্দ?

আলিবর্দ্দী। তোমার স্বেচ্ছাচারিতার কৈফিয়ৎ।

মীর্জ্জাফর। এ গোলাম কি স্বেচ্ছাচারিতা করেছে জনাব।

আলীবর্দ্দী। আমার হুকুম না নিয়ে কলকাতায় সাহেবদের কুঠীতে যাওয়ার কৈফিয়ৎ।

মীর্জ্জাফর। ও, এই কথা। সাহেবদের কুঠীতে আমি তো স্বেচ্ছায় যাইনি জনাব।

আলীবর্দ্দী। স্বেচ্ছায় যাওনি?

মীর্জ্জাফর। না জাঁহাপনা! বিষ্ণুপুর থেকে ফেরার পথে ক্লাইভের এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সে লোকটা নাছোড়বান্দা হয়ে আমাকে সাহেবদের কুঠীতে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গিয়েছিল।

মোহনলালসহ সিরাজের প্রবেশ

সিরাজ। সাহেবরা আপনাকে খুবই আপনার ভাবে সিপাহোশালার। তাই আর কাউকে নেমন্তন্ন না করে আপনাকেই নিয়ে গিয়েছিল!

আলিবর্দ্দী। সিরাজ।

সিরাজ। আপনাকে সিপাহোশালা যাতে উড়িয়ে দিতে না পারে, সেইজন্তে আমি মোহনলালকে সঙ্গে নিয়েই এসেছি দাদুসাহেব।

মীর্জ্জাফর। মোহনলালকে সঙ্গে নিয়ে শাহাজাদা কি আমার অপরাধের কথাগুলো সাজিয়ে গুজিয়ে এনেছেন না কি ?

মোহন। অপরাধ নেবেন না সিপাহোশালার, বাধ্য হয়ে একটা অপ্রিয় কথা বলতে হচ্ছে।

মীর্জ্জাফর। বল।

মোহন। আপনার মত সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলা অভ্যাস মোহনলালের নেই।

মীর্জ্জাফর না, না, কি বল্লে বেয়াদপ্।

সিরাজ। হুশিয়ার সিপাহোশালার। এখানে স্বয়ং নবাব দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর সামনে আমার দেহরক্ষাকে অপমানের কথা বলা আপনার স্পদ্ধার পরিচয়।

মীর্জ্জাফর। আর সিপাহোশালার মীর্জ্জাফর খাঁকে মিথ্যাবাদী বলা এক বাঙালীর স্পদ্ধার পরিচয় নয় শাহাজাদা ?

সিরাজ। সে স্পর্দ্ধা ওর আছে, কারণ আপনার মত মোহনলাল ইংরেজ তোষণকারী নয়।

আলীবর্দ্দী। আঃ। কি বলছিস সিরাজ।

সিরাজ। যা সত্য, তাই বলছি দাদুসাহেব। হাতেনাতে ধরা পড়েও সিপাহোশালার উল্টে আমাদের মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করছেন !

আলিবর্দ্দী। তার মীমাংসা আমিই তো করতে এসেছি। মাঝে পড়ে তুই যদি মীর্জ্জাফরের সঙ্গে ঝগড়া করিস, তাহলে আমি কি করি বলতো ?

সিরাজ। ঝগড়া করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসিনি দাদু সাহেব! এসেছিলাম সিপাহোশালারের অপরাধ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আপনার কাছে বিচার প্রার্থনা করতে।

মীর্জ্জাফর। আমার কি অপরাধ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে শাহাজাদা এসেছিল ?

মোহন আপনি সাহেবদের কুঠীতে বসে কলকাতার রাজা জমিদারদের নবাবশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেননি সিপাহোশালার ?

মীর্জ্জাফর। এত বড় দুর্ণাম আমার তুমি রটাচ্ছ বোধ হয় মোহনলাল ?

সিরাজ। আপনার দুর্ণাম রটিয়ে মোহনলালের লাভ ?

মীর্জ্জাফর। শাহাজাদার প্রিয়তা অর্জ্জন।

মোহন। মান্যবর সিপাহোশালার সাহেবদের প্রিয়ত্ব অর্জ্জন করছেন একটা বড় স্বার্থ মনে মনে চিন্তা ক'রে ; কিন্তু দেহরক্ষী মোহনলাল শাহাজাদার যতটুকু প্রিয়তা অর্জ্জন করেছে, তার চেয়েও প্রিয়পাত্র হয়ে আর কি স্বার্থসিদ্ধি করবে ?

মীর্জ্জাফর। ভবিষ্যতে শাহাজাদা সিরাজদ্দৌল্লা নবাবিতক্তে বসলে মীর্জ্জাফর খাঁকে বরখাস্ত করিয়ে সিপাহোশালারের পদলাভ।

মোহন। মোহনলাল বাংলার ছেলে বাঙালী ; সে দেশের ও জাতির হিতকামনায় জীবন উৎসর্গ করেছে, তুচ্ছ সিপাহোশালারের পদ তার কাছে লোষ্ট্রখণ্ডের মত বর্জ্জনীয়।

সিরাজ। তোমার মত যদি বাংলার বাঙ্গালীরা জাতিকে ভালবাসতে শিখত মোহনলাল তাহলে বাংলার বুকে আজ বিদেশী মারাঠারা হানা দিয়ে লুণ্ঠনে শোষণে বাংলাকে অন্তঃসারশূন্য করতে পারত না।

আলিবর্দ্দী। একদিকে বিদেশী মারাঠারা লুণ্ঠন করতে বাংলার বুকে হানা দিয়েছে, অন্যদিকে ইংরেজ বেনিয়ারা শোষণ নীতি নিয়ে বাংলায় বাণিজ্য করছে, এসময় তুমি আর বিরূপ হয়োনা মীর্জ্জাফর খাঁ !

মীর্জ্জাফর। আমি কোনদিনই বিরূপ নয় জাঁহাপনা। কিন্তু, ভাবী নবাবের মেজাজ দেখে মনে ভয় হচ্ছে ভবিষ্যতে হয় তো—

আলিবর্দ্দী। তোমাকে অবহেলা করবে? না, না, তা করবে না মীর্জ্জাফর খাঁ। তুমি তো শুধু সিপাহোশালার নও, আমাদের পরমাত্মীয়। তোমাকে অবহেলা করে সিরাজ কার উপর বাংলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত করবে?

মীর্জ্জাফর। কেন, বাঙালী মোহনলাল।

সিরাজ। মোহনলালের উপর নির্ভর করতে শুধু সিরাজ নয়, স্বয়ং দাউ সাহেবও পারেন। কিন্তু সিপাহোশালার মীর্জ্জাফর খাঁ যদি স্বেচ্ছায় সরে না যান, নবাব তাঁকে সরিয়ে দেবেন না।

মীর্জ্জাফর। মীর্জ্জাফর খাঁ অনুকম্পার দান নিয়ে সিপাহোশালারের নকরী করতেও চায় না। আমি আজই কর্ম্মে অবসর নেব জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। আঃ। আবার ঝগড়া সুরু করলে? মাথা ঠাণ্ডা কর মীর্জ্জাফর খাঁ, মাথা ঠাণ্ডা কর। সিরাজ ছেলেমানুষ—

মীর্জ্জাফর। দেখতে ছেলেমানুষ, কিন্তু কথা বলছেন প্রবীনের মত। আমাকে আর বলবেন না জনাব, আমি আজই কর্ম্মে অবসর নিয়ে মক্কায় চলে যাব।

আলিবর্দ্দী। আবার অভিমান? তোমার উপর নিভর করে আমি দিল্লীর অধীনতা অগ্রাহ্য করেছি মীর্জ্জাফর খাঁ, আজ তুমি যদি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে ত্যাগ কর, তাহলে এসময়ে আমি কাকে বিশ্বাস করব?

মীর্জ্জাফর। শাহাজাদা আমার উপর আপনার বিশ্বাস টুটিয়ে দিয়েছেন জাঁহাপনা, এই হিন্দু মোহনলালের মিথ্যা সংবাদে ভুলে। না, না, সন্দেহের পাত্র হয়ে আর আমি বাংলার সেনাপতিত্ব করতে পারব না। ধরুন জনাব, আপনার দেওয়া এই তরবারি। এতদিন আমি এর যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে এসেছি, এইবার সসম্মানে আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

আলিবর্দ্দী। এখনো অভিমান ত্যাগ করতে পারলে না মীর্জ্জাফর?

এখনো সেই কর্ম্মত্যাগের দাবী? বাংলার এই দুর্দ্দিনে তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতে চাও! কিন্তু ভেবে দেখ ভাই! আজ বাংলার বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তোমার প্রাসাদে দাঁড়িয়ে কাতরকণ্ঠে মিনতি করছে, এসময়ে তুমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে কর্ম্মে অবসর নিও না, সাতকোটি বাঙালীর ধন, প্রাণ, মান বিপন্ন ক'রে তুল না, বিদেশী ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে স্বজাতীয় ভাইদের কণ্ঠে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে দিও না!

মীর্জ্জাফর। ওঃ! আর নয়, আর নয়, জাঁহাপনা, এইবার আমার মন থেকে সমস্ত অভিমান ঘুচে গেছে। পুনরায় তুলে নিলাম আপনার দেওয়া তরবারি, আপনি নিশ্চিন্ত হন প্রভু! বিদেশী মারাঠা দস্যুদের তাড়িয়ে একমাসের মধ্যে এই গোলাম, বাংলার লুপ্ত শান্তি ফিরিয়ে আনবে।

আলিবর্দ্দী। এইবার আমি নিশ্চিন্ত।

সিরাজ। আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না দাদুসাহেব! লুণ্ঠন ব্যবসায়ী মারাঠারা হয় তো বাংলা ছেড়ে পালিয়ে যাবে, কিন্তু সুজলা সুফলা বাংলা মায়ের পায়ে পরাধীনতার লৌহ শৃঙ্খল পড়বে আপনারই বার্দ্ধক্যোচিত দুর্ব্বলতায়।

প্রস্থানোদ্যত

আলিবর্দ্দী। সিরাজ—সিরাজ!

সিরজা। সাদা চামড়া ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে যারা হাত মিলিয়ে বন্ধুত্ব করে, তাদের আপনি বিশ্বাস করলেও সিরাজ বিশ্বাস করে না।

[প্রস্থান

আলিবর্দ্দী। সিরাজ—সিরাজ! এই একগুঁয়েমির জন্যেই বিশিষ্ট কর্ম্মচারীরা তোকে ভালবাসে না! মোহনলাল, মোহনলাল! তোমাকে

ও বড় ভালবাসে; তুমি ওর এ স্বভাবটা বদলাবার অনুরোধ করো, বদলাবার অনুরোধ ক'রো।

[মোহনলালের প্রস্থান

মীর্জাফর। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ। বাজীমাৎ! বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী। মীর্জাফর খাঁ তোমার নবাবীতক্তের মূল অবধি নড়িয়ে দেবে, এইতো মাত্র হয়েছে তার সূচনা। খোদা, খোদা। তোমার রাজ্যে অত্যাচারীর রেহাই নেই, সিরাজ চরম অত্যাচারী হয়েছে মালিক, তুমি ওকে ধ্বংস কর, ধ্বংস কর।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিষ্ণুপুর অরণ্যমধ্যস্থিত শিবমন্দির

তানাজী ও গৌরীবাঈএর প্রবেশ

তানাজী। বার, বার, তোমাকে নিষেধ করি গৌরী, তুমি একা শিবিরের বাইরে এস না! তবু তুমি কথা শুনবে না?

গৌরী। একা তো আমি শিবিরের বাইরে আসিনা তানাজী। তবে স্নান করে বিশ্বনাথের পূজা করবার জন্যে মাত্র একবার একাই এই মন্দিরে আসি।

তানাজী। তাও আসা অন্যায়। পূজা করতে আসবার সময় একটা রক্ষীকে সঙ্গে আনতে পার না?

গৌরী। তা পারবনা কেন! তবে আনি না, কারণ দেবাদিদেব মহাদেবের পূজো করতে আসতে সঙ্গে রক্ষী আনতে হবে?

তানাজী। হবে না? ধর এই মন্দির থেকে যদি নবাবের লোকেরা তোমাকে ধরে নিয়ে যায়?

গৌরী। যাঁর নাম মুখে নিলে জগতের সব বিপদ ঘুচে যায়, সেই শিবসুন্দর শঙ্করের পূজো করবার সময় মন্দির থেকে আমাকে ধরে নিয়ে যাবার শক্তি নবাবী ফৌজদের নেই।

তানাজী। কি যে বল তার ঠিক্ নেই। ইস্‌লামধর্ম্মী নবাবী ফৌজেরা তোমার দেবাদিদেব শঙ্করকে কি ভয় করে যে, মন্দির থেকে ধরে নিয়ে যাবে না?

গৌরী। দূর থেকে ভয় না করলেও, শঙ্কর বিগ্রহের সামনে তার পূজারিণীর গায়ে হাত দিলেই দেবতার ত্রিনয়ন হতে প্রলয়ের বাড়বাগ্নি নির্গত হযে যখন তাদের দগ্ধ করতে যাবে, তখন প্রাণভয়ে তারা বিষ্ণুপুর জঙ্গল ছেড়ে মুর্শিদাবাদে পালিয়ে যাবে।

তানাজী। এতখানি দেব নির্ভরতা যখন তোমার আছে গৌরী, তখন আর আমি বাধা দোব না! যাও তুমি মন্দিরে গিয়ে শিবপূজা করগে, আমি অদূরে সরোবর তীরে বসে হংসমিথুন ক্রীড়া দেখে বসন্তের রঙিন ছবি মানস পটে এঁকে রাখি গে!

প্রস্থানোদ্যত

গৌরী। শুনে যাও তানাজী!

তানাজী। বল গৌরী!

গৌরী। পূজারিণী গৌরীর চিন্তাধারার সঙ্গে তোমার চিন্তাধারা বিপরীত পথগামী; তবু তুমি কেন আশা পথ চেয়ে বসে আছ তানাজী?

তানাজী। আশাই যে মানুষের সঞ্জীবনী শক্তি, আশা যদি না থাকত, তাহলে মানুষ একদিনও বাঁচত না! জগতের সমস্ত ব্যর্থতা একত্রিত হয়ে আমার সামনে দাঁড়ালেও, আমি আশা ছাড়ব না গৌরী!

সারা জীবন এই আশা নিয়েই বেঁচে থাকব। এ জন্মে সফলতার কূলে পৌঁছতে না পারি, পরজন্মে এই আশা নিয়েই আসব, জন্মান্তরে তোমাকে পাব গৌরী, জন্মান্তরে তোমাকে পাব।

[প্রস্থান

গৌরী। ওঃ। দেবাদিদেব মহাদেব! মনে শক্তি দাও দয়াল, আমাকে চিত্তজয় করবার শক্তি দাও। আমি যে তোমার চরণেই আমার নারীত্ব লুটিয়ে দিয়েছি।

গাহিতে গাহিতে চলিল

গৌরী। **গীত**

আমি লুটায়ে দিয়েছি তোমার চরণে
আমার যা কিছু ছিল।
আমার কামনা অন্তর নিঙাড়ি
কে যেন হরিয়া নিল॥
এস এস দেব নয়নে আমার—
এখনো বাসনা মেটেনি দেখার।
বল চিত চোর মিলন বাসর
আজি কে রচিয়া দিল॥

এই গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইবামাত্র জলন্ধর সিং আসিয়া পশ্চাৎ হইতে গৌরীর মুখ চাপিয়া ধরিল। গৌরী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া জলন্ধরের হাত সরাইয়া দিল

গৌরী। তানাজী, তানাজী, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে শয়তানের কবল হতে উদ্ধার কর।

জলন্ধর। এই যে উদ্ধার করছি।

বৃহৎ বস্ত্র দিয়া গৌরীর মুখ বাঁধিয়া স্কন্ধে লইয়া পলায়ন. তৎপশ্চাতে
[দ্রুতপদে তানাজীর প্রবেশ

তানাজী। ঐ—ঐ শয়তান, গৌরীকে স্কন্ধে নিয়ে ঘোড়ায় চড়েছে! তবে রে বেইমান মারাঠা!

ভল্ল তুলিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব ক্ষুরধ্বনি দূরে মিলাইয়া গেল

পালাল, শয়তান লক্ষ্যের বাইরে পালাল! কে আছিস্ মারাঠা, আমার ঘোড়া, আমার ঘোড়া, জাতিদ্রোহী মারাঠা গৌরীকে ধরে নিয়ে পালাচ্ছে, সঙ্গে ওর নবাবী ফৌজ, ওরে কে আছিস, আমার খোরাসানি ঘোড়া, আমি এখনি গৌরীকে উদ্ধার করে আনতে যাব।

দ্রুতপদে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ

ভাস্কর। কি হয়েছে? কি হয়েছে তানাজী?

তানাজী। সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে পণ্ডিতজী, এখনি সেই বিশ্বাসঘাতক নির্ব্বাসিত জলন্ধর গৌরীকে ধরে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে পালাল।

ভাস্কর। পালাল! গৌরীকে ধরে নিয়ে পালাল শয়তান জলন্ধর, আর তুমি সঙের মত খাড়া হয়ে তাই দেখছ তানাজী?

তানাজী। আমি দূরে সরোবরতীরে বসেছিলুম পণ্ডিতজী, গৌরী শিবপূজা করতে মন্দিরে প্রবেশ করছিল, এমন সময় কোথায় শয়তান লুকিয়েছিল জানি না, গৌরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখে কাপড় বেঁধে ঘোড়ায় সওয়ার হল! আমি গৌরীর চীৎকার শুনে দৌড়ে আসতে না আসতেই সে পালাল, দূর থেকে দেখলুম সঙ্গে জনকয়েক নবাবী ফৌজ।

ভাস্কর। নবাবী ফৌজ! ওঃ, তানাজী, তানাজী, শয়তান জলন্ধর নবাব দুলাল সিরাজের কামানলের ইন্ধনরূপে নিয়ে গেছে আমার নয়নানন্দ কন্যা গৌরীকে। ওঃ, আমি কি করি, আমি কি করি! কার মাথাটা কেটে নিলে, কার উষ্ণ রক্তে স্নান করলে এ জ্বালার শান্তি হবে?

তানাজী। শয়তান জলন্ধর। আদেশ দিন পণ্ডিতজী, আমি মারাঠা বাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে জলন্ধরের কাটা মাথা আর গৌরীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি।

ভাস্কর। অকারণ। যখন গৌরীকে উদ্ধার করবে, তখন দেখবে সে সিরাজের উপভোগ্যা। সে ফুলে তো আমার দেবপূজা হবে না তানাজী! ওঃ, বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ, একি করলে প্রভু? গৌরী যে তোমার পায়েই নিজেকে উৎসর্গ করেছিল কি পাপে তাকে মুসলমানের বিলাস সঙ্গিনী করে দিতে, হরণ করিয়ে নিয়ে গেলে দেবতা?

তানাজী। (কোমলকণ্ঠে) পণ্ডিতজী।

ভাস্কর। কেউ নেই তানাজী, আজ আমার আর কেউ নেই। ঐ একটি মাত্র মা-হারা কন্যাকে বুকে নিয়ে সংসার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, জাতির হিতৈষণায় জীবন উৎসর্গ করেছিলাম, বাংলার বুকে মারাঠা জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কল্পনায় বিষ্ণুপুরে ছাউনি ফেলে বসেছিলাম, শঙ্কর আমার সব সাধে বজ্রাঘাত করলেন! ওঃ! গৌরী, গৌরী, মা আমার! না জানি, নবাবী ফৌজ দ্বারা অপহৃত হয়ে তুই কতই কাঁদছিস্! বাবা, বাবা, বলে কাঁদছিস!

মাধুরী। (নেপথ্যে) বাবা—বাবা!

ভাস্কর। কে—কে—আমার গৌরী ফিরে এলি?

দ্রুতপদে মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। বাবা—বাবা—আমি আপনার কাছে ফিরে এসেছি।

ভাস্কর। তুই ফিরে এলি মা, কিন্তু আমার গৌরী—

মাধুরী। গৌরী—

ভাস্কর। নেই, নেই, মা আমার অপহৃতা।

মাধুরী। অপহৃতা!

তানাজী। হ্যাঁ ভদ্রে! নবাবী ফৌজ সঙ্গে এনে তোমার অপহরণকারী নির্ব্বাসিত জলন্ধর গৌরীকে ধরে নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে পালিয়ে গেল।

মাধুরী। মুর্শিদাবাদের দিকে পালিয়েছে? তাহলে গৌরী—

ভাস্কর। লম্পট শাহাজাদা সিরাজের উপভোগ্যা হবে! ওঃ! মা, মা, আমি যে গৌরীর বিচ্ছেদ যাতনা সইতে পারছি না। যতই ভাবছি তার পরিণামের কথা, ততই বুকের মাঝে অশ্রুসাগর তোলপাড় করছে! গৌরীর জন্যে কেঁদে কেঁদে আমি পাগল হয়ে যাব মা, আমি পাগল হয়ে যাব।

মাধুরী। গৌরীর হরণে কর্ম্মবীর মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত আজ এতখানি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন যে, নবাবশক্তির স্বেচ্ছাচারিতা মুখ বুজে সহ্য করবেন?

ভাস্কর। মা—মা।

মাধুরী। গৌরী আজ অপহৃতা, এখনো তার উদ্ধারের চেষ্টা করলে—,

ভাস্কর। উদ্ধার হবে, কিন্তু সেই পবিত্র অনাঘ্রাত কুসুমকে তো আর ফিরে পাবনা মা, পাব কীটদষ্ট পদ নিষ্পেষিতকে। নিরর্থক তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করা।

মাধুরী। তা যদি না করেন, তাহলে প্রতিশোধ নিন।

ভাস্কর। প্রতিশোধ!

মাধুরী। হ্যাঁ, প্রতিশোধ! বাংলার বুকে নিরপরাধে আমি হয়েছি অপহৃতা,এই দুই কন্যার প্রতি চরম অবিচারের প্রতিশোধ আপনি বাংলাদেশকে শকুনী গৃধিনীর বিনাশ কাননে পরিণত করুন পিতা।

ভাস্কর। ঠিক বলেছিস্ মা! নিরপরাধিনী তোকে বাংলার বাঙালীরা কলঙ্কিনী বলেছে, নবাবশক্তি আমার গৌরীকে অপহরণ করেছে;

আমি এর চরম প্রতিশোধ নোব। বাংলায় এসে আমি লুণ্ঠন করেছি সত্য, কিন্তু মাতৃজাতির মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছি, তার বিনিময়ে আমারই কন্যা অপহৃতা, আমারই আশ্রিতা তোকে দিয়েছে চরম আঘাত। তার প্রতিশোধে আমি সারা বাংলাকে শোণিত প্লাবনে ডুবিয়ে দোব।

তানাজী। পণ্ডিতজী, পণ্ডিতজী!

ভাস্কর। বাহিনী সাজাও তানাজী, গোলাবারুদ নিয়ে কামানশ্রেণী সজ্জিত কর। এতদিন দেখেছ মানুষ ভাস্কর, এইবার বাংলার বুকে দেখবে শয়তান ভাস্কর পণ্ডিত। বিষ্ণুপুরের এক প্রান্ত হ'তে কামান দেগে সারা বাংলার প্রান্তান্তরে চলে যাব। এই ধ্বংসের সাক্ষ্য দিতে শুধু নর কঙ্কালের পাহাড় আর গলিত শব পড়ে থাকবে বাংলার পথে ঘাটে, সেই শ্মশানে শৃগাল শকুনীর সঙ্গে জীবন্ত প্রেতের ন্যায় তালে তালে নৃত্য করে ক্ষিপ্ত ভাস্কর বুকফাটা অট্টহাস্যে বাংলার আকাশখানা ফাটিয়ে চৌচির করে দেবে, হাঃ,—হাঃ,—হাঃ।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ

মতিঝিল উদ্যান

মহম্মদীবেগ ও গৌরীর প্রবেশ

মহম্মদী। এস—এস বিবি! ভয় কি, তোমাকে বাংলার ভাবী নবাব সিরাজদ্দৌলা বাহাদুর খাস বেগম করে রাখবেন।

গৌরী। না, না, ও পাপ কথা আমাকে শুনিও না! আমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমাদের নবাব বেগম হবার লোভে ধর্ম্ম দোব না। দয়া করে আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও রাজকর্ম্মচারী।

মহম্মদী। দোব—দোব, আলবৎ পাঠিয়ে দোব। আগে নবাব বাহাদুরের সঙ্গে তোমার মিলমিস হয়ে যাক, তারপর একেবারে নসীব ফিরিয়ে নবাব বেগম সেজে বাপের সঙ্গে দেখা করতে যেও!

গৌরী। ছিঃ ছিঃ—বারবার নিষেধ সত্ত্বেও সেই পাপ কথা আমাকে শোনাচ্ছ!

লুৎফার প্রবেশ

লুৎফা। ঐ পাপ কথা শোনাবার জন্যেই তো ও চাকরীতে বহাল আছে কুমারী!

গৌরী। কে তুমি—কে তুমি বোন? মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায় এই পাপ সংস্পর্শে এ কে?

লুৎফা। আমাকে বোন বলেছ যখন, তখন আর পরিচয়ে কি

প্রয়োজন ভগ্নী ? মনে হচ্ছে বয়সে তুমি আমার ছোট, জেনে রাখ আমি তোমার দিদি।

মহম্মদী। ও সব বোন-দিদি সম্বন্ধ পাতাবার জায়গা এটা নয়, এখন আমার বিশেষ কাজ আছে ! আপাততঃ এখান থেকে চলে গেলে ভারী খুসী হ'ব বিবি সাহেবা!

লুৎফা। তোর খুসী অখুসীতে আমার কিছু যায় আসে না বান্দা !

মহম্মদী। কেয়া ! ম্যায় বান্দা, আউর তুম্—

সিরাজ উপস্থিত হইল

সিরাজ। মেরে খাস্ বাদী হুঁ !

গৌরী ব্যতীত দুইজনে অভিবাদন করিল

এমন খাপসুরৎ বসরাই গুল কোন বাগিচায় ফুটেছিল মহম্মদী ?

লুৎফা। খোদার করুণায়—যে বাগিচার ফুলে শুধু দেবপূজা হয়।

সিরাজ। তুমি জানলে কেমন করে লুৎফা ?

লুৎফা। আমি যে এই নিষ্পাপ অনাঘ্রাত কুসুমটিকে দেখেই চিনেছি।

সিরাজ। এইরকম অনাঘ্রাত কুসুমের মধুপান করতেই তো সিরাজ চায়।

লুৎফা চাইলেই তো পাওয়া যায় না জনাব, স্বয়ং খোদা সে পথে বাধা দেয়।

সিরাজ। খোদার উপর খোদকারী করেন সিরাজের পিয়ারের বাঁদী গরবিনী লুৎফা।

লুৎফা। লুৎফা বাংলার ভাবী নবাবকে পিশাচ দেখতে চায় না ! তাই তার এত মাথা ব্যথা।

সিরাজ। তাই না কি! কিন্তু সিরাজ তো লুৎফাকে এতটা হিতৈষিনী সাজতে বলেনি।

লুৎফা। শাহজাদা!

সিরাজ। সিরাজের ভালবাসা নিয়ে হারেমে বসে থাকা তোমার কর্ত্তব্য লুৎফা, হিরাঝিলে এসে এইসব বাইরের ঝঞ্ঝাটে মাথা না গলানোই ভাল।

লুৎফা। যে পাপকর্ম্মে খোদার অভিশাপ আপনার মাথায় বর্ষিত হবে, লুৎফা জেনে শুনে সেই পাপ পথে আপনাকে যেতে দিতে পারে না?

সিরাজ। পাপ! হাঃ—হাঃ—হাঃ! পাপ। নারী, জগতের শ্রেষ্ঠ ভোগের আধার। সেই নারীকে ইচ্ছামত ভোগ না করাই পাপ?

লুৎফা। নারী, জগতের শ্রেষ্ঠ ভোগের আধার সত্য, কিন্তু এইরূপ নিষ্পাপ অনাঘ্রাত কুসুমগুলিকে একের পর একটি করে আপনি ভোগ ক'রবেন, মধুশূন্য করে পথের ধূলায় ফেলে দেবেন, এটা পাপ নয় শাহজাদা?

মহম্মদী। কিছুমাত্র নয়। আরে মেয়েছেলেরাই তো পুরুষদের ধাপ্পায় ফেলে পাগলা করে তোলে। একটা পুরুষের কাছে নিজেকে ধরা দিয়ে, কিছুদিন পরে আবার অন্য একটা পুরুষ নিয়ে স্ফুর্ত্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়।

লুৎফা। সকলই তোর আমদানী কসবি নয় মহম্মদী! মেয়েদের মধ্যেও দেবী আছে, আবার দানবীও আছে। তুই পিশাচ, তাই দানবী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেছিস্, দেবী চোখে দেখলেও চিনতে পারিস না।

সিরাজ। দেবী চেনবার চোখ মহম্মদীর নেই লুৎফা। কিন্তু শাহাজাদা সিরাজের—

লুৎফা। সে চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে এই মহম্মদীর মত আপনার পা চাটা কুকুরের দল।

মহম্মদী। হুঁশিয়ার! আমি পা চাটা কুকুর?

লুৎফা। আলবৎ! যারা বাংলার ভাবী নবাবকে ভালবাসে, তারা তোর মত পায়ে মাথা ঘষে ঘষে সুন্দরী মেয়ে জুটিয়ে দেয় না বেয়াদপ্!

সিরাজ। সুন্দরী মেয়েও জুটিয়ে আনে শাহজাদা সিরাজের খেয়ালে। এর জন্যে অপরাধী ও নয়, স্বয়ং শাহাজাদা।

লুৎফা। সেই জন্যেই তো লুৎফা আজ প্রতিবন্ধক হয়ে হিরাঝিলে এসে হাজির হয়েছে। এ বাঁদীর বিনীত অনুরোধ, এই দেবতার নিস্মাল্যের মত পবিত্র কুসুমটিকে আর পদ নিস্পেষিত করবেন না শাহাজাদা!

সিরাজ। এই আগুনের ফুল্কি দেখে তোমার ভয় হচ্ছে বোধ হয় লুৎফা, পাছে সিরাজের ভালবাসা বালির বাঁধের মত ধ্বসে যায়?

লুৎফা। লুৎফা ভালবেসেই সুখী হতে শিখেছে শাহাজাদা, ও ভয় তার মনে নেই।

সিরাজ। তাহলে এ অনুরোধ কেন?

লুৎফা। এই পবিত্র কুসুমের মত কুমারী মেয়েটি আমাকে বোন বলেছে, এ আমার ধর্ম্ম ভগ্নী। একে আপনার কামানলে দগ্ধ হতে আমি দেব না।

সিরাজ। লুৎফা!

লুৎফা। আপনি চিরদিনের মত লুৎফাকে দুর্ভাগ্যের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করুন জনাব, একে কলঙ্কিত করবেন না।

মহম্মদী। এই খাপসুরৎ মেয়েটাকে আমি বহুৎ আসরফি খরচ করে এনেছি, একে কলঙ্কিনী করা না করা আমার মর্জ্জি। এর সম্বন্ধে তুমি কথা বলতে এসেছ কেন বলতো?

গৌরী। ইনি যে আমার দিদি, আমার সম্বন্ধে কথা বলবার অধিকার দিদির সম্পূর্ণ আছে!

লুৎফা। অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন, এখন নয়, পরে। তুই বল মহম্মদী, তোর কত আসরফী খরচ হয়েছে।

সিরাজ। ও যদি বলে দশ হাজার আসরফী?

লুৎফা। আজই আমি দিয়ে দেব।

সিরাজ। এত আসরফী তুমি পাবে কোথা?

লুৎফা। আপনার কাছে যে সব হীরে জহরতের গহনা বকশিস পেয়েছি সেগুলি বিক্রী করে এ টাকা দেব।

সিরাজ। লুৎফা!

লুৎফা। হীরের গহনা লুৎফার কাছে বড নয় জনাব, তার কাছে সবার চেয়ে বড নারীধর্ম্ম। আমি গায়ের সমস্ত গহণা বেচে মহম্মদীর আসরফী শোধ করব, তবু এই বালিকার ধর্ম্ম লুণ্ঠিত হতে দেব না।

সিরাজ। চমৎকার! এই তো পরিপূর্ণ নারীত্ব! লুৎফা, লুৎফা, তুমি এই মাটির দুনিয়ার মানবী নও স্নেহের দেবী। সিরাজ শয়তানদের সঙ্গ করে দোজাখের পথে ছুটে চলেছে, তুমি তার হাত ধরে টেনে রেখেছ।

লুৎফা। (বসিয়া) এ বাঁদী আপনার হিতাকাঙ্খিনী জনাব।

সিরাজ। না, না, তুমি বাঁদী নও, বাঁদীরা এমন করে অন্তর দিয়ে প্রভুকে ভালবাসে না লুৎফা। তুমি যে শাহাজাদা সিরাজের পথ প্রদর্শিকা, তার জীবনের রোসনাই, তোমার স্থান পায়ের নীচে নয়, এই মরুময় বক্ষে।

তুলিয়া বক্ষে ধরিতে উদ্যত হইলে লুৎফা পিছাইয়া গেল

লুৎফা। এতখানি সৌভাগ্য লুৎফার নয় জনাব, সে এই পায়ে ঠাঁই পেয়েই ধন্যা হ'তে চায়।

মহম্মদী। তাহলে এই খাপসুরৎ হিন্দু মেয়েটা—

সিরাজ। আজ থেকে লুৎফার ধর্ম্মভগ্নী হিসেবে, আমার হারেমেই থাকবে মহম্মদী!

মহম্মদী। ভুল করছেন জনাব! এ মেয়েটাকে ধরে এনেছি শুধু আপনার খেয়াল মেটাতে নয়, প্রতিশোধ নিতে। একে কলঙ্কিনী করে তাড়িয়ে দিলে, মারাঠা সর্দ্দার ক্ষেপে পালিয়ে যাবে, এ তারই মেয়ে।

সিরাজ। তাহলেও এ লুৎফার ধর্ম্মভগ্নী।

মহম্মদী। কাফের মারাঠা দস্যুর মেয়েকে—

সিরাজ। যোগ্য মর্য্যাদায় হারেমে রেখে দেব!

গৌরী। না, না, আমি হারেমে যাব না। আমার বাবা আমার জন্যে বোধ হয় এতক্ষণ পাগল হয়ে গেছেন, আমাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন শাহাজাদা!

সিরাজ। তা কি পারি? মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত এসেছে বাংলা লুণ্ঠন করতে; সুতরাং তোমাকে হারেমে রেখে তার কাছে সংবাদ দিলে নিশ্চয় সে ফিরে যেতে চাইবে। তখন সদলে সে বাংলা ছেড়ে চলে যাবে, আর কখনো লুণ্ঠন করতে আসবে না, এই সর্ত্তে সন্ধি চুক্তি করিয়ে তবে তোমাকে ছেড়ে দেবো।

গৌরী। এই সর্ত্তে বাবা যদি সন্ধি করতে না চান?

সিরাজ। তাহলে আজীবন তোমাকে সিরাজের হারেমে বন্দী থাকতে হবে।

গৌরী। (চমকিত হইয়া) শাহাজাদা!

সিরাজ। ভয় নেই, ভয় নেই মারাঠা কন্যা! উপযুক্ত হিন্দু পাত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে যৌতুক স্বরূপ একটা রাজ্য তোমার স্বামীকে দান করব।

লুৎফা। তাহলে আমার ধর্ম্মভগ্নী—

সিরাজ। হিন্দু দাসদাসীর তত্ত্বাবধানে হারেমে থাকবে, শাহাজাদা সিরাজের ভগ্নীর অধিকার নিয়ে।

গৌরী। শাহাজাদা!

সিরাজ। না, না, আমি শাহাজাদা নই, তোমার কাছে ভাই ভাই, স্নেহময় ভাই।

গৌরী। ভাই—ভাই!

সিরাজ। যাও বহিন্ লুৎফার সঙ্গে হারেমে। বাংলার ভাবী নবাব চিরদিন তোমাকে ভগ্নীর মত ভালবাসবে।

[লুৎফাসহ গৌরীর প্রস্থান

মহম্মদী। কাফের ভাস্কর পণ্ডিতের মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিলেন জনাব?

সিরাজ। বাঁধবার মত ক্ষমতা থাকলে ছেড়ে দিতাম না। সিরাজ সুন্দরী মেয়েদের ভোগ উপভোগ করে, আবার দেবীর পায়ে সেলামও করে।

[প্রস্থান

মহম্মদী। বটে! এ সাধুতা তোমার বেশীদিন টিক্‌তে দোব না দাম্ভিক শাহাজাদা! যে দুর্নামে বাংলা ছেয়ে গেছে, সেই দুর্নাম চিরস্থায়ী রাখতে দিনের পর দিন এমনি করে আমি হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির সুন্দরী বৌঝিদের ধরে এনে এই হিরাঝিলে রাখব। দেখি কতদিন তুমি এমনি ভাল মানুষ থাক!

[প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য

বিষ্ণুপুরের রাজপথ

দূরে ঘন ঘন কামানধ্বনি হইতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে হর হর শঙ্কর
ও মদনমোহন জিউর জয়ধ্বনি শোনা যাইতেছিল,
গোলন্দাজ বেশে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ

ভাস্কর। চালাও কামান, চালাও ধ্বংস লীলা, বিষ্ণুপুরের বুকে হত্যার রাবণ প্রবাহ বইয়ে দাও, বাংলার ভাস্কর পণ্ডিত যে রক্ত বিসর্জ্জন দিয়েছে তার কঠিন মূল্য আদায় করে নাও!

এমন সময় কামানধ্বনি ও আর্ত্তনাদ উঠিল

হাঃ—হাঃ—হাঃ চমৎকার! এ ধ্বংসলীলার শেষে অবশিষ্ট থাকবে কয়েক মুষ্টি ভস্ম।

চঞ্চলকুমারের প্রবেশ

চঞ্চল। এই ধ্বংসলীলার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিতও ধ্বংস হয়ে যাবে।

অস্ত্র উত্তোলন

ভাস্কর। কে—কে তুই বালক—জীবন্ত শয়তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে দাঁড়িয়েছিস?

চঞ্চল। আমি বাংলার দুরন্ত ছেলে চঞ্চল কুমার।

ভাস্কর। বাংলার দুরন্ত ছেলেরাই আমার এ ধ্বংস যজ্ঞের উপযুক্ত সমীধ। যুদ্ধ কর বালক, ভাস্কর পণ্ডিত যে পৃথিবীর লৌহমানব, তার পরিচয় নিয়ে দেশের মাটিতে অনন্ত বিশ্রাম শয্যা রচনা কর।

আক্রমণ করিতে গিয়া অস্ত্র নামাইল

বালক, বালক, তোর কচি মুখখানা দেখে শয়তানি মন্ত্রে দীক্ষিত ভাস্করের মন থেকে ক্ষণেকের জন্য শয়তানটা সরে গেছে। পালা; পালা, ওরে দুরন্ত ছেলে, পালিয়ে যা তোর জননীর অঞ্চল ছায়ায়।

চঞ্চল। বাংলার দুরন্ত ছেলেরা তোমার এই ধ্বংস যজ্ঞের প্রতিরোধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে আসবে বলেই তাদের জননীকে বিদায় প্রণাম দিয়ে এসেছে। অস্ত্র তোল পিশাচ মারাঠা সর্দার! বাঙালীর ছেলে এই চঞ্চল কুমার তোমাকে বুঝিয়ে দেবে, যে এদেশের মাটিতে বীর যোদ্ধারাই জন্মগ্রহণ করে!

ভাস্কর। তবে তাই হোক। মরণ তোর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে, তাই ভাস্করের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিস।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

দ্রুতপদে গীতকণ্ঠে ফকির সাহেবের প্রবেশ

ফকির। গীত

(ওরে) মরণ এসেছে বরণ নিতে
আয় ছুটে আয় বাংলার ছেলে।
তোরা আগুয়ান হ' কামানের মুখে
জীবনের মায়া পিছনে ফেলে॥
বিদেশী মারাঠা দানব আচারে
সোনার বাংলা দেয় ছারে খারে।
এখনো যদি রে না দাঁড়াস ফিরে
স্বাধীন তপন ডুবিবে অচলে॥

গানের সঙ্গে সঙ্গে কামানধ্বনি সমভাবে চলিবে, কোলাহলও বৃদ্ধি পাইবে।

গান সমাপ্তে দ্রুতপদে মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। হাঃ, হাঃ, হাঃ, চমৎকার ধ্বংসলীলা চলেছে। বাংলার বাঙালীরা যে পাপ করেছে, জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করুক।

ফকির। বাংলার বাঙালীরা এমন কি পাপ করেছে মা, যার জন্য তুমি বাঙালীর মেয়ে হয়েও এই ধ্বংসলীলা দেখে আনন্দ করছ ?

মাধুরী। আনন্দ করব না? বাংলার মেয়ে আমি, অন্তর দিয়ে বাঙালীদের হিতকামনা করতুম, কিন্তু তার বিনিময়ে তাদের কাছে কি পেয়েছি জানেন ফকির সাহেব ?

ফকির। কি মা ?

মাধুরী। ঘৃণার কশাঘাত। আমার গ্রামবাসীরা আমাকে মাত্র একটা মারাঠা সৈন্যের হাত থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি ; মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতের অনুকম্পায় আমার নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা হয়েছিল।

ফকির। তা বেশ তো মা ; কিন্তু সেই উপকারের কৃতজ্ঞতা দেখাতে বাংলা দেশটা ভাস্কর পণ্ডিত ধ্বংস করছে দেখে তোমার উল্লাস প্রকাশ করা উচিত নয়।

মাধুরী। সে জন্যও আমি উল্লাস প্রকাশ করছি না ফকির সাহেব।

ফকির। তবে মা ?

মাধুরী। মারাঠা সর্দার নিজে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের কাছে অপরাধ স্বীকার করে আমার চরিত্রের শুদ্ধতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু স্বার্থপর গ্রামবাসীরা তা মানতে চায়নি, আমাকে কলঙ্কিনী বলে সমাজবর্জ্জিতা করেছে। তারা আমাকে শিয়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু দয়ালু মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত কন্যাস্নেহে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

ফকির। ও, তাই তুমি বাঙালীদের এই শোচনীয় মৃত্যু দেখে উল্লাস প্রকাশ করছ ?

মাধুরী। উল্লাস করব না ? বাঙালীরা ঘরের মেয়েদের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে না, অথচ শিয়াল কুকুরের মত ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে

পারে। দেখব এবার বাঙালীদের স্বার্থপর হিন্দুসমাজ কেমন ক'রে শুদ্ধতা রক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখব এবার এদের ঘরের মেয়েদের মর্য্যাদা কেমন করে এরা রক্ষা করে, দেখব এবার—জাগ্রত মৃত্যুর গ্রাস হ'তে কি করে এরা অব্যাহতি পায়?

ফকির। মা—মা, একি মূর্ত্তি তোমার!

মাধুরী। প্রতিহিংসাপরায়ণা চামুণ্ডা মূর্ত্তি। বিনাদোষে আমি সমাজে পতিতা প্রতিপন্ন হয়েছি, দয়ালু মারাঠা সর্দ্দারের নিরপরাধিনী কন্যা গৌরীকে বাংলার নবাব অপহরণ করিয়েছে—

ফকির। মা—মা!

মাধুরী। আমরা পিতাপুত্রীতে তার চরম প্রতিশোধ নোব।

ফকির। ক্ষান্ত হ' মা, ক্ষান্ত হ'! আমি তোকে বাঙালী হিন্দুদের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করব। আর মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যা অপহৃতা সত্য, কিন্তু সে শাহাজাদা সিরাজের ভগ্নীর মর্য্যাদা নিয়ে নবাব হারেমে আছে।

মাধুরী। এঁ্যা! একি সত্য?

ফকির। সত্য মা, সত্য। চল—আমি নিজে গিয়ে তাকে তোর হাতে তুলে দিচ্ছি।

মাধুরী। গৌরীকে তাহলে—

ফকির। শাহাজাদা সিরাজ তাকে ভগ্নী সম্বোধন ক'রে হারেমে রেখে দিয়েছে মা।

মাধুরী। তবে এই মুহূর্ত্তে চলুন ফকির সাহেব, গৌরীকে ফিরিয়ে আনতে পারলেই মারাঠা সর্দ্দার এই ধ্বংসলীলা বন্ধ করবেন।

ফকির। তবে শীঘ্র চলে আয় মা!

[উভয়ের প্রস্থান

বীরমল্লের প্রবেশ

বীরমল্ল। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। যদি দাবীর অর্থ দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্তুষ্ট করতুম, তাহলে আমার সাধের বিষ্ণুপুর ধ্বংস হোত না। মদনমোহন, মদনমোহন, আমার কোন পাপে তোমার রাজ্যে নররক্তের স্রোত বহালে, প্রভু ?

আহতাবস্থায় টলিতে টলিতে চঞ্চল কুমারের প্রবেশ

চঞ্চল। তোমার কোন পাপে নয় দাদু, সব পাপ আমার।

বীরমল্ল। একি ! চঞ্চল !

চঞ্চল। মৃত্যু নিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি দাদু !

বীরমল্ল। চঞ্চল, চঞ্চল, এ সর্ব্বনাশ কেন করলি ভাই ? কেন প্রাসাদ ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলি ?

চঞ্চল। ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে কেমন করে এসময়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘরের কোনে বসে থাকি দাদু ? আমার জন্মভূমির বুকটা দলে দলে সমভূমি ক'রে, বাঙালী ভাইদের বক্ষরক্তে প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে, মাতৃজাতির মর্য্যাদা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে, এ দেখে আমার বুকের রক্ত গরম হয়ে যদি মাথায় না ওঠে, তাহলে আমি তো ক্লীব।

বীরমল্ল। সব বুঝি রে দাদু, সব বুঝি। কিন্তু তোকে মরণের কোলে তুলে দিতে হবে এযে আমি ভাবতেও পারিনি। না, না, আমি তোকে ছেড়ে একদিনও বাঁচব না ! দাঁড়া—দাঁড়া ভাই, তোরই সামনে আমি আত্মহত্যা করে আগে মরি, তারপর তুই চলে যাস।

আত্মহত্যায় উদ্যত

চঞ্চল। ছিঃ দাদু, আত্মহত্যা মহাপাপ এও কি তোমার মত সর্ব্ব-বিদ্যায় সুপণ্ডিত রাজাকে বলে দিতে হবে ? আমার জন্য কেঁদনা ! আমার মাকে ব'লো, বাংলা আমার জন্মভূমি, আমি আমার বাঙালী ভাইদের, বাংলার মা ভগ্নীদের রক্ষায় সম্মুখ যুদ্ধে মরেছি।

বীরমল্ল। মরবি? তুই মরবি? না, না, তোকে মরতে দেব না। আমি মৃত্যুদেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করব।

চঞ্চল। দাদু—দাদু!

বীরমল্ল। আয় ভাই, আয়। তোকে মদনমোহনের পায়ের তলায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দোব, যদি তিনি জাগ্রত হন, তাহলে মরণদেবতা তোর কেশও স্পর্শ করতে পারবে না।

চঞ্চল। না, না, আমার জীবনের জন্য মদনমোহনের পায়ে কোন কামনা জানবার প্রয়োজন নেই দাদু। শুধু কামনা জানাও, তোমার সাধের বিষ্ণুপুরের জন্য :

বীরমল্ল। চঞ্চল! চঞ্চল।

চঞ্চল। মদনমোহন, মদনমোহন, তুমি যদি জাগ্রত হও, তাহলে আমার জন্মভূমির রক্ষায় ভৈরব গর্জ্জনে নেমে এসে মারাঠাদের ধ্বংস করে দেব।

বীরমল্লের দেহের উপর ভর দিয়া প্রস্থান। চারিদিকে আলোড়নের সৃষ্টি হইল।

দ্রুতপদে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ

ভাস্কর। একি—একি—ভূমিকম্প হচ্ছে? না ক্ষিপ্ত ভাস্করপণ্ডিতের ধ্বংসলীলা দেখে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল কাঁপছে? ঐ যে—ঐ যে আকাশ হ'তে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে! ঐ যে ঘন ঘন বজ্রনিনাদ! ঐ যে প্রলয়ের ভৈরব গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে।

দ্রুত তানাজীর প্রবেশ

তানাজী। ও প্রলয়ের ভৈরব গর্জ্জন নয় পণ্ডিতজী! মদনমোহনের মন্দিরে লুকিয়ে থেকে কারা যেন অবিরাম কামান ছুঁড়ছে।

ভাস্কর। কি! মদনমোহনের মন্দির ব'লে আমরা ওর পাশেও যাইনি। আর মহাপাপী রাজা বীরমল্ল দেবমন্দিরে লুকিয়ে থেকে অবিরাম কামান ছুঁড়ছে?

তানাজী। হ্যাঁ পণ্ডিতজী? অবিরাম গোলাবর্ষণ ক'রে আমাদের লুণ্ঠনরত মারাঠা ভাইদের নিশ্চিহ্ন করছে, এইবার কামানের গোলা ধীরে ধীরে অশ্বারোহী সৈন্যদের উপর বর্ষিত হ'চ্ছে। উপায় করুন পণ্ডিতজী, শীঘ্র বাঁচবার উপায় করুন, নইলে আজই আপনার বিরাট মারাঠা বাহিনী এখনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ভাস্কর। কোন চিন্তা নেই তানাজী! মদনমোহনের মন্দিরের দিকে কামানগুলোর মুখ ঘুরিয়ে দাও, চল আমি নিজে কামান দেগে মন্দির সহ মদনমোহনকে উড়িয়ে দোব।

দলমাদল কামান বগলে স্বরূপে মদনমোহনের প্রবেশ

মদনমোহন। তার পূর্ব্বে দলমাদ্দলের গোলায় তুই উড়ে যাবি শয়তান মারাঠা সর্দ্দার।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ তেজে গোলাবর্ষণের শব্দ ও আলোড়ন হইতে লাগিল

তানাজী। ওঃ! পণ্ডিতজী, পণ্ডিতজী, জ্বলে গেলুম; পুড়ে গেলুম! কে কোথায় আছ রক্ষা কর, রক্ষা কর।

[দ্রুত পলায়ন

ভাস্কর। কে তুমি? কে তুমি বিরাট পুরুষ? তোমার দুই কক্ষে দুইটি লৌহনির্ম্মিত কামান! চক্ষু হতে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, বদন বিবরে অষ্টাদশ ভুবনের আগম নিগম! বল, বল তুমি কে?

মদনমোহন। আমি বিষ্ণুপুর রাজার মদনমোহন।

ভাস্কর। মদনমোহন! মদনমোহন! ক্ষমা কর! ক্ষমা কর দেব! তোমার রাজ্য ধ্বংস ক'রে যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমার মারাঠা ভাইদের বাঁচবার অবসর দাও প্রভু! এই মুহূর্ত্তে আমি সকলকে নিয়ে বিষ্ণুপুর ছেড়ে চল্লুম। জীবনে আর এ মাটিতে পা দেব না।

[প্রস্থান

মদনমোহন। বর্গীর অত্যাচার বন্ধ হ'ল। ভক্ত রাজা, তোমার আদরের নাতিকে আমি নিয়েছি, বিনিময়ে তোমার বিষ্ণুপুরকে করলুম নিরাপদ।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ

গৌরী ও মোহনলালের প্রবেশ

গৌরী। আর কতদিন আমাকে এইভাবে নবাব প্রাসাদে আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে হবে বাঙালী বীর ?

মোহন। যতদিন না মারাঠা সর্দ্দার নবাব সরকারের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করেন।

গৌরী। মনে হয়, বাবা নবাব সরকারে সন্ধি প্রার্থনা করবেন না।

মোহন। তাহলে আপনিও মুক্তি পাবেন না।

গৌরী। এটা তাহলে আমার উপর জুলুম করা হচ্ছে।

মোহন। জুলুম নয়, এ আপনার ধর্ম্মভাই শাহাজাদা সিরাজের দাবী।

গৌরী। আজীবন পিতার স্নেহাশ্রয় থেকে বঞ্চিত ক'রে ভায়ের দাবী পূরণ ?

মোহন। মেয়েদের তো পিতৃস্নেহাশ্রয় ত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত আশ্রয়কেই আঁকড়ে ধরতে হয় ভাস্করকন্যা!

গৌরী। তা ধরতে হয় সত্য, কিন্তু গৌরীবাঈ তা ধরবে না।

মোহন। একথা সব মেয়েরাই বলে বটে, কিন্তু বিবাহের পর কিছুদিন শ্বশুরালয়ে বাস ক'রে এলেই স্বামীকে তারা সবচেয়ে আপনার ভাবে, তার গৃহই পরম নির্ভরশীল আশ্রয় বলে।

গৌরী। বাঙালীদের মেয়েরা দুর্ব্বল হৃদয়া, তাই স্বামীকে জীবনের ধ্রুবতারা ভাবতে চায়। কিন্তু মারাঠা মেয়েরা –

মোহন। এমনি পাষাণ হৃদয়া তারা যে, স্বামী বলে কেউ আছে তা স্বীকারই করতে চায় না।

গৌরী। না, না, তা স্বীকার করবে না কেন! যারা বিবাহিতা —

মোহন। তারা চিরদিন এক পথ ধরেই চলবে মারাঠা দুলালী। স্বামী সোহাগে গরবিনী স্ত্রীলোক মাত্রেই, এর বাঙালী, মারাঠা, পারসী, আরবী বলে কিছু নেই। আমারও একটা বোন ছিল, তাকে আমি প্রাণের চেয়েও প্রিয় জ্ঞান করতুম! যদি সে থাকত, তাহলে বুকে পাষাণ বেঁধে তাকেও পরের ঘরে পাঠাতে হত।

গৌরী। সে বোন বোধ হয় মরে গেছে?

মোহন। এঁ্যা! মরে গেছে? হ্যাঁ, তা মরে গেছে বৈ কি। মরে না গেলেও—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মরে গেছে, মরে গেছে, তার সোনার অঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

গৌরী। বাঙালী বীর!

মোহন। আশা ছিল মনে, শক্তিমান, কর্ম্মঠ, সুন্দর পাত্র দেখে আমার যথাসর্ব্বস্ব যৌতুক দিয়ে তার বিবাহ দেব, তারপর দেশ-সেবা ব্রত নিয়ে আমি কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। কিন্তু হল না, হল না, নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা বাধ সাধলেন, তাঁকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিলেন।

গৌরী। আহা! এমন স্নেহময় ভায়ের বুক থেকে বোনকে চিরদিনের মত নিষ্ঠুর দেবতা কেড়ে নিলেন!

মোহন। আমি এর প্রতিশোধ নোব, চরম প্রতিশোধ নোব। যারা আমার স্নেহের ভগিনীকে কেড়ে নিয়ে গেছে, তাদের বুকে আমি শেলাঘাত করব। না, না, মনে কোন দ্বিধা আনব না, আমার বোনকে যেমন তারা নির্যাতন করতে করতে যমের মুখে তুলে দিয়েছে, আমিও তেমনি তাদের মেয়েকে—

গৌরী। বাঙালীবীর, বাঙালীবীর, একি মূর্ত্তি তোমার!

মোহন। প্রতিহিংসাপরায়ণ শয়তানের মূর্ত্তি। সরে যান, সরে যান মারাঠা দুহিতা, যত আপনাকে দেখছি ততই বুকের রক্তটা উত্তপ্ত হয়ে মাথায় উঠতে চাইছে। যান—যান—হারেমে যান।

গৌরী। বাঙালীবীর।

মোহন। যান শীঘ্র চলে যান।

[গৌরীর প্রস্থান

ওঃ! বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ, আমার স্মৃতিশক্তি লোপ করে দাও প্রভু! নইলে হয়তো নারীহত্যা পাপে লিপ্ত হব!

মাধুরী। (নেপথ্যে) কোন দিকে হারেমের পথ বান্দা?

মোহন। একি! কে—কে কথা বল্লে? কার কণ্ঠস্বর? বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ, তোমার অপরিসীম করুণায় তবে কি—না, না, সে মরে গেছে, মরে গেছে, তার দেহ পঞ্চভূতে মিশে গেছে!

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। কে এখানে দাঁড়িয়ে আছ? আমি হারেমে যাব, দয়া করে হারেমের পথটা—

মোহনলাল ফিরিল

একি—একি, দা—দা তু—মি?

মোহন। একি—একি, আমি জেগে আছি, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি।

মাধুরী। স্বপ্ন নয় দাদা, স্বপ্ন নয়, সত্যই তোমার অভাগিনী বোন মাধুরী!

পদতলে পতন

মোহন। মাধুরী—মাধুরী!

দুইপদ পিছাইয়া আসিয়া

সরে যা, সরে যা, আর তোকে আমার স্নেহদুর্গে প্রবেশ করতে দিতে পারি না।

মাধুরী। দাদা—দাদা!

মোহন। কেন আমার সন্ধান ক'রে এলি পোড়ারমুখী? গঙ্গার জলে ডুবে মরতে পারলি না?

মাধুরী। গঙ্গার জলে ডুবে মরব কেন বীরপুরুষ? মারাঠা দস্যুতে আমাকে অপহরণ করেছিল ব'লে? কিন্তু সে অপরাধ কি আমার?

মোহন। নবাব প্রাসাদে এসে কর্ম্মের মাঝে ডুবে সব ভুলতে চেয়েছি, তুই এখানে এসেছিস্ আমার মনের আগুনটা দ্বিগুণ জ্বালিযে দিতে! চলে যা, চলে যা, পোড়ারমুখী, ও কলঙ্কিত মুখ আর জনসমাজে দেখাস্ না!

মাধুরী। বটে! এত শিক্ষাদীক্ষা লাভ ক'রে শেষে তোমারও মুখে ঐ কথা? বিদেশী মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত আমাকে কন্যাস্নেহে আশ্রয় দিতে পেরেছেন, আর তোমার একই শোনিতে গড়া ভগ্নী আমি, আমাকে আশ্রয় তো দিতে পারবেই না, উল্টে মরতে বলছ!

মোহন। তোর মরণই মঙ্গল পোড়ারমুখী, মরণই মঙ্গল! নারীত্ব যায় পথের ধুলোয় লুণ্ঠিত—

মাধুরী। স্তব্ধ হও নীচভাবি! আমার নারীত্ব সূর্য্যের মত সুউজ্জ্বল, দেবনির্ম্মাল্যের মত পবিত্র।

মোহন। মাধুরি!

মাধুরী। দেবতার মত উদার মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত আমাকে সেই লম্পট মারাঠার কবল হতে উদ্ধার ক'রে বীরগ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীরা বিশ্বাস না ক'রে আমাকে কলঙ্কিনী বলে বর্জ্জন করেছে। দেখব এইবার তোমাদের এই সংস্কার কেমন করে সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করে। দেখব এইবার বাংলার বাঙালীরা কি শক্তিতে তাদের মর্য্যাদা রক্ষা করে, দেখব এইবার প্রবল মহারাষ্ট্র অভিযানের মুখে কে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় ?

মোহন। কেউ না দাঁড়ালেও আমি দাঁড়াব পাপিনি। স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গারণ করে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্ ·কাল নাগিনি ! চলে যা, এখনি চলে যা, নইলে পদাঘাতে তোকে বধ করব।

মাধুরী। সাবধান, আমিও প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

পিস্তল দেখাইয়া

সরে যাও, আমাকে হারেমে গিয়ে মারাঠা সর্দ্দারের কন্যা গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে দাও, নইলে পিস্তল চালিয়ে পথের বাধা দূর করব।

মোহন। তাই কর শয়তানি ! তাই কর, আমাকে বধ ক'রে তোর পৈশাচিক প্রবৃত্তিটা চরিতার্থ কর।

মাধুরী। এখনো বলছি সরে যাও, আমাকে হারেমে যেতে দাও !

মোহন। কখনই নয় ! যে শাহাজাদা সিরাজের করুণায় আমি সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর হুকুম না পেলে আমি তোকে হারেমে যেতে দিতে পারব না।

লুৎফার প্রবেশ

লুৎফা। আর আমি যদি একে জোর করে হারেমে নিয়ে যেতে চাই মোহনলাল ?

মোহন। তাহলে কর্ত্তব্যবোধে মোহনলাল আপনারও পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে।

লুৎফা। আমার পথরোধ করে দাঁড়াতে সাহস কর ?

মোহন। নিশ্চয় কর্ত্তব্যের অনুরোধে মোহনলাল যমেরও পথরোধ করতে পারে।

মাধুরী। তবে তাই কর শাহাজাদার গোলাম। পার যদি যমের পথরোধ কর।

পিস্তল তুলিল

সিরাজের প্রবেশ

সিরাজ। যমের পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে বাংলার ভাবী নবাব।

মোহন। মারাঠা সর্দ্দারের গুপ্তচর এই নারী, একে বন্দী করতে আদেশ দিন জনাব, একে বন্দী করতে আদেশ দিন।

লুৎফা। কার সাধ্য আমার আশ্বাসে আশ্বাসিত এই নারীকে বন্দী করে ?

সিরাজ। লুৎফা !

লুৎফা। আমার পিতৃগৃহে গিয়ে এই নারী ওর উদ্দেশ্য জানিয়েছে জনাব, আমি ওকে আশ্বাস দিয়েছি।

সিরাজ। তাই নাকি। কি উদ্দেশ্য ওর ?

লুৎফা। মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যা গৌরীবাঈয়ের মুক্তি—

সিরাজ। অসম্ভব। ভাস্কর পণ্ডিত নিজে এসে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না করলে, তার কন্যার মুক্তি নেই।

মাধুরী। কি সর্ত্তে সন্ধি চান শাহাজাদা ?

সিরাজ। জীবনে আর সে বাংলায় এসে লুণ্ঠন করবে না, এই সর্ত্তে সন্ধি করতে হবে।

গৌরীর পুনঃ প্রবেশ

গৌরী। এই সর্ত্তে আমার বাবা সন্ধি করতে পারেন না শাহাজাদা !

মাধুরী। গৌরী—গৌরী—

গৌরী। দিদি—দিদি।

উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইতে গেল

মোহন। (মধ্যে বাধা দিয়া) সাবধান। শত্রুর চর যে নারী, তার কাছে আপনার যাওয়া চলবে না মারাঠা দুহিতা।

লুৎফা। এতখানি নিষ্ঠুরতা সহ্যেরও অতীত।

সিরাজ। অসহ্য হয় হারেমে চলে যাও।

লুৎফা। না, না, তা হবে না। আমি এখনি মারাঠা বালিকাকে এই নারীর হাতে তুলে দোব

সিরাজ। তাহলে তোমাকেও শাস্তি নিতে হবে।

লুৎফা। অম্লানবদনে নেব জনাব। আমার শাস্তির বিনিময়ে যদি এই বালিকা ওর হারাণো পিতৃস্নেহাশ্রয় আবার ফিরে পায়, তাহলে আমি হাসিমুখে আপনার দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নেব।

গৌরী। না, না, স্নেহময়ী আমার মুক্তির জন্য তোমাকে শাস্তি নিতে হবে না। যাও দিদি, বাবাকে ব'লো তাঁর গৌরী বাংলার ভাবী নবাবের ভগ্নীর স্থান অধিকার ক'রে পরম যত্নে আছে। যদি তাতেও মনে শান্তি না আসে, বলো তাঁর জীবনের ব্রত বিসর্জ্জন দিয়ে বাংলার নবাব সরকারে সন্ধি চুক্তি ক'রে আমাকে নিয়ে যেতে।

মাধুরী। সে অবসর নেই গৌরী তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে আমার মুখ থাকবে না।

মোহন। ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে এখন তুমি কারাগারে চল নারি!

ফকির সাহেবের প্রবেশ

ফকির। এই নারীকে কারাগারে দেবার মত শক্তি তুমি সঞ্চয় করেছ বীর?

মোহন। নিশ্চয়! মোহনলাল শাহাজাদা সিরাজের কল্যাণে হাসতে হাসতে নিজের জীবনটাও দিতে পারে।

সিরাজ। তাই শাহাজাদা সিরাজ তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে মোহনলাল।

ফকির। তার চেয়েও বাংলা মাকে বেশী ভালবাসে সিরাজ!

সিরাজ। বাংলা মা আমার বেহেস্তের দেবী, তার বুকে যারা বাস করে, সেই সাতকোটী বাঙালী আমার ভাই।

ফকির। তাই যদি মনে ভাব, তাহলে আর কোন আপত্তি করো না শাহাজাদা, এখনি মারাঠা বালিকাকে মুক্তি দাও।

সিরাজ। কি বলছেন হজরৎ?

ফকির। যা করা উচিত তাই বলছি। মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত বাংলায় এসে মাত্র কিছুটা লুণ্ঠন করেছিল, কিন্তু যেদিন থেকে তার কন্যা অপহৃতা হয়ে মুর্শিদাবাদে আনিত হয়েছে, সেই দিন থেকেই সে বাংলা ধ্বংসের ব্রত নিয়ে বিষ্ণুপুরের বুকে বেপরোয়া নারীধর্ষণ ও হত্যালীলা চালাচ্ছে।

সিরাজ। সে কি! এ সংবাদ—

ফকির। নবাব দরবারে পৌঁছেছিল, কিন্তু কোন এক শয়তান কর্ম্মচারী চেপে রেখেছে।

সিরাজ। কে সেই শয়তান কর্ম্মচারী? আপনি বলুন ফকির সাহেব, আমি এখনি তাকে কোতল করবার হুকুম দোব।

ফকির। এখন মাথা ঠাণ্ডা কর সিরাজ। আপাততঃ এই মারাঠা বালিকাকে ছেড়ে দাও, তাহলে ভাস্কর পণ্ডিত ধ্বংসলীলা বন্ধ করবে।

[প্রস্থান

লুৎফা। এই মারাঠা বালিকাকে মুক্তি দিন জনাব, নইলে আপনার সাধের বাংলা শ্মশান হবে।

সিরাজ। তুমি কি বল মোহনলাল ?

মোহন। আমাকে হুকুম করুন জনাব! যে পিশাচ আমার জন্মভূমি বাংলার বুকে নারীধর্ষণ আর হত্যালীলা চালাচ্ছে, নবাবী ফৌজ নিয়ে আমি তার বিরুদ্ধে অভিযান করি।

মীর্জ্জাফর সহ আলিবর্দ্দীর প্রবেশ

আলিবর্দ্দী। তোমাকে অভিযান করতে হবে না মোহনলাল। সেনাপতি রায়দুর্লভ, মুস্তাফা খাঁ আর ইয়ারলতিফকে নিয়ে আমি নিজেই তার বিরুদ্ধে ফৌজ চালনা করব।

সিরাজ। দাদুসাহেব!

আলিবর্দ্দী। বিষ্ণুপুর ধ্বংস ক'রে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে নদীয়ার বুকে অত্যাচার করছে সিরাজ, তাই আমি কাটোয়ায় ছাউনি ফেলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব।

মোহন। এ গোলামও আপনার সঙ্গী হতে চায় জাঁহাপনা!

আলিবর্দ্দী। না, না, তোমার যাওয়া হ'তে পারে না। তুমি সিরাজের দেহরক্ষী, তোমাকে রেখে গেলে আমি নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে পারব।

মীর্জ্জাফর। একথা আমিও বলি! মোহনলাল শাহাজাদাকে লৌহবর্ম্মের ন্যায় ঘিরে সদা সর্ব্বদা কাছে কাছেই থাকে। আর শাহাজাদাও—

সিরাজ। মোহনলালকে একদণ্ড কাছ ছাড়া করেন না! বাংলার ভাবী নবাবের ভাগ্যাকাশ ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে খাঁসাহেব, তাই রমজানের চাঁদকে সে আঁকড়ে ধরে আছে।

আলিবর্দ্দী। তুই কি বলছিস্ সিরাজ ?

সিরাজ। ও কিছু নয় দাদু সাহেব, ছেলেমানুষের খেয়াল।

আলিবর্দ্দী। তাহলে আমি এখনি যাত্রা করব মির্জ্জাফর খাঁ, চল বাহিনী প্রস্তুত করে দেবে।

মীর্জ্জাফর। বাহিনী প্রস্তুত জাঁহাপনা।

আলিবর্দ্দী। আমি তোমার উপর মুর্শিদাবাদ আর আমার কলিজার কলিজা সিরাজের সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলেছি ভাই, যেন কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'রো না।

মীর্জ্জাফর। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান জনাব, এই মীর্জ্জাফর যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ আপনার মুর্শিদাবাদ আর আদরের দৌহিত্র শাহাজাদা সিরাজ নিরাপদ।

আলিবর্দ্দী। আঃ, বড় শান্তি পেলুম। তাহলে আমি আর বিলম্ব করব না, এখনি যাত্রা করতে হবে। আয় ভাই সিরাজ, আমাকে তোরণ দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবি।

[প্রস্থান

সিরাজ। আপনি যান দাদুসাহেব, আমি যাচ্ছি।

মোহন। স্বয়ং নবাব বাহাদুর যখন মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন—

সিরাজ। তখন এই চর মেয়েটাকে আর আমার বহিন গৌরীবাঈকে ছেড়ে না দেওয়াই ভাল!

মীর্জ্জাফর। সে কি! এ মেয়েটা চর?

সিরাজ। হ্যাঁ খাঁ সাহেব, ভাস্কর পণ্ডিতের গুপ্তচর।

মীর্জ্জাফর। তাহলে একে—

সিরাজ। ছেড়ে দোব।

মীর্জ্জাফর। শাহাজাদা!

সিরাজ। শুধু একেই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যা এই গৌরীবাঈকেও ছেড়ে দোব।

লুৎফা। তাহলে বাঁদী লুৎফাও আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে জনাব!

সিরাজ। সিরাজ লুৎফার কাছে কৃতজ্ঞতা চায় না, চায় তার ভালবাসা।

গৌরী। এমন দেবীর ভালবাসা পাবার উপযুক্ত পাত্র আপনিই ভাই।

সিরাজ। শুধু লুৎফারই নয়, সিরাজ পেতে চেয়েছিল তোমার মত বহিনের সুবিমল স্নেহ, কিন্তু খোদা তা পেতে দিলেন না। যাও বহিন, নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও ঐ বাঙালী মেয়েটার সঙ্গে। মোহন-লাল যখন ওকে স্বীকার করতে পারছে না, তখন তোমরা ওকে আশ্রয় দিও।

মোহন। (সাশ্চর্য্যে) শাহাজাদা!

সিরাজ। তোমার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ বীরের কাছে এ নীচতা আমি আশা করিনি বন্ধু!

মোহন। তাহলে মাধুরী যে আমার বোন—

সিরাজ। তা আমি দূর থেকে শুনেছি। বাংলার মাটিতে তোমাদের মত ভাইবোন দুর্লভ। যেমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তোমার, তেমনি তোমার বহিনের। দুর্য্যোগপূর্ণ বাংলার ভাগ্যাকাশে তোমরা দুটি রত্ন। তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে পেলে সিরাজ বেহেস্তে বাস করত।

মাধুরী। আমি কথা দিচ্ছি শাহাজাদা! গৌরীকে পণ্ডিতজীর কাছে পৌঁছে দিয়ে, বাংলার ধ্বংস বন্ধ ক'রে, আমি আবার ফিরে আসব মুর্শিদাবাদে।

সিরাজ। তাই এস, মুর্শিদাবাদ প্রাসাদদ্বার তোমার জন্য চিরমুক্ত থাকবে।

লুৎফা। তবে এস বোন গৌরী, তোমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দি।

মাধুরী। না, না, আর সাজাবার দরকার নেই।

সিরাজ। তা কি হয়? বাংলার ভাবী নবাবের বহিন যাবে বিনা আড়ম্বরে! যাও লুৎফা, তুমি বহিনকে নিজ হাতে সাজিয়ে দাওগে! যাও মোহনলাল, হাতির পিঠে চাপিয়ে সঙ্গে পাঁচ পাঁচশো নবাবী ফৌজ নিয়ে তুমি নিজে গিয়ে নদীয়া সীমান্তে এদের পৌছে দিয়ে এস।

মোহন। জো হুকুম জনাব!

[প্রস্থান

গৌরী। তাহলে আসি ভাই! যাবার সময় এই ছোট বোন আপনাকে বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছে! বিদায় ভাই, বিদায়—বিদায়।

[প্রস্থান

সিরাজ। তোমার নাম বলে গেলে না মোহনলালের ভগ্নী!

মাধুরী। এ বাঁদীর নাম মাধুরী।

সিরাজ। মাধুরী! সত্যই মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়। যেমন অঙ্গের মাধুর্য্য, তেমনি মনের। যাবার সময় ওগো আদর্শ কর্ত্তব্যপরায়ণা নারী নিয়ে যাও বাংলার ভাবী নবাবের একটা সেলাম।

[সেলাম ও মাধুরীর সেলাম করিয়া প্রস্থান

মীর্জ্জাফর। হাতে পেয়ে মারাঠা দস্যুর কন্যাকে ছেড়ে দিলেন শাহাজাদা?

সিরাজ। এক দাদুসাহেব ভিন্ন সিরাজ কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবে না সিপাহোশালার।

মীর্জ্জাফর। শাহাজাদা!

সিরাজ। সিরাজ বাংলার ভাবী নবাব। গোলাম হ'য়ে তার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া আপনার স্পর্দ্ধার পরিচয়।

[প্রস্থান

মীর্জ্জাফর। বটে! এত তেজ তোর ক্ষুদ্র পতঙ্গ? দেখব এবার কে তোকে রক্ষা করে! নিরীহ প্রজাদের ঘর থেকে সুন্দরী কন্যা হরণ করিয়ে এনে দিন দিন তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছি, এইবার তারা বিদ্রোহী হয়ে তোর বিরুদ্ধে অভিযান করবে। নবাব ফৌজ নিয়ে মারাঠা দমনে যাচ্ছে, এই চমৎকার সুযোগ।

মহম্মদীবেগের প্রবেশ

এই যে এস মহম্মদী, আমি তোমাকে ডাকতে লোক পাঠাব ভাবছিলুম।

মহম্মদী। হুকুম করুন।

মীর্জ্জাফর। তুমি এই মুহূর্ত্তে বিদ্রোহী প্রজাদের নিয়ে আমার বাড়ীতে এস. সেইখান থেকেই যুক্তি করা যাবে, কিভাবে তারা মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ অবরোধ করবে।

মহম্মদী। তাহলে আজ কালের মধ্যেই?

মীর্জ্জাফর। নিশ্চয়! নবাব সেনাপতিদের নিয়ে মারাঠা দমনে যাচ্ছেন, এই অবসরে বিদ্রোহী প্রজারা যদি প্রাসাদ অবরোধ করে ও মোহনলাল আর শয়তান সিরাজটাকে মেরে ফেলে, তাহলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, আর তোমারও প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

মহম্মদী। বহুৎ আচ্ছা, আমি এখনি বিদ্রোহী প্রজাদের নিয়ে আপনার বাড়ী যাচ্ছি। মোট কথা প্রাসাদ তারা অধিকার করলে, শয়তান সিরাজকে মারবার ভারটা আমার উপরেই ছেড়ে দেবেন। আমি এই ছোরা যত্ন করে রেখে দিয়েছি, তার বুকে আমূল বসিয়ে দিয়ে তাজা খুন মাখবো বলে।

[প্রস্থান

মীর্জ্জাফর। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ—মেহেরবান খোদা! সিরাজের আয়ু তুমিই হরণ করে নিয়েছ, তাই আজ প্রজারা বিদ্রোহী। আমার

হাত নেই, নবাব আলিবর্দ্দীর হাত নেই, এ তোমার সুবিচার। সিরাজকে মরতে হবে, মোহনলালকে মরতে হবে, তারপর আলিবর্দ্দীর মৃত্যু—সেও তোমার বিচার। সরফরাজ খাঁকে মেরে সে বসেছে বাংলার মস্‌নদে, এইবার তাকে হত্যা ক'রে—তোমার গোলামের গোলাম এই জাফরখাঁ বসবে বাংলার মস্‌নদে।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাটোয়া ও নবদ্বীপের সংযোগ স্থল

উন্মুক্ত ময়দান, দূর হইতে রণ দামামার ধ্বনি এবং মধ্যে মধ্যে তূর্য্যধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল, ঘন ঘন কামান গর্জ্জন ও সৈন্যকোলাহল শোনা যাইতেছিল। ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ

ভাস্কর। ধ্বংস কর, ধ্বংস কর! মন্দির, মসজিদ্, পর্ণকুটির, প্রাসাদ কিছু রেখ না, কামানের গোলাঘাতে সব চুরমার করে দাও। ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে বাংলার নবাব যে অপরাধ করেছে তার কন্যা অপহরণ ক'রে, তার কঠিন শাস্তিতে বাংলাকে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত কর।

গীতকণ্ঠে ফকির সাহেবের প্রবেশ

ফকির। গীত

শ্মশান, শ্মশান, দেখ সোনার বাংলা
হয়েছে শ্মশান।
মন্দিরে আর হয়না আরতি
মস্‌জিদে নাহি উঠে আজান॥

বিনা অপরাধে এরে কর সমভূমি—
এ পাপের কঠিন সাজা পাবে তুমি।
খোদার বিচারে হবে কাঁদিতে তোমারে
নরক দুস্তরে না পাবে ত্রাণ॥

ভাস্কর। সরে যাও, সরে যাও, সংসার বিবাগী ফকির! ভাস্কর পণ্ডিত আজ জাগ্রত শয়তান, তার সামনে সন্ন্যাসী, ফকির, সংসারী, সব সমান, সকলেই তার ধ্বংসপূজার বলি!

ফকির। তোমার ধ্বংস পূজায় আমাকে বলি দাও মারাঠা, কিন্তু হাতে ধরে মিনতি করছি, আমার বাংলা-মাকে শ্মশান ক'রো না।

ভাস্কর। না, না, তা হবে না। শুনব না কোন কথা, রাখব না কারো অনুরোধ। বাংলাকে ধ্বংস করে সাক্ষ্য দিতে রেখে যাব কয়েক মুষ্টি ভস্ম।

ফকির। কথা শোন, কথা শোন মারাঠা সর্দ্দার—

ভাস্কর। কোন কথা শুনব না, সরে যাও ফকির—

ধাক্কা দিয় ফেলিয়া দিল

সফল হবে আজ ভাস্কর পণ্ডিতের ধ্বংস অভিযান।

ফকির ত্রস্তে উঠিয়া গাহিল

ফকির। **গীত**

বিফল হবে পাপী সব আশা তোর
ব্যর্থ হবে অভিযান।
শাশ্বত বাংলার মানুষের আচার
বাঙালী চির গরীয়ান॥
শস্য শ্যামলা সোনার বাংলায়—
ভাসালি যেমন শোণিত ধারায়।
তেমনি এই ঋণ পরিশোধে তোরে
দিতে হবে প্রাণ বলিদান। [গীতান্তে প্রস্থান

ভাস্কর। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ—প্রাণ যাবার জন্যই এসেছে, তার মায়া ভাস্কর পণ্ডিত করে না। কে কোথায় আছ মারাঠা, চালাও হত্যালীলা, শিশু, বৃদ্ধ, যুবা নির্ব্বিচারে হত্যা কর, নারীর মর্য্যাদা পথের ধূলোয় মিশিয়ে দাও, বাংলাকে সমভূমি করে দাও।

দ্রুতপদে তানাজীর প্রবেশ

তানাজী। বাংলাকে সমভূমি করবার বিরাট আয়োজন বুঝি আমাদের ব্যর্থ হয় পণ্ডিতজী, গঙ্গার ওপার থেকে একদল নবাবী গোলন্দাজ অনবরত গোলা বর্ষণ করছে।

ভাস্কর। কামানের মুখ সব গঙ্গার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ওপারের গোলন্দাজদের কামান সমেত উড়িয়ে দাও তানাজী।

তানাজী। সব কামান গঙ্গার দিকে আবদ্ধ রাখলে, কাটোয়ার অশ্বারোহী বাহিনী এখনি আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে পণ্ডিতজী!

ভাস্কর। মাত্র একটা কামান এদিকে রেখে তোমরা বাকী কামানগুলো গঙ্গার দিকে নিয়ে যাও তানাজী, ঐ একটা কামান আমি নিজে চালিয়ে কাটোয়ার অশ্বারোহী বাহিনী নিশ্চিহ্ন করে দোব।

তানাজী। পণ্ডিতজী!

ভাস্কর। ইতস্ততঃ ক'রো না, ইতস্ততঃ ক'রো না। আজ রাত্রের মধ্যে নদীয়ার যুদ্ধ শেষ করে নবাবী ফৌজদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে কাল প্রভাতেই মুর্শিদাবাদের পথে অগ্রসর হওয়া চাই।

তানাজী। বিশ্বনাথের চরণ ভরসায় আমরা নিশ্চয় আজ রাত্রে নদীয়ার যুদ্ধ শেষ করে, কাল প্রভাতেই মুর্শিদাবাদের পথে অগ্রসর হব পণ্ডিতজী। তবে আপনি কামানের সামনে আসুন, আমরা গঙ্গাপারের গোলন্দাজদের নিশ্চিহ্ন করতে এগিয়ে চল্লাম। হর, হর মহাদেব।

[প্রস্থান

ভাস্কর। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ—সংহার, সংহার—বাংলার বুকে শুধু চলবে সংহার লীলা। [দ্রুত প্রস্থান

মাধুরী ও গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। ওঃ! কি ভীষণ ধ্বংসলীলা চলেছে! আমার জন্যে বাবা এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠবেন এযে আমি ধারণা করতে পারিনি দিদি!

মাধুরী। আমিও ধারণা করতে পারিনি বোন! সত্য বটে বাঙালীদের উপর অভিমানে আমি বাবাকে এ ধ্বংসলীলায় উত্তেজিত করে তুলেছিলুম, কিন্তু বিষ্ণুপুরে যা দেখেছি, তার চতুর্গুণ অত্যাচার দেখছি, নদীয়া আর কাটোয়ার সংযোগস্থলে। চল চল বোন, খুঁজে দেখি বাবা কোথায়, তোকে পেলে নিশ্চয় এ হত্যালীলা বন্ধ করবেন।

গৌরী। এই ধ্বংসলীলার মাঝে কোথাও তো বাবাকে দেখতে পাচ্ছি না! কি হবে দিদি! কেমন করে বাবার দেখা পাব।

মাধুরী। চিন্তা করিস্‌নি বোন, যে বিশ্বনাথের করুণায় নিষ্পাপ তুই নবাব হারেম থেকে মুক্তি পেয়েছিস্‌, তাঁরই করুণায় বাবার সঙ্গে দেখাও হবে, আর বাংলার উপর এই অত্যাচারেরও অবসান হবে। চল, চল গৌরী, ঐ দিকটায় একবার খুঁজে দেখিগে!

গৌরী। আর যেতে হবে না, ঐ দেখ দিদি, বাবা একটা বড় কামানের পিছনে বসে রঞ্জত ঘরে আগুন দিচ্ছেন। বাবা—বাবা, এ ধ্বংসলীলা বন্ধ কর, এ ধ্বংসলীলা বন্ধ কর, আমি এসেছি।

[ছুটিয়া গেল

মাধুরী। গৌরী—গৌরী, কামানের মুখের দিকে যাস্‌নি, ওরে দাঁড়া - দাঁড়া, গৌরী—গৌরী ফিরে আয়!

দ্রুত প্রস্থান। ঘন ঘন গৌরী বাবা—বাবা বলিয়া এবং মাধুরী গৌরী—গৌরী বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, নেপথ্যে আকাশ প্রকম্পিত করিয়া কামান গর্জিয়া উঠিল, অট্টহাস্য করিতে করিতে ভাস্করের প্রবেশ

ভাস্কর। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ—সংহার, সংহার নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যরা সব উড়ে গেছে। ভাস্কর তার ধ্বংস যজ্ঞে এমনি করে সৃষ্টিটাকে আহুতি দেবে।

রক্তাক্ত কলেবরে গৌরীর ছিন্নমুণ্ড লইয়া মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। তারপূর্ব্বে তোমার হৃদপিণ্ডটা উপড়ে নিজহাতে আহুতি দিয়েছ পিশাচ।

ভাস্কর। একি! কে, কে তুই আলুলায়িতাকুন্তলা রুধিরস্নাতা রমণী? তুই কি রাক্ষসী? হাতে ও কার বিগলিত ছিন্নমুণ্ড?

মাধুরী। কার ভাল করে দেখ দেখি রাক্ষস। যাকে বুকে ক'রে শিশুকাল হতে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে এনেছিলে, যার সুখের জন্য নিজের আহার নিদ্রার প্রতি দৃক্‌পাত করনি, যাকে একদণ্ড দেখতে না পেলে পৃথিবী আঁধার দেখতে, যার বিরহের ব্যথা সইতে না পেরে তুমি সেজেছ ধ্বংসকারী পিশাচ, এ তারই ছিন্নমুণ্ড।

ভাস্কর। এ্যাঁ—ত—ত—ত—বে—তুই—

মাধুরী। মাধুরী! মুর্শিদাবাদ হতে তোমার নিষ্পাপ কন্যা গৌরীকে উদ্ধার করে তোমার বুকে তুলে দিতে এসেছিলুম, কিন্তু তুমি তাকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দিয়েছ।

ভাস্কর। এ্যাঁ—এ্যাঁ—তবে—এ—এ - মু—মু—মু—ণ্ড—

মাধুরী। তোমার কন্যা গৌরীর।

[ছিন্নমুণ্ড দিয়া প্রস্থান

ভাস্কর। গৌরীর! (ছিন্নমুণ্ড বক্ষে লইয়া) আমার গৌরীর? আমি তবে—হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ—আমার ধ্বংস যজ্ঞের আদর্শবলি, আমার ধ্বংস যজ্ঞের আদর্শবলি। হাঃ, হাঃ, হাঃ—গৌরীর ছিন্নমুণ্ড, গৌরীর ছিন্নমুণ্ড, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ—

[বারবার চুম্বন করিতে করিতে প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ

নেপথ্যে কোলাহল চলিতেছে; দ্রুতপদে সিরাজের প্রবেশ

সিরাজ। বেইমান, বেইমান, মুর্শিদাবাদের সবাই বেইমান। যে নবাবের স্নেহচ্ছায়াতলে তারা নির্ভয়ে বাস করে, তারই কলিজা উপড়ে দিতে আজ সব প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে। বিদ্রোহী—বিদ্রোহী—ঘরে বাইরে বিদ্রোহী। সিপাহোশালার মীরজাফর খাঁর উপর আমার ও রাজধানীর ভার দিয়ে দাদুসাহেব মারাঠা দমনে গেছেন, নিমকহারাম খাঁসাহেব নিশ্চল হয়ে বসে মজা দেখছে। ওঃ, এ বিশ্বাসঘাতকতা অসহ্য, একান্ত অসহ্য!

লুৎফার প্রবেশ

লুৎফা। অসহ্য, অসহ্য, এ বেইমানি অসহ্য! এই যে জনাব। মুর্শিদাবাদের প্রজারা যে—

সিরাজ। বিদ্রোহী হয়ে প্রাসাদ বেষ্টন করেছে!

লুৎফা। ওদের এ বেইমানির শাস্তি দিন শাহাজাদা!

সিরাজ। কেমন করে শাস্তি দোব লুৎফা? আজ আমার ঘরে বাইরে শত্রু।

লুৎফা। সিপাহোশালারকে সংবাদ দিলে—

সিরাজ। কোন ফল হবে না। বিদ্রোহী প্রজারা প্রাসাদ বেষ্টন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, সিপাহোশালার এ সময় ঘরে বসে মজা দেখছেন।

লুৎফা। কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ—

সিরাজ। সবাই হয় তো কাশিমবাজার কুঠিতে গিয়ে সাহেবদের সঙ্গে খোসগল্পে মেতে আছে।

লুৎফা। এ সময় বিদ্রোহীদের বাধা না দিলে যে অচিরে প্রাসাদ আক্রমণ করবে শাহাজাদা।

সিরাজ। তা তো করবেই।

লুৎফা। প্রাসাদ বিদ্রোহীদের করতলগত হলে—

সিরাজ। সিরাজের মৃত্যু অনিবার্য্য।

লুৎফা। (কাঁদিয়া ফেলিল) শাহাজাদা!

সিরাজ। কাঁদছ? তুমি কাঁদছ লুৎফা, আর দেখ গিয়ে সিপাহো-শালার মীরজাফর খাঁ ঘরে বসে বেশ নিশ্চিন্ত মনে হাসছে।

লুৎফা। এ ব্যাপারটা এমন লঘুভাবে উড়িয়ে দেবেন না শাহাজাদা!

সিরাজ। গুরুত্ব আরোপে মন আরো খারাপ হয়ে যাবে লুৎফা! তার চেয়ে খোদার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকাই ভাল। তিনি যদি এই গোলামের গোলাম সিরাজকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, শত মীরজাফর, সহস্র বিদ্রোহী প্রজা এলেও মারতে পারবে না। আর যদি তাঁর পায়ে টেনে নিতে চান, কঠিন লৌহবর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আবরিত করে সিরাজকে যদি কোটী কোটী ফৌজ ঘিরে রাখে তথাপি রেহাই নেই, তাঁর মর্জ্জিতে মরতেই হবে!

লুৎফা। তা জানি জনাব, তবু মন মানতে চায় না! এ বাঁদীর একটা মিনতি রাখুন!

সিরাজ। বল।

লুৎফা। পিছন দরজা দিয়ে ছদ্মবেশে আপনি কাটোয়ায় পালিয়ে যান।

সিরাজ। অসম্ভব। বাংলার ভাবী নবাব মরবে, তবু ভুতিকা নফরদের ভয়ে পালিয়ে যাবে না।

দ্রুত মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। না, না, বাংলার ভাবী নবাব পালিয়ে যাবেন না। যতক্ষণ এই গোলাম মোহনলাল বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ লক্ষ বিদ্রোহী এলেও আপনার গায়ে একটা অঙ্গুলী স্পর্শ করতে পারবে না জনাব!

সিরাজ। তুমি একা আর কি করবে মোহনলাল? আজ গোটা মুর্শিদাবাদ বিদ্রোহী, এমন কি সিপাহোশালার মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, আমীরচাঁদ, কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠ, সবাই চাইছে সিরাজের মৃত্যু।

মোহন। তারা আপনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারছে না শাহাজাদা! সবাই ভাবছে আপনার উগ্র মেজাজের কথা, কিন্তু কেউ একবার ধারণাও করছে না বাংলা মায়ের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের কথা।

সিরাজ। ভবিষ্যতের রঙ্গিন স্বপ্নে এরা বিভোর। স্বার্থপর সিপাহোশালার এদের স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে বাংলার মসনদে বসবার আশা করছে।

লুৎফা। এমন বেইমান সিপাহোশালার!

সিরাজ। এ আর নূতন কি লুৎফা? এযে হবেই। স্বর্গগত নবাব সরফরাজ খাঁর অন্তিম অভিশাপ ব্যর্থ হবে না, দাদু সাহেবের বেইমানির শাস্তি আমাকে নিতে হবে, বুঝেছ লুৎফা, আমাকে নিতেই হবে।

লুৎফা। জনাব!

সিরাজ। তীব্র অভিশাপে ভরা বাংলার মসনদে বসে দাদুসাহেব একদিনও নিশ্চিন্ত মনে রাজ্য পরিচালনা করতে পারলেন না! নিত্য নূতন চিন্তায় জর্জ্জরিত হয়ে অকালেই জরাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন, আর

তাঁর আদরের সিরাজ প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে ! এর চেয়ে দরিদ্র পিতামাতার ঘরে থেকে ভিক্ষান্নে জীবনধারণও শতগুণে শ্রেয় মোহনলাল।

মোহন। অকারণ আপনার এ আত্মগ্লানি জনাব। বিপদ আসে আবার চলেও যায়। বিদ্রোহী প্রজারা প্রাসাদ বেষ্টন করে আছে, আমি একাই ওদের হটিয়ে দোব।

বহুকণ্ঠে। (নেপথ্যে) কৈ কোথায় সিরাজ, কোথায় লম্পট শাহাজাদা।

লুৎফা। ঐ—ঐ বিদ্রোহীদের কণ্ঠস্বর। মনে হয় ওরা প্রাসাদের কাছে এসে পড়েছে। কি হবে বাঙালী বীর ? কেমন করে শাহাজাদার জীবন রক্ষা হবে ?

মোহন। কোন চিন্তা নেই ভদ্রে, আমি ওদের হটিয়ে দোব। শাহাজাদা, বারুদ-ঘরের চাবি শুনেছি এই প্রাসাদেই থাকে, দয়া করে সেই চাবিটার সন্ধান আমাকে বলে দিন।

সিরাজ। বারুদ ঘরের চাবি তুমি কি করবে মোহনলাল ?

মোহন। প্রাসাদ দুয়ারের কামানে বারুদ পুরে বিদ্রোহীদের উপর বর্ষণ করবো।

সিরাজ। সে কি ! তুমি কামান চালাতে জান ?

মোহন। না জানলেও, আমি বারুদ পুরে দেব, আপনি রঞ্জক ঘরে আগুন দেবেন জনাব !

সিরাজ। আমি আজ আমাকে রক্ষা করতে একটা অঙ্গুলীও তুলব না মোহনলাল !

লুৎফা। এ বাঁদীর মিনতি মেহেরবান শাহাজাদা, আজ আপনি এই বাঙালী বীরের সাহায্য করুন।

সিরাজ। অনুরোধ ক'রো না লুৎফা ! শত নিষেধ সত্ত্বেও দাদুসাহেব

যখন সিপাহোশালার মীরজাফর খাঁয়ের উপর অগাধ বিশ্বাসে ফৌজদের ও রাজ্যরক্ষার ভার ন্যস্ত করেছেন, তখন আমি মরে তাঁকে হাতে হাতে বুঝিয়ে দোব।

মোহন। আজ আর অভিমানের সময় নেই জনাব।

সিরাজ। কোন কথা ব'লো না মোহনলাল। ঐ কক্ষে বারুদ ঘরের চাবি আছে, ইচ্ছা হয় নিয়ে যাও। সিরাজ মরবে, তবু নিজের রক্ষার কোন চেষ্টা করবে না।

প্রস্থানোদ্যত

মোহন। কোথায় চলেছেন প্রভু?

সিরাজ। প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে। আজ ভারী স্ফূর্ত্তির দিন মোহনলাল, প্রতিমুহূর্ত্ত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা, এর চেয়ে জবর স্ফূর্ত্তির দিন আর আসবে না, আর আসবে না।

[প্রস্থান

লুৎফা। কি হবে বাঙ্গালী বীর?

মোহন। কোন চিন্তা নেই ভদ্রে, মোহনলাল কামান দাগতে না জানলেও বিশ্বনাথের কৃপায় সে চেষ্টা ক'রে কৃতকার্য্য হবে।

লুৎফা। কামান ছুঁড়তে তুমি পারবে?

মোহন। কামানে বারুদ পুরে রঞ্জক ঘরে আগুন দিয়ে দোব, যদি ভগবান মুখ তুলে চান, তাহলে বিদ্রোহীদের মাথার উপরেই গোলা বর্ষিত হবে।

লুৎফা। খোদা তোমার মঙ্গল করুন, তাহলে এস বীর, আমি তোমাকে বারুদ ঘরের চাবি দিয়ে দি।

মোহন। বারুদ ঘরের চাবি নিয়ে আমি না হয় একবারে কিছু বারুদ মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি! কিন্তু সেগুলোতেই যদি বিদ্রোহীদের হটাতে না পারি? যদি আরো বারুদ প্রয়োজন হয়, তখন কে আমাকে বারুদ জুগিয়ে দেবে?

লুৎফা। আমি তোমাকে বারুদ জুগিয়ে দোব বীর !

মোহন। (সাশ্চর্য্যে) আপনি !

লুৎফা। গরীবের মেয়ে আমি, যে শাহাজাদার অনুকম্পায় আজ সৌভাগ্যের সুউচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে আছি, তাঁর জীবন রক্ষার জন্যে মাথায় ক'রে বারুদ বয়ে দিতে পারব না ?

মোহন। আপনি মানবী নন ভদ্রে, স্বর্গের দেবী।

লুৎফা। এখন আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করবার অবসর নেই। এস—এস বাঙালী বীর, বাংলার ভাবী নবাবকে রক্ষা করতে তুমি অবিরাম কামান দেগে বিদ্রোহীদের হটিয়ে দাও, আমি মাথায় করে বারুদ এনে তোমাকে জুগিয়ে দোব।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভাস্করের শিবির সমুখস্থ খোলা ময়দান

অর্দ্ধোন্মাদ ভাস্করের প্রবেশ

ভাস্কর। গৌরী—গৌরী, মা আমার ফিরে আয়, ফিরে আয় ! ওরে তোর জন্যে যে তোর বাবা স্নেহদ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছে। এল না, এল না, মা আমার ফিরে এল না ! আসবে কেন ! তার রাক্ষস বাবা যে তাকে নিজ হাতে কামান দেগে উড়িয়ে দিয়েছে। না, না, কে বলে তাকে উড়িয়ে দিয়েছি ? মাধুরী গেছে মাকে আনতে। আসছে—আসছে—আমার গৌরী আসছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ তো আসছে ! ঐ তো

বাবা, বাবা, বলে চীৎকার করে ডাকতে ডাকতে আসছে। আসিস্‌নি মা, আসিস্‌নি, আসিসনি; ওরে কামানের গোলাগুলো আগুনের পাহাড় নিয়ে ছুট্‌ছে, এর সামনে আসিস্‌নি, তবু শুনলিনি। ওঃ—উড়ে গেছে, মা আমার উড়ে গেছে। গৌরী—গৌরী!

মাটিতে বসিয়া পড়িল

দ্রুত মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। বাবা—বাবা!

ভাস্কর। কে—কে গৌরী?

মাধুরী। না বাবা, আমি তোমার মাধুরী।

ভাস্কর। মাধুরী! হ্যাঁ রে, সে আমার এল না?

মাধুরী। বাবা—বাবা!

কাঁদিয়া ফেলিল

ভাস্কর। ও, অভিমানে মা আমার এল না! তার শয়তান বাপ কামান দেগে তাকে উড়িয়ে দিয়েছে—

মাধুরী। বাবা, বাবা, চুপ করুন বলছি!

ভাস্কর। চুপ করব? কেন চুপ করব? যে গৌরীকে জীবনে আমি চোখ রাঙিয়ে কথা বলিনি, তাকে কামানের আগুনে পুড়িয়ে ছার-খার করে দিয়েছি, একি কম কথা রে?

মাধুরী। বার বার আপনাকে বারণ করছি আর তার কথা ভাববেন না, তবু আপনি শুনবেন না?

ভাস্কর। তুই তো বারণ করছিস মা, কিন্তু তার কথা কি ভোলা যায় রে বেটি? সে যে আমার নয়নের তারা ছিল, আমি তাকে—ওঃ! মা আমার কত আবেগভরেই না বাবা, বাবা বলে রাক্ষস বাপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু—ওঃ। বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ, একি করলে প্রভু!

মাধুরী। এমনি করে কাঁদতে কাঁদতে যে আপনি পাগল হয়ে যাবেন।

ভাস্কর। পাগল আমি এখনো হইনি কেন তা ভাবছি রে মা! আমার গৌরীকে আমি নিজহাতে কামানের গোলায়—ওঃ। ইষ্টদেব শঙ্কর! আমাকে পাগল করে দাও দেব, পাগল করে দাও!

মাধুরী। আপনি পাগল হলে আপনার জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে বাবা!

ভাস্কর। যাক্, যাক্। চুলোয় যাক জাতীয় উন্নয়ন। যাকে বুকে নিয়ে আমি কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, আমার সেই প্রিয় কন্যাই যদি না থাকে, তাহলে কিসের পরিকল্পনা।

মাধুরী। এতখানি অধৈর্য্য হওয়া আপনার সাজে না বাবা! সমস্ত মহারাষ্ট্র আপনার পথ চেয়ে বসে আছে. আজ কে তাদের মুখে ক্ষুধার অন্ন জুগিয়ে দেবে? কে তাদের দারিদ্র্য মোচন করবে? কে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করবে?

ভাস্কর। আমার সব উদ্যম চুরমার হয়ে গেছে মা, আজ আর কোন আশা নেই।

মাধুরী। সে কি বাবা! আপনার গৌরীর মনে যে কত উচ্চ আকাঙ্খা ছিল! মুর্শিদাবাদ থেকে আসতে আসতে সারাটি পথ সে শুধু মহারাষ্ট্রের উন্নতি, জাতীয় জাগরণ, আর তার বাবার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার কথা বলতে বলতে এসেছে।

ভাস্কর। এঁ্যা! বলিস কি মা! অতটুকু মেয়ে গৌরী আমার এসব কথা চিন্তা করত?

মাধুরী। জাতির নায়ক আপনি, আপনার কন্যার পক্ষে এ সমস্ত কথা চিন্তা করা বিচিত্র নয়। তার কত আশা ছিল, মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে সে তার খেলার সাথীদের নিয়ে আবার বাংলায় আসবে, এইখানে মারাঠা

জাতির কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করবে, বাঙালী আর মারাঠাদের ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ করবে। কিন্তু—

ভাস্কর। হলনা, হলনা, মায়ের সে আশা পূর্ণ হল না, রাক্ষস পিতা তার সব ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে তাকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দিলে! ওঃ—আমি কি করেছি, আমি কি করেছি, নিজের হাতে হৃদ্‌পিণ্ডটা উপড়ে ফেলেছি!

উন্মাদিনী গিরিজায়ার প্রবেশ

গিরিজায়া। এই যে আরম্ভ হয়েছে! হবে না? হবে না? বাংলার উপর ধ্বংসলীলা চালিয়ে শত শত পুত্রকে পিতৃহীন করেছ, শত শত পিতাকে পুত্রহারা করেছ: হাজার হাজার পত্নীকে স্বামীহীনা ক'রে বিধবা সাজিয়েছ, লক্ষ লক্ষ মায়ের বুক থেকে সন্তান কেড়ে নিয়েছ, তোমার এ দুর্দ্দশা হবে না তো হবে কার?

মাধুরী। কে, আমাদের পিসী না? পিসী, পিসী, তোমার এই দুর্দ্দশা?

গিরিজায়া। কে—কে তুই? মাধুরী না?

মাধুরী। হ্যাঁ পিসি, চিনতে পারছ না?

গিরিজায়া। পারছি বৈ কি! তোর আশা পূর্ণ হয়েছে রে মাধুরী, তোর আশা পূর্ণ হয়েছে, বীরগ্রাম শ্মশান হয়েছে:

মাধুরী। পিসি!

গিরিজায়া। গ্রামের বুকে দাঁড়িয়ে যে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলি কালামুখী, তাই করলি। বীরগ্রামের একটা জোয়ান ছেলেকে বাঁচতে দিলি না। একটা অবিবাহিতা মেয়েকে শুদ্ধ থাকতে দিলি না।

মাধুরী। এসব আমি কিছুই জানি না পিসী।

গিরিজায়া। জানিস্ না? তুই জানিস্ না? আমার অমন

জোয়ান ছেলেগুলো শিয়াল কুকুরের মত এই ডাকাত মারাঠাদের গুলিতে মরল! বৌগুলো সতীত্ব হারালে, আর সোনার চাঁদ নাতিরা—ওঃ! কি হয়েছে! আমার সংসারটা কি হয়েছে, তা যদি দেখতিস্, তাহলে তোর মত রাক্ষসীর চোখ ফেটেও জল পড়ত।

মাধুরী। পিসি! পিসি!

গিরিজায়া। আমি ক্ষমা করব না, তোকে আর এই শয়তান মারাঠা সর্দ্দারকে ক্ষমা করব না, অভিশাপে জর্জ্জরিত করব।

ভাস্কর। হাঃ, হাঃ, হাঃ—অভিশাপে আর ভাস্কর পণ্ডিত ডরায় না। কি অভিশাপ দেবে পুত্রহারা জননী? সব অভিশাপের অতীত কষ্ট করেছি আমি। নিজের হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে নিজ হাতে কালের কবলে তুলে দিয়েছি, বুঝেছ পুত্রহারা! জ্বলন্ত কামানের গোলায় নিজের প্রিয় কন্যাকে আমি উড়িয়ে দিয়েছি।

গিরিজায়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—শুনেছি, এ কথা আমি শুনেছি, তাই তো করতালি দিয়ে আনন্দের নৃত্য করে তোমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়ে দিতে ছুটে এসেছি। কাঁদ—কাঁদ রাক্ষস মারাঠা সর্দ্দার, বুক চাপড়ে কাঁদ! প্রিয়জনের বিরহ ব্যথা যে কি মর্ম্মন্তুদ তা মনে মনে অনুভব কর, আর অবিশ্রান্ত চোখের জল ফেলে বাংলার মাটি ভিজিয়ে দাও।

মাধুরী। পিসী, পিসী, চুপ কর মা! প্রিয় কন্যাশোকে উনি উন্মাদ প্রায়; আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মের না!

গিরিজায়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার! ঐ রাক্ষসের কন্যা শোকটাই বড় হল? আর সারা বাংলায় যে লক্ষ লক্ষ মা-বাপ-পুত্রহারা হল তার বুঝি কোন মূল্য নেই? শোন—শোন মাধুরি! তুই যেমন জাতির ধ্বংস দেখে এতটুকু ব্যথিতা নস, তেমনি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি, তোর নারীত্ব ব্যর্থ হবে, সারা জীবন শুধু উল্কার মত ঘুরে মরবি, শান্তি পাবি না, তৃপ্তি পাবি না। আর শয়তান মারাঠা সর্দ্দার, বাঙালীদের

যেমন সর্ব্বহারা করেছ, তুমিও তেমনি সর্ব্বহারা হয়েছ, কিন্তু তাতেও অব্যাহতি পাবে না। শস্যশ্যামলা বাংলার বুকে শ্মশান সৃষ্টি করেছ, তেমনি তোমার মহারাষ্ট্রও একদিন শ্মশান হবে, মারাঠা জাতির দারিদ্র্য ঘুচবে না, সামান্য কন্যার অপহরণে, হত্যায়, লুণ্ঠনে, নারী ধর্ষণে বিভীষিকা সৃষ্টি করে বাংলা দেশের কাছে যে ঋণ করেছ, তার পরিশোধ করতে হবে তোমাকে উত্তপ্ত বক্ষরক্তে বাংলার মাটি সিক্ত করে। এই আমার অভিশাপ, মর্ম্মভাঙ্গা অভিশাপ।

[প্রস্থান

ভাস্কর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—এ তোমার অভিশাপ নয় পুত্রহারা জননী। আশীর্ব্বাদ, আশীর্ব্বাদ, প্রিয়কন্যা গৌরীর বিরহকাতর ভাস্করের কাছে এটা আশীর্ব্বাদ।

মাধুরী। বাবা! বাবা!

ভাস্কর। বাঁচতে আর আমার ইচ্ছা নেই মা! গৌরীহীনা পৃথিবী আমার কাছে শ্মশান বলে মনে হচ্ছে, এখন মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়।

নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও আল্লা হো ধ্বনি, দ্রুত তানাজীর প্রবেশ

তানাজী। পণ্ডিতজী, পণ্ডিতজী, চারদিন যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি করেও বিশ্বাসঘাতক নবাব তৃতীয় দিনেই আমাদের আক্রমণ করেছে।

ভাস্কর। তা তো বুঝতে পারছি তানাজী। যাও তোমরা বাধা দাওগে, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র না।

তানাজী। একি বলছেন পণ্ডিতজী! নবাব-ফৌজ অকস্মাৎ আমাদের আক্রমণ করছে, আর কিছুক্ষণ পরে হয়তো সকলকে পশুর মত বধ করবে।

ভাস্কর। তা তো করবেই। কিন্তু, আমি আর কি করব বল। যুদ্ধ করবার সামর্থ্য আর আমার নেই।

তানাজী। যুদ্ধ করতে আপনাকে হবে না পণ্ডিতজী! শুধু আপনি রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাদের নির্দ্দেশ দেবেন, দেখবেন তাতেই আমরা রণজয় করে আপনার মুখ উজ্জ্বল করব।

ভাস্কর। কন্যা বধ করে মুখে যে কালী মেখেছি, আর তা অপনোদন হবে না তানাজী। এসব কথা বৃথা আমাকে বলা।

মাধুরী। সে কি বাবা! আপনি গৌরীর শোকে মুহ্যমান বলে নবাবের কাছে চারদিনের সময় চেয়ে নিয়ে তানাজী সৈন্যদের নিয়ে বিশ্রাম করছে, নবাব বিশ্বাসঘাতকতা করে তিন দিনের মাথায় আক্রমণ করেছে, এ দেখেও নিশ্চল থাকবেন?

ভাস্কর। আমার শক্তি সামর্থ্য সব গৌরী অপহরণ করে নিয়ে গেছে মা।

মাধুরী। গৌরী কিছুই অপহরণ করে নিয়ে যায় নি বাবা, আপনিই মনের বল হারিয়েছেন। গৌরীর শোকে আজ আপনি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হচ্ছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, এখনি নবাব ফৌজরা এসে আপনার উদ্যম বিহীন মারাঠা ভাইদের পশুর মত বধ করবে, আপনাকে বন্দী করে নবাব দরবারে নিয়ে যাবে, আর আপনার পেশোয়াদত্ত জাতীয় পতাকায় পদাঘাত করবে?

ভাস্কর। কি? জাতীয় পতাকায় পদাঘাত করবে!

তানাজী। তা করবে পণ্ডিতজী! আপনি যদি নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাহলে মারাঠা ভাইরা উদ্যমহারা হয়ে নবাবী ফৌজদের হাতে প্রাণ দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা জাতির বিজয়বৈজয়ন্তি ছিনিয়ে নিয়ে তারা পদদলিত করবে।

ভাস্কর। না, না, তা করতে দোব না। মা, মা, আয় তো আমার

সঙ্গে ! গৌরী যেমন বর্ম্মচর্ম্ম পরিয়ে দিয়ে কটিদেশে তরবারি বেঁধে হাতে বর্শা তুলে দিত, তেমনি করে তুইও আমাকে রণসাজে সাজিয়ে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিব। আয় তো, আমি তোর হাতে রণসাজ পরে আবার বাঘের মত নবাবী ফৌজদের উপর লাফিয়ে পড়ব। হর, হর, মহাদেও।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নবাব প্রাসাদের তোরণ দুয়ার

নেপথ্যে কোলাহল চলিতেছে

দ্রুতপদে মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। হল না, হল না, আর বুঝি রক্ষা হল না। যতক্ষণ লুৎফা-উন্নিশা বারুদ জুগিয়ে দিয়েছে, ততক্ষণ সমানে বিদ্রোহীদের বাধা দিয়েছি। কিন্তু প্রাসাদে আর বারুদ নাই, বারুদঘরও বিদ্রোহীদের করতলগত। এইবার প্রাসাদে বিদ্রোহীরা প্রবেশ করবে। আমি মরি দুঃখ নাই, কিন্তু শাহাজাদার কি হবে? যুদ্ধযাত্রা করবার সময় নবাব বাহাদুর আমার উপর শাহাজাদার জীবন ও মর্য্যাদার ভার ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত মনে কাটোয়ার পথে পা দিয়েছিলেন, কিন্তু পারলুম না, পারলুম না, শাহাজাদাকে বাঁচাতে পারলুম না।

লুৎফার প্রবেশ

লুৎফা। এত সহজে উদ্যম হারা হলে চলবে না মোহনলাল, যেমন ক'রে হোক শাহাজাদাকে বাঁচাতেই হবে।

মোহন। আর তা সম্ভব নয় ভদ্রে। যে কামানের সাহায্যে এতক্ষণ প্রাসাদ রক্ষা করেছি, সে কামান নিশ্চল, এক ফোঁটা বারুদ নেই, বারুদ-ঘরও বিদ্রোহীদের অধিকৃত।

লুৎফা। বারুদঘরের দরজায় বিদ্রোহীরা পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু পশ্চাতভাগে কেউ নেই, যদি সেই দিক দিয়ে কোন রকমে—

মোহন। যদি বারুদ বার করা যায় তাহলে আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু পাষাণনির্ম্মিত ঘরের পশ্চাৎভাগ কেমন করে ভাঙ্গব ভদ্রে?

লুৎফা। কেমন করে ভাঙ্গবে তাও কি বীরবর মোহনলালকে বুঝিয়ে দিতে হবে? এখনও প্রাসাদ পার্শ্বে নবাব সরকারের হাতী আছে, তাদের শুঁড়ে লৌহ মুদ্গার বেঁধে কঠিন আঘাত কর, হাতীরা ক্ষেপে ঐ পাষাণ কক্ষের পশ্চাতে আঘাতের পর আঘাত করলে পাষাণ প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

মোহন। রমণী হলেও আপনি কূটবুদ্ধি ধরেন। তাই হবে, আমি এখনি চল্লুম হাতীগুলোকে নিয়ে বারুদঘর ভাঙ্গতে! কিন্তু আমার অভাবে এই প্রাসাদ দ্বার কার প্রহরাধীনে থাকবে?

লুৎফা। কেন, আমার!

মোহন। (সাশ্চর্য্যে) ভদ্রে!

লুৎফা। অল্পবয়স্কা তরুণী হলেও লুৎফা সিংহিনী; শৃগালদের ভ্রূকুটিকে সে তুচ্ছজ্ঞান করে।

মোহন। তবে তাই হোক ভদ্রে, আপনার উপর বাংলার ভাবী নবাবের জীবন মরণের দায়িত্ব দিয়ে আমি চল্লাম বারুদ সংগ্রহের জন্য, যদি এর মধ্যে বিদ্রোহীরা তোরণ দ্বারে এসে পড়ে—

লুৎফা। তাহলে লুৎফার মৃতদেহ পদদলিত না করে তারা প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও মোহনলাল, আমার

হাতে যে পিস্তল দেখছ, এর সাহায্যে অন্ততঃ শাহাজাদার পালাবার সময় পর্য্যন্ত তাদের বাধা দিতে পারব।

মোহন। কিন্তু শাহাজাদা যদি পালিয়ে না যান —

লুৎফা। তাহলে তাঁর মৃত্যু লুৎফা চোখে দেখবার পূর্ব্বেই মরণকে বরণ করবে।

মোহন। মৃত্যু, মৃত্যু, আজ শুধু মৃত্যুরই জয়যাত্রা। এই মৃত্যুর আসবার পথ যদি রোধ করতে পারি, তবেই এ মুখ জনসমাজে দেখাব, আর যদি না পারি, বিজয়ী মৃত্যুর পাদমূলে আত্মদান করব।

[প্রস্থান

লুৎফা। মৃত্যুর পাদমূলে আত্মদান করবার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না! মেহেরবান খোদা, আমি মরি দুঃখ নাই, শুধু তুমি শাহাজাদাকে বাঁচতে দাও!

মীর্জ্জাফর। (নেপথ্যে) মেহেরবান খোদা! কারো বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই না, তবে তোমার বিচারে যদি সিরাজ অপরাধী হয়, তাকে মৃত্যুদণ্ড দাও।

লুৎফা। কে—কে! বেইমান সিপাহেশালার মীর্জ্জাফর খাঁর কণ্ঠস্বর বলে মনে হচ্ছে না! (পিস্তলে গুলি ভরিয়া) নিমকহারাম, শাহাজাদাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার পূর্ব্বে তোকে জাহান্নামে যেতে হবে।

মীর্জ্জাফরের প্রবেশ

মীর্জ্জাফর। কে আছিস প্রাসাদদ্বার রক্ষায়? একি লুৎফা, তুই?

লুৎফা। হ্যাঁ খাঁ-সাহেব! মুর্শিদাবাদের একটা রক্ষীও আজ রাজভক্ত নয়, তাই বাধ্য হয়ে আমাকেই প্রাসাদ দ্বার রক্ষায় দাঁড়াতে হয়েছে!

মীর্জ্জাফর। কেন, সিরাজের দোস্ত বাঙালী মোহনলাল গেল কোথায়?

লুৎফা। বেইমানদের কবরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বাইরে গেছে।

মীর্জ্জাফর। বাইরে গেছে! তাহলে এতক্ষণ খতম)হয়ে পথের ধূলোয় লুটাচ্ছে। সরে যা, সরে যা বাঁদী, কেন বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবি।

লুৎফা। প্রাণটা বেজায় বিরক্তিকর হয়ে গেছে খাঁসাহেব, তাই খোয়াবার আশাতেই প্রাসাদ দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি।

মীর্জ্জাফর। সিরাজের সঙ্গে তোর সাদী হবে এই খোয়াব দেখতে দেখতে একেবারে প্রাসাদদ্বার রক্ষা করতে এসে গেছিস যে! কিন্তু বিদ্রোহীরা যখন সমবেত হয়ে এখানে আসবে—

লুৎফা। তখন লুৎফার হাতে অনেকেই মরবে।

মীর্জ্জাফর। তারা একটাও মরবে না, বরং সিরাজকে মেরে, তোকে নিয়ে গিয়ে কস্‌বিদের আড্ডায় তুলবে।

লুৎফা। তার পূর্ব্বেই লুৎফা মরণকে বরণ করবে খাঁসাহেব।

মীর্জ্জাফর। বহুৎ আচ্ছা! তুই যে দেখছি সাদীর আগেই পতিব্রতা পত্নী হয়ে গেছিস্! যাক ছেড়ে দে তোর কথা! এখন বল্ কোথায় শাহাজাদা সিরাজ?

লুৎফা। কেন! বিদ্রোহী প্রজাদের আগেই আপনি কাজটা সেরে দেবেন নাকি?

মীর্জ্জাফর। কি কাজ?

লুৎফা। শাহাজাদাকে কোতল করা।

মীর্জ্জাফর। (উত্তেজিতভাবে) বাঁদী লুৎফা!

লুৎফা। খাঁসাহেবও নবাব সরকারের গোলাম!

মীর্জ্জাফর। কি—এত বড় স্পর্দ্ধা! তবে রে কুক্কুরী, আজ পদাঘাতে তোকে বধ করব।

লুৎফা। (সরিয়া গিয়া) হুঁসিয়ার নিমক্‌হারাম জাফর খাঁ, লুৎফা

সাধারণ রমণী নয়, বাংলার ভাবী নবাব সিরাজদ্দৌল্লার প্রণয়িনী, ভবিষ্যতে হবে আপনার প্রভুপত্নী।

মীর্জাফর। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, প্রভুপত্নী! প্রভুপত্নী! সে আশার আজই সমাধি হোক।

অস্ত্র তুলিল

লুৎফা। তার পূর্ব্বে আপনার শয়তানি খেলারও শেষ হোক।

পিস্তল বাহির করিয়া ধরিল। আলিবর্দ্দীর প্রবেশ

আলিবর্দ্দী। সাবাস, সাবাস বেটি! এতখানি সাহস না থাকলে তুই নবাব আলিবর্দ্দীর স্নেহ আকর্ষণ করতে পারিস।

লুৎফা পিস্তল নামাইল

মীর্জাফর। (অস্ত্র নামাইয়া) একি জাঁহাপনা!

আলিবর্দ্দী। হ্যাঁ জাফর খাঁ! তোমার উপর আমি মুর্শিদাবাদ রক্ষার ভার দিয়েই না যুদ্ধযাত্রা করেছিলুম! এই কি কর্ত্তব্যপালন?

মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। মাননীয় সিপাহোশালার, ঘরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেই কর্ত্তব্য পালন করছিলেন জাঁহাপনা! এইবার বিদ্রোহীরা প্রাসাদ অবরোধ করেছে দেখে বোধ হয় শাহাজাদার সন্ধান করতে এসেছিলেন।

মীর্জাফর। আমি শাহাজাদার সন্ধান করতে এসেছিলাম বিদ্রোহীদের কবল থেকে উদ্ধার করতে।

লুৎফা। বিদ্রোহীরা যখন আক্রমণ করলে, তখন তো কোন প্রতিবাদ করেন নি সিপাহোশালার। এখন প্রাসাদ অবরোধ করেছিল দেখে শাহাজাদাকে উদ্ধার করতে বুঝি বুকে দরদ জেগে উঠেছিল?

সিরাজের প্রবেশ

সিরাজ। তাতো উঠবেই লুৎফা, সিপাহোশালার যে সিরাজের পরমাত্মীয় !

লুৎফা। এমন আত্মীয় যে, আপনাকে বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতেন।

মীর্জ্জাফর। কে বল্লে! আমি শাহাজাদাকে বিদ্রোহীদের কবল হতে উদ্ধার করতেই—

লুৎফা। প্রাসাদদ্বারে এসে বলছিলেন আমাকে, সরে যা বাঁদী কেন বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবি ?

আলিবর্দ্দী। যেতে দে মা, যেতে দে ! আমি ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করা মাত্রেই বিদ্রোহীরা প্রাণ ভয়ে পালিয়েছে।

সিরাজ। তা পালালেও, এ বিদ্রোহ প্রজারা কার চক্রান্তে করেছিল, এইটা আবিষ্কার করা দরকার দাদুসাহেব !

আলিবর্দ্দী। ছেড়ে দে ভাই ! বিদ্রোহীরা যখন পালিয়েছে, তখন সব দিক ঠিক হয়ে যাবে'খন।

সিরাজ। এমনি ধামাচাপা দিয়ে এ আগুনকে জিইয়ে রাখবেন না দাদুসাহেব, পরিণামে ঠক্‌তে হবে !

আলিবর্দ্দী। না ভাই না! মোহনলালের মত সাহসী যুবক যখন তোর দেহরক্ষী, তখন ঠক্‌বি না। আর তার চেয়েও বড় সহায় আমার লুৎফা মা। দেখতো, দেখতো ভাই, সর্ব্বাঙ্গে বারুদ মাখা হলেও যেন আপনার কিরণে আপনিই জ্বলছে। এ রত্ন আর হেলায় দূরে রাখিস নি সিরাজ! ওকে আরো কাছে টেনে নে।

লুৎফার হাতে সিরাজের হাত রাখিয়া

তোদের জীবন একতারে গেঁথে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব। মোহন

লাল! মোহনলাল! সিরাজের বিবাহের যা কিছু আয়োজনের ভার আমি তোমার উপরেই দিলাম।

মোহন। এ গোলাম সানন্দে এ ভার নিলে জনাব!

আলিবর্দ্দী। সিপাহোশালার জাফর খাঁ!

মীর্জ্জাফর। হুকুম করুন জনাব!

আলিবর্দ্দী। তোমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সিরাজের উপর অভিমানে প্রভুদ্রোহী হয়ো না! একটা ভুলের বশবর্ত্তী হয়ে প্রজাদের ক্ষেপিও না! বাংলার রাজনৈতিক আকাশে প্রলয়ের ঝড় তুলো না!

[মীর্জ্জাফর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মীর্জ্জাফর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—কেয়াবাৎ। প্রভুদ্রোহী শয়তান আলিবর্দ্দী আমাকে বলছে প্রভুদ্রোহী হয়ো না! বাংলার মাটিতে প্রভুদ্রোহিতা নূতন নয় বৃদ্ধ! সরফরাজ খাঁকে কাদের বিদ্রোহে অকালেই কবরে ঘুমোতে হয়েছে? তোমাদের জন্য নয়? শয়তানি চক্র গঠন করে তুমি পেয়েছ বাংলার মসনদ, আর যদি হারাতে হয় তো সেই শয়তানি চক্রের আবর্ত্তনে পড়েই। মেহেরবান্ খোদা! আমি তোমার নফরি করছি! তুমি যদি হাত ধরে আমাকে বাংলার নবাবিতক্তে বসিয়ে দাও, আমি তো পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করলেও পারব না। তোমার মর্জ্জিতে যখন সিপাহোশালার হয়েছি, তখন তোমার মর্জ্জিতেই বাংলার নবাবী করতে হবে। আমি যে তোমার গোলামের গোলাম।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ সীমান্ত

ময়দান

গাহিতে গাহিতে ফকির আসিল

ফকির। গীত

শেষ হল রে হাসি গান যত
নামিল অশ্রু বাদল।
ঝর ঝর ধারে ঝরিয়া অঝোরে
মুছিবে মায়ের আঁখি কাজল॥
নাই. নাই, নাই, নাই যে একতা—
বাঙালী ভুলেছে প্রেম প্রীতি কথা।
নিঙাড়িয়া যত বুক ভরা ব্যথা
দেয় না মায়ের চরণতল॥

এই গান শুনিতে শুনিতে ভাস্কর পণ্ডিত, তানাজী ও মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। যে দেশের অধিবাসিরা এমনি স্বার্থপর সে দেশের জন্য কেন আপনার এ কাতরতা ফকির সাহেব?

ফকির। কেন আজ বুঝবি না মা, বুঝবি সেইদিন, যেদিন দেশকে চিনতে পারবি।

[প্রস্থান

ভাস্কর। দেশকে যারা চিনেছে তারা দেশবাসীদের ভালবাসতে গিয়ে সর্ব্বস্ব কালের করাল গ্রাসে তুলে দেয় মা। চিনতে যাস্‌নি, চিনতে যাস্‌নি দেশকে, ও বড় সর্ব্বনেশে নেশা।

মাধুরী। বাবা!

ভাস্কর। ভাস্কর পণ্ডিতও দেশমাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করতে, দেশবাসী ভাইদের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে, দেশের পর দেশ হানা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, হাজার হাজার পতিব্রতা সতীর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে, অসংখ্য পিতামাতাকে পুত্রশোকের নিদারুণ শেলাঘাত দিয়েছে, তাদেরই মর্ম্মভেদী অভিশাপে, বুঝেছিস্ মা, তাদেরই মর্ম্মভেদী অভিশাপে, আজ তার নিজের কন্যাকে নিজ হাতে বধ করে বজ্রসম শোকের আঘাত বুক পেতে নিতে হয়েছে।

তানাজী। এ আত্মগ্লানি আপনার বৃথা পণ্ডিতজী! আপনি দেশজননীর পূজায় আত্মনিবেদন করে বৈদেশিক ধনরত্ন লুণ্ঠন করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে যাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাদেরই বধ করেছেন, কিন্তু তার জন্য পাপ কিছু করেন নি!

ভাস্কর। পাপ নয়। দেশের পর দেশকে শ্মশান করে কখনো মায়ের পূজা সার্থক হয় তানাজী? মা কি দু-জন হয়? মা সকলের, আবার সকলেই মায়ের ছেলে, বিশ্বজননীই তো দেশজননী। সেই বিশ্বজননীর অংশভূতা হাজার হাজার মায়ের চোখে জল পড়লে কি সন্তানদের কল্যাণ হয়? তাদের দীর্ঘশ্বাস ও অভিশাপ প্রলয়ের দাবাগ্নি সৃষ্টি করে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।

তানাজী। পণ্ডিতজী!

ভাস্কর। আমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত আজ বিষে ভরে গেছে তানাজী! লক্ষ লক্ষ মর্ম্মভাঙ্গা মায়ের অভিশাপ করাল রসনা বিস্তার করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে! ঐ যে, ঐ যে বাংলার শহীদ ছেলেরা আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে সহস্র বাহু বিস্তার করেছে, ঐ যে বাঙালীর মা-বোনেরা অশ্রুভরা কণ্ঠে আমার বিরুদ্ধে মায়ের পায়ে আবেদন করছে, ঐ যে সন্তান বিরহকাতরা বাংলা মা চীৎকার করে বলছে, ওরে মহাপাপী,

আমার বক্ষদেশ শ্মশান করে যে ঋণ করেছিস্, তার পরিশোধে তোকে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হবে।

মাধুরী। বাবা—বাবা!

তানাজী। পণ্ডিতজী, পণ্ডিতজী!

ভাস্কর। তাই দেব মা, তাই দেব! তোর সন্তানদের বধ করে যে ঋণ করেছি, তার পরিশোধে আমি বুকের রক্ত ঢেলে দেব।

তানাজী। একি বলছেন পণ্ডিতজী, একি বলছেন?

ভাস্কর ঐ দেখ, ঐ দেখ তানাজী! শ্মশানচারিণী ভৈরবী মা আমার নরকঙ্কালের মালা পরে তাথৈ তাথৈ নৃত্য করছে, ঐ দেখ শত শত মারাঠা ভাইদের ধরে বদন বিবরে ফেলে দিয়ে চর্ব্বণ করছে, ঐ দেখ বিরাট নরকপালের খর্পর আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে শোণিত প্রার্থনা করছে। দোব, দোব রাক্ষসী, উত্তপ্ত শোণিত দানে তোর পিপাসার শান্তি করব।

গীতকণ্ঠে ভৈরবীবেশে বঙ্গ জননীর প্রবেশ

ভৈরবী। গীত

রক্ত দে—রক্ত দে—ওরে মহাপাপী
রক্ত দে।
যে ঋণ করেছিস বাংলার কাছে
তার পরিশোধে মরণ নে।
শ্মশানে উড়িছে শকুনি গৃধিনী—
দেশে দেশে ওঠে হাহাকার ধ্বনি।
সতীমান গেছে দেখে দিনমণি
ওরে তাঁর বিধানেতে জীবন দে।

তানাজী। আরে দুষ্টা ভৈরবী, তার পূর্ব্বে তুই জীবন দে!

বঙ্গজননী। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান

ভাস্কর। কাকে অস্ত্রাঘাত করতে যাচ্ছ তানাজী? ঐ বাংলা মা, ঐ বাংলা মা! ওর বক্ষদেশ তোলপাড় করেছি, তাই সাকারা মূর্ত্তিতে এসেছিল আমার বক্ষ শোণিত প্রার্থনা করতে।

মাধুরী। কথায় কথায় আমরা মুর্শিদাবাদ সীমান্তে এসে পড়েছি বাবা, এইবার আমার সঙ্গে তানাজী নবাব দরবারে যাক, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।

ভাস্কর। তা হয় না মা! বাংলার নবাব সরকার আমাকে দরবারে গিয়ে সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে চৌথর টাকা আনতে অনুরোধ করেছে, সুতরাং তানাজী গেলে সে কার্য্য সম্পন্ন হবে না।

তানাজী। তাই যদি হয় তাহলে আমি আপনার সঙ্গে নবাব দরবারে যাই পণ্ডিতজী!

ভাস্কর। না তানাজী! তাহলে নবাব কর্ম্মচারীরা মনে করবে ভাস্কর পণ্ডিত ভীরু, তাই সহকারী তানাজীকে সঙ্গে এনেছে।

মাধুরী। আপনার একজন দেহরক্ষীও তো সঙ্গে যেতে পারে বাবা?

ভাস্কর। দেহরক্ষীর প্রয়োজন হয় রাজা বা নবাব বাদশাদের। আমি সামান্য মারাঠা সর্দ্দার মাত্র, অস্ত্র ব্যবসা করে জীবিকা অর্জ্জন করি, আমার দেহরক্ষী সঙ্গে রাখা অশোভন মা! কেন বৃথা ভয় পাচ্ছিস্! আমি একা নবাব দরবারে গিয়ে সন্ধিচুক্তি শেষ করে চৌথর টাকা আনতে সক্ষম হব।

মাধুরী। তবু মন কু গাইছে বাবা; কাজ নেই আপনার নবাব সরকারের সঙ্গে সন্ধি করে! তার চেয়ে আপনি বাংলা ছেড়ে বাহিনী নিয়ে দেশে ফিরে যান।

ভাস্কর। তা কি সম্ভব বেটি। বাংলার রাজসরকার মারাঠা শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে মাথা নত করে সন্ধি প্রার্থনা করেছে। সুতরাং এখন চৌথর টাকা না নিয়ে বাংলা ছেড়ে দলবল নিয়ে চলে গেলে নবাব

সরকারের কাছে মারাঠারা ভীরু প্রতিপন্ন হবে। আর তা ছাড়া প্রতি বৎসর চৌথর টাকা মহারাষ্ট্র রাজসরকার বাংলা রাজ-সরকারের কাছে পাবে ; একি কম লাভের কথা ! তোমরা এখানে অপেক্ষা কর তানাজী, আমি একাই নবাব দরবারে গিয়ে কাজ সেরে ফিরে আসব।

মাধুরী। বাবা !

ভাস্কর। কি মা !

মাধুরী। নবাব যদি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আপনাকে বধ করে ?

ভাস্কর। আমার মারাঠা ভাইরা তার প্রতিশোধ নেবে।

তানাজী। পণ্ডিতজী !

ভাস্কর। একি তানাজি, তোমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে ?

তানাজী। আপনার স্নেহচ্ছায়াতলে বৰ্দ্ধিত হয়ে, আপনারই কাছে অস্ত্রশিক্ষা করে তানাজী আজ উন্নতির উন্নত সোপানে আরোহণ করেছে। বাংলায় এসে যদি আপনাকে হারাতে হয়, তাহলে সে পরিতাপ আমৃত্যু-কাল থাকবে।

ভাস্কর। পরিতাপের কিছু নেই তানাজী। মহারাষ্ট্র থেকে তোমাদের টেনে এনে আমি দেশের পর দেশ জয় করে চৌথ আদায় করেছি, কিন্তু বাংলায় এসে প্রিয় কন্যাকে হারিয়ে ক্রোধবশে মারাঠা জাতির জীবনকে দুশো বছর পিছিয়ে দিয়েছি।

তানাজী। পণ্ডিতজী !

ভাস্কর। তোমাদের দ্বারা মায়ের বুক থেকে শিশু সন্তান ছিনিয়ে আনিয়ে মায়ের সামনে হত্যা করিয়েছি ; অশীতিপর বৃদ্ধকে চুলের মুঠি ধরে টেনে আনিয়ে নিষ্ঠুরভাবে বধ করিয়েছি, বেদবেত্তা পুরোহিত ব্রাহ্মণকে দেবমন্দির থেকে আকর্ষণ করে আনিয়ে পদাঘাতে হত্যা করিয়েছি ; সর্ব্বোপরি মাতৃজাতির সতীত্ব ধর্ম্ম তোমাদের দ্বারা লুণ্ঠন করিয়ে পৈশাচিক নৃত্য করেছি। এই অপরাধের শাস্তি যদি বাংলার

নবাব দরবারে হয়ে যায় তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই। বাংলার কাছে ঋণী হয়ে সুদ দিয়েছি প্রিয় কন্যা গৌরীকে, আর পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করব নিজেকে মৃত্যুর চরণে ডালি দিয়ে।

প্রস্থানোদ্যত

মাধুরী। বাবা—বাবা!

ভাস্কর। বাংলার ঋণ পরিশোধে যাচ্ছি মা, তাই যাবার পূর্ব্বে মুক্ত কণ্ঠে বাংলার মা বোনেদের কাছে আমি যুক্তকরে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মা-মা আমাকে তোরা ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

[প্রস্থান

তানাজী। পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী!

মাধুরী। বাবার উদ্দেশ্য সন্দেহজনক তানাজী! তুমি মারাঠা ভাইদের নিয়ে এইখানে অপেক্ষা কর, আমি চল্লুম মুর্শিদাবাদে।

তানাজী। মাধুরী!

মাধুরী। মুর্শিদাবাদ থেকে বাবাকে নিয়ে যদি আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে ফিরি উত্তম, আর যদি না ফিরি মারাঠা বাহিনী নিয়ে তুমি বাংলা ছেড়ে চলে যেও তানাজী। জেন, মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত মৃত্যুর চরণে জীবন সমর্পণ করে পরিশোধ করেছেন বাংলার ঋণ।

[প্রস্থান

তানাজী। বাংলার ঋণ, বাংলার ঋণ! এমন ঋণী পণ্ডিতজী বাংলার কাছে যার জন্যে তাঁর জীবন দিতে হবে? প্রিয়তমা গৌরী, জানিনা তুমি কোনলোকে! যদি স্বর্গে থাক, তাহলে শুনে রাখ দেবী, তোমার আর তোমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে, বিরাট মারাঠা বাহিনী নিয়ে, তানাজী আবার বাংলার বুকে প্লাবন প্রবাহে ছুটে আসবে।

[প্রস্থ

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ দরবার কক্ষ

মহম্মদীবেগ ও মীর্জ্জাফরের প্রবেশ

মীর্জ্জাফর। তুই প্রস্তুত হয়ে এসেছিস্ মহম্মদী ?

মহম্মদ। প্রস্তুত তো হয়ে এসেছি হুজুর, কিন্তু ভাবছি যে, বিষাক্ত ছোরার একটা ঘায়ে ঘরের দুষমনকে শেষ করব ভেবেছিলুম, সেই ছোরা শাণিয়ে আজ দরবারে আসতে হয়েছে, মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিতকে শেষ করবার জন্যে এর কারণ কি !

মীর্জ্জাফর। এর নিগূঢ় কারণ আছে মহম্মদী, এখানে খুলে বলবার সময় নেই। তবে জেনে রাখিস্, আজ ভাস্কর পণ্ডিতকে মারতে পারলে নবাব আমাদের উপর খুসী হবেন এবং এই কারণেই আমাদের স্বার্থ সিদ্ধির পথ প্রসিদ্ধ হবে। এখন ও আলোচনা ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। নবাব আসছেন।

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ

আলিবর্দ্দী। তাহলে হত্যা করাই স্থির করলে মীর্জ্জাফর !

মীর্জ্জাফর। এ ছাড়া অন্য পন্থা খুঁজে পাচ্ছিনা জনাব ! আর ভেবে দেখুন, যে পাষণ্ড বাংলার নরনারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে তাকে হত্যা করলে কোন দুর্নাম রটবে না।

আলিবর্দ্দী। তুমি তো বলছ, আমি কিন্তু ঐ দুর্নামেরই ভয় করছি

জাফর খাঁ! সন্ধি চুক্তি করবার জন্যে আহ্বান করে তাকে হত্যা করায়—

মীর্জাফর। কোন দোষ নেই জনাব!

মহম্মদী। তা তো নিশ্চয়। শয়তান মারাঠা সর্দার কোন দেশে না অত্যাচার করেছে? বিশেষতঃ বাংলায় তার নিষ্ঠুরতা আরো বেড়ে গিয়েছিল। ছোট ছোট শিশুগুলোকে পথে আছড়ে মেরেছে, বুড়োগুলোকে কুকুর শিয়ালের মত মেরেছে, মন্দির বা মস্‌জিদ থেকে পুরোহিত আর মোল্লাসাহেবদের টেনে এনে লাথি মারতে মারতে মেরে ফেলেছে, এমন কি বাংলার মা বোনেদের ইজ্জৎ—

আলিবর্দ্দী। ওঃ! আর বলিস্ না, আর বলিস না মহম্মদী, কথাগুলো শুনে গায়ের রক্ত গরম হয়ে মাথায় উঠছে। হোক আমার মহাপাপ, রটুক দুর্নাম, পাষণ্ডকে একেবারে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও মীর্জ্জাফর।

মহম্মদ। সে জন্যে তো এ গোলাম তৈরী হয়েই এসেছে জনাব!

ছোরা দেখাইল

আলিবর্দ্দী। আজ দরবারে তাহলে অন্যান্য অমাত্যবর্গ আসবেন না!

মীর্জ্জাফর। আমি সকলকেই আসতে নিষেধ করে দিয়েছি জাঁহাপনা!

ভাস্কর পণ্ডিতের প্রবেশ

আলিবর্দ্দী। এই যে! আসুন, আসুন পণ্ডিতজী! তবিয়ৎ শরিফ?

ভাস্কর। আর তবিয়ৎ! প্রিয় কন্যা শোকে আমি ভেঙ্গে পড়েছি নবাব বাহাদুর, এ তবিয়ৎ আর শরিফ হবে না!

মহম্মদী। আহা! নিজের মেয়েকে নিজ হাতে কামানের গোলায় উড়িয়ে দিলেন, একি কম পরিতাপের কথা!

মীর্জ্জাফর। আঃ! মহম্মদী, একে পণ্ডিতজী প্রিয় কন্যাশোকে

মুহ্যমান, তার ওপর সেই পুরণো কথা মনে করিয়ে দিয়ে আর দুঃখের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিস্‌নি।

ভাস্কর। দুঃখ! একটা জমাট দুঃখের বোঝা এই বুকে জমা হয়ে আছে সিপাহোশালার, যদি দেখাবার হত, তাহলে বুক চিরে দেখাতে পারতুম—যাক্‌, বৃথা আর ও আলোচনা। এখন সন্ধিচুক্তির কথাবার্ত্তাই বলুন।

মীর্জ্জাফর। কথাবার্ত্তা বলার কিছু নেই! সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেই রেখেছি, এখন উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হলেই কাজ মিটে যায়।

ভাস্কর। কৈ দেখি সন্ধিপত্র।

মীর্জ্জাফর। এই যে আমাদের পক্ষের, আর এই যে আপনার পক্ষের দুখানা সন্ধিপত্র।

দুইখানি সন্ধিপত্র দিল

ভাস্কর। (পত্র দুইখানি পরপর পাঠ করিয়া) সবই তো লেখা আছে, কিন্তু আমাদের চৌথর টাকার কথা তো পত্রে উল্লেখ নেই।

মীর্জ্জাফর। কিসের চৌথর টাকা ?

ভাস্কর। বাংলা রাজসরকার মারাঠা সরকারকে প্রতিবৎসর যে চৌথ দেবেন বলে স্বীকার করেছেন।

মীর্জ্জাফর। বাংলা সরকার মারাঠা রাজসরকারকে কোন চৌথ দেবেন বলে স্বীকার করেন নি।

ভাস্কর। সে কি! প্রতিবৎসর চৌথর টাকা দেবেন এই মর্ম্মে পত্র দিয়েই তো সন্ধি চুক্তির জন্যে আমাকে এখানে আনানো হয়েছে।

মহম্মদী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রিয় কন্যার শোকে মুহ্যমান পণ্ডিতজী বোধ হয় ইদানীং চোখে ঝাপসা দেখছেন, তাই চৌথর টাকা পাবেন এই কথাটা পত্রে পড়ে ফেলেছেন।

মীর্জ্জাফর। না, না, চৌথর স্বপ্ন দেখতে দেখতে পণ্ডিতজী আমাদের পত্র পড়েছিলেন।

ভাস্কর। আমি আপনাদের পরিহাস শুনতে নবাব দরবারে আসিনি, এসেছি সন্ধিবদ্ধ হতে।

মহম্মদী। তা বেশ তো, টপ করে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে ফেলুন।

ভাস্কর। এ সন্ধিপত্রে আমি স্বাক্ষর করব না।

মীর্জ্জাফর। কারণ ?

ভাস্কর। কারণ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবার পূর্ব্বে চৌথর টাকা চাই, আর এই টাকার কথাটাও সন্ধিপত্রে উল্লেখ থাকা চাই।

মীর্জ্জাফর। ও দুটো সর্ত্তই আমরা বাতিল করছি।

ভাস্কর। নবাব বাহাদুরেরও কি ঐ মত ?

আলিবর্দ্দী। আমার দরবারের বিশিষ্ট অমাত্যবর্গ যা বলবে, আমাকেও তাই মেনে নিতে হবে মারাঠা বীর।

ভাস্কর। বটে! তাহলে আগাগোড়াই ছলনা। উত্তম, আপনার বিশিষ্ট অমাত্যবর্গের মত নিয়েই আপনি থাকুন, আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।

মীর্জ্জাফর। কোথায় যাচ্ছেন পণ্ডিতজী! সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে যান।

ভাস্কর। ও ছলনা জড়িত সন্ধিপত্রে আমি স্বাক্ষর করব না।

মীর্জ্জাফর। স্বাক্ষর আপনাকে করতেই হবে।

ভাস্কর। ভাস্কর পণ্ডিত কারো রক্তচক্ষু দেখে ভয় পায় না সিপাহো-শালার! এই আমি ছলনাজড়িত নবাব দরবার ছেড়ে চলে যাচ্ছি, শক্তি থাকে বাধা দিন!

মীর্জ্জাফরকে ঠেলিয়া দিয়া প্রস্থানোদ্যত

মহম্মদী। সে অবসর আর পাবি না মারাঠা শয়তান।

পশ্চাত হইতে ছুরিকাঘাত

ভাস্কর। ওঃ!

আর্ত্তনাদ করিয়া পশ্চাতে ঘুরিলেন

মহম্মদী। এই তোর যোগ্য শাস্তি—

বার বার বক্ষে ও পেটে ছুরিকাঘাত

ভাস্কর। (পড়িয়া গিয়া) বাংলা মা, বাংলা মা! রক্ত নে, রক্ত নে রাক্ষসী, যে রক্তের জন্য তুই লালায়িতা, সেই রক্ত আকণ্ঠ পান কর।

দ্রুতপদে মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। বাবা—বাবা! একি! একি!

ভাস্কর। শাস্তি নিচ্ছি মা, বাংলা সরকারের কাছে শাস্তি নিচ্ছি!

মাধুরী। এত নীচ! এত অপদার্থ বাংলার রাজসরকার! সন্ধি চুক্তির ছলনায় আনিয়ে অভিনয়ে শত্রুর বক্ষে গুপ্ত ছুরিকাঘাত!

ভাস্কর। দুঃখ করিস না মা, দুঃখ করিস না! কন্যাশোকে উন্মাদ হয়ে যে পাপ করেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্তে বুকের উত্তপ্ত শোণিত ঢেলে পরিশোধ করলুম বাংলার ঋণ।

যবনিকা

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, ১০৪এ. আপার চিৎপুর রোড, কলিঃ-৬
হইতে শ্রীরবীন্দ্র নাথ ধর বি. এ. কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও জগদ্ধাত্রী প্রেস
৫।২ শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিঃ-৭ হইতে শ্রীখগেন্দ্র নাথ চন্দ্র
কর্ত্তৃক মুদ্রিত